أمطر الخير مطراً

কল্যাণের বারিধারা

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

BUHAMA PUBLICATION

www.QuranerAlo.net

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

বই	কল্যাণের বারিধারা
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ	আমীমুল ইহসান
সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

www.QuranerAlo.net

কল্যাণের বারিধারা

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

www.QuranerAlo.net

কল্যাণের বারিধারা

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
বরিউস সানি ১৪৪০ হিজরি / ডিসেম্বর ২০১৮ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১৫০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

www.QuranerAlo.net

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩
কল্যাণের বারিধারা:
০১. মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা ১৫
০২. উত্তম আয়োজনে অবদান রাখা ১৬
০৩. নিঃস্বার্থভাবে অপরের উপকার করা ১৬
০৪. স্ত্রীর প্রতি প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ১৭
০৫. সন্তানদের উত্তমরূপে প্রতিপালন ১৭
০৬. আল্লাহর পথে আহ্বান ১৮
০৭. আপন কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণ ১৮
০৮. কুরআন শেখানো ও কুরআন শিক্ষায় অর্থ ব্যয় ১৯
০৯. আল্লাহর জিকিরে জিহ্বাকে সতেজ রাখা ২০
১০. প্রতিবেশীর হকের প্রতি লক্ষ রাখা ২০
১১. প্রতিটি পদক্ষেপে নেক কাজের প্রচেষ্টা ২১
১২. অন্তরে আমলের আগ্রহ ২২
১৩. সাথিদের নিয়ে উত্তম প্রয়াস ২৩
১৪. জান্নাত-জাহান্নামের স্মরণ ২৩
১৫. বন্ধুত্ব স্থাপনে সতর্কতা ২৪
১৬. একজন উত্তম সাথির উদাহরণ ২৫
১৭. সফরে সঙ্গীদের সাহায্য করা ২৫
১৮. নেকের কোনো কাজ হাতছাড়া হলে চিন্তিত হওয়া ২৬
১৯. অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকা ২৬
২০. একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়া ২৭
২১. দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা কম করা ২৭

www.QuranerAlo.net

২২. নেক আমলে অগ্রগামী হবার স্পৃহা ২৮
২৩. নফল রোজা রাখা ও রোজাদারদের ইফতার করানো ২৯
২৪. দুনিয়ার মায়াজাল থেকে বেঁচে থাকতে চিন্তিত থাকা ২৯
২৫. পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ ৩০
২৬. সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন ৩১
২৭. উপকারী বই-পুস্তক বিতরণ ৩২
২৮. নিজের পেশাকে আল্লাহর নৈকট্য
লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ ৩২
২৯. কথাবার্তায় সতর্কতা ৩৩
৩০. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া ৩৪
৩১. ইখলাসের সাথে আমল করা ৩৪
৩২. দ্বীনের ওপর অটল থাকার প্রার্থনা ৩৬
৩৩. কিয়ামত দিবসের অবস্থার ব্যাপারে ভয় ৩৬
৩৪. ইলম অন্বেষণ ৩৮
৩৫. ইমান ভঙ্গের কারণসমূহ জেনে তা থেকে সতর্ক থাকা ৩৮
৩৬. দুনিয়ার মালামাল অর্জনে সতর্কতা অবলম্বন ৩৯
৩৭. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা ৩৯
৩৮. কল্যাণের চাবি হবার চেষ্টা করা ৩৯
৩৯. অসুস্থদের সেবা করা ৪০
৪০. পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ না রাখা ৪১
৪১. দশটি গুণ ৪২
৪২. সকাল-সন্ধ্যার একমাত্র চিন্তা ৪২
৪৩. ইয়াতিমের দায়িত্ব গ্রহণ করা ৪৩
৪৪. আজান শুনতেই মসজিদে গমন করা ৪৪
৪৫. সালামের প্রসার করা ৪৪
৪৬. যুবক-যুবতিদের বিয়ের ব্যবস্থা করা ৪৫
৪৭. দাওয়াহর কাজে অর্থ ব্যয় করা ৪৬
৪৮. মুসলিম ভাইদের সম্মানের হিফাজত ও

www.QuranerAlo.net

তাদের জন্য দুআ করা ৪৬
৪৯. সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ৪৭
৫০. আল্লাহর নিয়ামতরাজির প্রশংসা করা ৪৭
৫১. ধৈর্য ও সহনশীলতা ৪৮
৫২. চাশতের নামাজ পড়া ৪৮
৫৩. বাজারে প্রবেশ করে দুআ পড়া ৪৯
৫৪. কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের
ছায়ায় অবস্থানের আমল ৫০
৫৫. অপরের জন্য বোঝা না হওয়া ৫১
৫৬. কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন ৫১
৫৭. আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করা ৫২
৫৮. উচ্চ মনোবলের অধিকারী হওয়া ৫৩
৫৯. পুনরুত্থান দিবসের ভয় ৫৩
৬০. শয়তানের প্ররোচনা থেকে
আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ৫৩
৬১. নিজের বর্তমান ও শেষ
পরিণতি নিয়ে চিন্তা করা ৫৪
৬২. মিসওয়াক করা ও এর প্রতি অপরকে উৎসাহপ্রদান ৫৪
৬৩. যুবকদের আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ৫৫
৬৪. সম্পর্ক রক্ষা করা ৫৫
৬৫. অপরের প্রতি দয়া করা ৫৬
৬৬. মানুষের উপকার করে পরকালের পুঁজি সংগ্রহ ৫৭
৬৭. প্রতিটি স্থানেই কল্যাণের নিদর্শন রাখা ৫৭
৬৮. অজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়া ৫৮
৬৯. মিডিয়াতে ইসলামের পক্ষে কাজ করা ৫৮
৭০. নসিহত করা ৫৮
৭১. সুন্নাতের প্রচার-প্রসার করা ৬০
৭২. নম্রভাবে চলাফেরা করা ৬০

www.QuranerAlo.net

৭৩. মানুষের সমস্যা নিরসনে অবদান রাখা ৬১
৭৪. বাড়িতে ছোটদের কুরআন শেখানো ৬১
৭৫. প্রতিদিন আল্লাহর নিকট তাওবা করা ৬২
৭৬. কারও প্রশংসা শুনে অতিশয় পুলকিত না হওয়া ৬৩
৭৭. নেকির কাজে দ্রুত সাড়া প্রদান ৬৩
৭৮. গিবত-পরনিন্দা প্রতিরোধ করা ৬৪
৭৯. উম্মাহর কল্যাণে উত্তম অভিমত প্রদান ৬৪
৮০. নিজের ওপরও কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ করা ৬৫
৮১. লৌকিকতা পরিহার করা ৬৫
৮২. মুসলিমদের মাঝে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝি
সংশোধন করে দেওয়া ৬৮
৮৩. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া ৬৮
৮৪. কুরআন তিলাওয়াত ও পরকালের
সুপারিশকারীকে সঙ্গী বানানো ৬৯
৮৫. যথাযথভাবে দাওয়ার কাজের
জন্য রুটিন তৈরি করা ৬৯
৮৬. আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজখবর নেওয়া ৭০
৮৭. পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ
করতে অপরকে উপদেশ প্রদান ৭০
৮৮. মন্দের মোকাবেলা ভালোর মাধ্যমে করা ৭০
৮৯. প্রত্যেক স্থানের লোকদের
কল্যাণের জন্য কাজ করা ৭১
৯০. বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন ৭১
৯১. অপর মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ করা ৭২
৯২. দুনিয়ার সময়কে গনিমত মনে করা ৭৩
৯৩. বেকারদের জন্য চাকরির তালাশ করা ৭৩
৯৪. দৃষ্টিকে অবনত রাখা ৭৪
৯৫. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বেশি বেশি সিজদা করা ৭৫

www.QuranerAlo.net

৯৬. ইমাম বা মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন ৭৫
৯৭. ফিতনা ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা ৭৬
৯৮. কারও উপকারার্থে সুপারিশ করা ৭৬
৯৯. নেক কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা ৭৭
১০০. আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রস্তুত করে দেওয়া ৭৭
১০১. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ ও প্রতিদানের আশা করা ৭৮
১০২. অঙ্গীকার পূর্ণ করা ও অপরের সম্পদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা ৭৯
১০৩. বৃদ্ধদের আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ৮০
১০৪. মুসলিমদের সামনে হাসি মুখে উপস্থিত হওয়া ৮০
১০৫. হৃদয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে পরিতুষ্ট ও প্রশান্ত থাকা ৮১
১০৬. পাপিষ্ঠদের গুনাহর পবিবেশ থেকে বের করে আনার প্রচেষ্টা ৮১
১০৭. কারও উপকার করে খোঁটা না দেওয়া ৮২
১০৮. অবসর সময়কে কাজে লাগানো ৮২
১০৯. অনর্থক কাজ পরিহার করা ৮৩
১১০. কষ্টের ব্যাপারে মানুষের নিকট কোনো অভিযোগ না করা ৮৩
১১১. জাকাতের মাল উপযুক্ত খাতে ব্যয় করা ৮৪
১১২. শাহাদাত লাভের তামান্না ৮৪
১১৩. প্রতিটি মৌসুমে মানুষদের কল্যাণের কাজে আহ্বান ৮৫
১১৪. মুসলিম ভাইদের প্রয়োজন পূরণে ভূমিকা রাখা ৮৬
১১৫. মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ও তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা ৮৮
১১৬. প্রতিবেশীদের ফজরের নামাজের জন্য জাগিয়ে তোলা ৮৯
১১৭. দ্বীনের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া ৮৯
www.QuranerAlo.net

১১৮. পরস্পরের সম্প্রীতি অটুট রাখতে সচেষ্ট থাকা ৯০
১১৯. আখিরাতের বিলাসিতার জন্য
দুনিয়ার বিলাসিতা পরিহার করা ৯০
১২০. আল্লাহর ভয়ে নির্জনে অশ্রু প্রবাহিত করা ৯০
১২১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান ৯১
১২২. কৃত আমলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হওয়া ৯২
১২৩. আল্লাহর ক্ষমার দিকে অগ্রসর হওয়া ৯৩
১২৪. বেশি বেশি ইসতিগফার পড়া ৯৩
১২৫. দরিদ্র ও মিসকিনদের সঙ্গ দেওয়া ৯৪
১২৬. দান-সদাকা করা ও নিজে অভুক্ত
থেকে অন্যকে আহার করানো ৯৪
১২৭. নিজের সর্বোত্তম সম্পদ দান করা ৯৫
১২৮. হৃদয়ের স্বচ্ছতা ৯৬
১২৯. জান্নাতে নবিজির সাথি হবার আকাঙ্ক্ষা ৯৬
১৩০. কাফিরদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ ও
তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করা ৯৬
১৩১. দান-সদাকার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ ৯৮
১৩২. নিজেকে উত্তম সংশ্রবে গড়ে তোলা ৯৯
১৩৩. মেহমানের জন্য উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা ৯৯
১৩৪. অপর মুসলিমের সাথে মুসাফাহা করা ৯৯
১৩৫. সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান ও
জুমার জন্য তাড়াতাড়ি মসজিদে গমন ১০০
১৩৬. দুনিয়ার চলাফেরায় সব জায়গায়
আখিরাতের স্মরণ রাখা ১০১
১৩৭. নেক আমল করতে পেরে
আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ১০২
১৩৮. নিজে হজ করা ও অপরকে
এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ১০২

www.QuranerAlo.net

১৩৯. আদর্শ ব্যক্তিত্ব অর্জন ১০৩
১৪০. অধিক সন্তান লাভের ইচ্ছা রাখা এবং
তাদের ইলম শিক্ষা দেওয়া ১০৪
১৪১. সন্তানদের জান্নাতের নিয়ামত
লাভের আমল শেখানো ১০৫
১৪২. নিয়মিত বারো রাকাত
সুন্নাতে মুয়াক্কাদার নামাজ পড়া ১০৫
১৪৩. দুনিয়াতে মুসাফিরের ন্যায় অবস্থান করা ১০৬
১৪৪. মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ১০৭
১৪৫. কবর ও এর পরবর্তী ভয়াবহ
অবস্থার কথা স্মরণ করা ১০৭
১৪৬. মুসলিমদের দেখে আনন্দিত হওয়া এবং
তাদের জন্য দুআ করা ১০৮
১৪৭. সাথি ও বন্ধুবান্ধবদের ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করা ১০৯
১৪৮. ইমানকে সব ধরনের অন্যায় থেকে মুক্ত রাখা ১০৯
১৪৯. সর্বোত্তম সম্পদ পরকালের জন্য অগ্রে পাঠানো ১১০
১৫০. আলিমদের থেকে ফতওয়া জানা ১১০
১৫১. মানুষের কাছে অপরিচিত থাকতে পছন্দ করা ১১০
১৫২. মুসলিমদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করা ১১১
১৫৩. ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে অবকাশ দেওয়া ১১২
১৫৪. ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদারতা দেখানো ১১৩
১৫৫. পুণ্যসমূহ আল্লাহর নিয়ামত ১১৩
১৫৬. বেশি বেশি নফল রোজা রাখা ১১৪
১৫৭. মুমিন ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ১১৫
১৫৮. মজলিসের আদব রক্ষা ও
বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গ গ্রহণ করা ১১৬
১৫৯. নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় ১১৬
১৬০. নিজেকে ছোট মনে করা ১১৭

www.QuranerAlo.net

১৬১. মানুষের মাঝে সর্বাধিক দরিদ্র ব্যক্তি ১১৭
১৬২. আল্লাহর অনুগ্রহের আশা এবং
তাঁর শাস্তিকে ভয় করা ১১৮
১৬৩. কল্যাণের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা ১১৯
১৬৪. ইসলামের বিজয়ের ব্যাপারে আস্থা রাখা ১২০
১৬৫. নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে
আল্লাহর নিকট দুআ করা ১২১
১৬৬. নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ১২২
১৬৭. গভীর চিন্তাভাবনার সাথে
কুরআন তিলাওয়াত করা ১২২
১৬৮. ঘরকে আল্লাহর আনুগত্য পালনের
পবিবেশরূপে গড়ে তোলা ১২৩
১৬৯. আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর
ইবাদতকেই একমাত্র লক্ষ্য বানানো ১২৪
১৭০. রাতে নিজের বিছানা গুটিয়ে নেওয়া ১২৪
১৭১. অহংকার থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকা ১২৫
১৭২. শক্তি ও সুস্থ থাকতেই ইবাদত করা ১২৫
১৭৩. পরকালের আমলের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা ১২৬
১৭৪. নিজেকে নিয়ে পুরিতুষ্ট না হওয়া ১২৬
১৭৫. নিজের আহারের ব্যাপারে সর্তক থাকা ১২৭
১৭৬. দুনিয়াবিমুখিতা অবলম্বন করা ১২৭
পরিশিষ্ট ১২৮

www.QuranerAlo.net

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

একজন মুসলিম আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। সন্তুষ্ট ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রাসুল হিসেবে পেয়ে। নিঃসন্দেহে এ মুসলিম তাঁর রবের নিকটবর্তী হতে সচেষ্ট হবে। সচেষ্ট হবে শরয়ি আমলগুলো যথাযথভাবে আদায় করতে, যেন সে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা হতে পারে। প্রতিটি সময়ে প্রতিটি মুহূর্তে সে আল্লাহর নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করবে। শরয়ি আমলগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে আরও এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে। তাই সে দুনিয়ায় যাপিত এ সময়ে, এ সবুজ শ্যামল জমিতে বর্ষণ করে কল্যাণের বারিধারা। আর আল্লাহ তা থেকে অঙ্কুরোদ্‌গম করেন।

পার্থিব জীবন নিতান্ত অল্প সময়ের। এ যে কিছু দিন কিবা কিছু মুহূর্তের সমষ্টি। আসলে এপারের এ জীবন কিছু নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরই যোগফল। কিন্তু ক্ষণিকের এ জীবনে সংক্ষিপ্ত এ সময়ে একজন মুসলিমকে তার পাথেয় জোগাড় করে নিতে হয়। নিজেকে সিক্ত করতে হয় কল্যাণের বারিধারায়। আর মহান আল্লাহ যখন তা কবুল করে নেন, তখনই বান্দার নেক প্রয়াস-কল্যাণের বারিধারা সোনালি ফসল ফলায়। আনুগত্যশীল বান্দা কল্যাণের এ বারিধারায় নিজেকে সিক্ত করে আশা করতে পারে প্রতিদান লাভের, আকাঙ্ক্ষা করতে পারে মহাপুরস্কার—চিরশান্তির আবাস জান্নাতে প্রবেশের।

আল্লাহর কাছে কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি। কল্যাণের বীজগুলো যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপন্ন হতে থাকে। নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে সাওয়াব ও প্রতিদানের জলধারা। করুণাময় আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ায়, দান ও অনুগ্রহে তা যেন সিঞ্চিত হয় জান্নাতের বাগিচায়।

www.QuranerAlo.net

কল্যাণের বারিধারা :

প্রিয় ভাইদের সামনে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিছু হাদিস উল্লেখ করব। যেগুলো ইহকালীন-পরকালীন উভয় জীবনের সফলতার পথ-নির্দেশক হবে। যে এগুলো গ্রহণ করবে, সে এর পূর্ণ অংশই গ্রহণ করল। যে আমলের মাধ্যমে এগুলোকে পূর্ণতা দান করবে অথবা এর নিকটবর্তী হবে-সে আপন আত্মার ওপরই অনুগ্রহ করল। আত্মাকে সে এমন নির্মল-স্বচ্ছ ঝর্ণা থেকে পান করালো-কোনো জঞ্জাল-আবর্জনাই যাকে ময়লাযুক্ত করতে পারবে না। নিজ জীবনকে সে এমনভাবে কাজে লাগাল, যা প্রভূত কল্যাণ ও উপকার বয়ে আনবে। কল্যাণের সে বারিধারা :

১. মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা :

কল্যাণপ্রত্যাশী কল্যাণের বারিধারায় নিজেকে সিক্ত করতে পারে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে। যেমন : দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়া মানুষটিকে শোনাতে পারে সান্ত্বনার বাণী। বিধবাদের কষ্ট লাঘবে, ইয়াতিমের প্রয়োজন পূরণে, বৃদ্ধ লোকের সাহায্যার্থে, হতাশায় মুষড়ে পড়া যুবকের হতাশা দূর করতে—কল্যাণপ্রত্যাশী তাদের পাশে ছুটে যেতে পারে; তাদের প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। এ ধরায় এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকদের সংখ্যা কম নয়।

বিপদাপদে কেবল ধৈর্য ও প্রতিদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে অনেকের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। দুশ্চিন্তার বড় একটি অংশ এমনি দূর হয়ে যায়, যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের চিন্তা-পেরেশানির কথা এমন কোনো বন্ধুর সাথে শেয়ার করতে পারে, যে তার কথা শোনে পূর্ণ মনোযোগ আর আগ্রহের সাথে। বস্তুত, অপর মুমিনের চিন্তা ও কষ্ট দূর করার দ্বারা কল্যাণপ্রত্যাশী নিজেকেই মুক্ত করে নিল তার সবচেয়ে কঠিন চিন্তা ও কষ্ট থেকে। হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথারই সংবাদ দিয়েছেন,

www.QuranerAlo.net

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার একটি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসের বিপদাপদ হতে তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন।'[১]

২. উত্তম আয়োজনে অবদান রাখা :

কল্যাণপ্রত্যাশী কোনো সমাবেশ বা আনন্দানুষ্ঠানে যথাযথ অবদান রাখতে সচেষ্ট হয়। ভালো কাজের মাধ্যমে সে নিজ উপস্থিতি বা সেখানে অংশীদার হবার একটি নিদর্শন রাখে। কেবল উদরফূর্তি কিংবা চেহারা দেখানোর উদ্দেশ্যে কোথাও সে গমন করে না। বরং এমন ক্ষেত্রেই সে এগিয়ে আসে, যেখানে সাহায্য প্রয়োজন। যেখানে বিশৃঙ্খলা-অনিয়ম চোখে পড়ে, সেখানে সে শৃঙ্খলা আনয়নে নিজ প্রচেষ্টা ব্যয় করে। সচেষ্ট হয় ধারাবাহিকতা আনয়নে।[২]

৩. নিঃস্বার্থভাবে অপরের উপকার করা :

কল্যাণের বারিধারায় সিক্ত ব্যক্তি মানুষের উপকারে কাজ করে যায়, নিজেকে সে নিয়োজিত রাখে অপরের সেবা-শুশ্রূষায়। কিন্তু সে কারও কৃতজ্ঞতা পাবার অপেক্ষায় থাকে না। একনিষ্ঠতার দরজায় করাঘাত করে তাতে প্রবেশ করে। নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই হয় তার একান্ত আকাঙ্ক্ষা। তাই, কারও কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা পাবার আশায় সে লালায়িত থাকে না। আপত্তিও করে না যে, অন্য কেউ কেন এমনটি করছে না! সে নিজেই বরং প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। কাজ করতে করতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়।

---

১. সহিহ মুসলিম : ২৬৯৯

২. শরিয়তের খেলাফ কাজ হয় এমন কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন বা এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আনন্দ-উল্লাস করা মুমিনের জন্য বৈধ নয়। - অনুবাদক।

www.QuranerAlo.net

ইউসুফ বিন হুসাইন রহ. বলেন,

'দুনিয়াতে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস হচ্ছে ইখলাস। অন্তর থেকে লৌকিকতা দূর করতে আমি কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু প্রতিবারই তা আবির্ভূত হয় নতুন নতুন রঙে।'

৪. স্ত্রীর প্রতি প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ :

কল্যাণের বারিধারায় সিক্ত ব্যক্তি মহব্বত ও ভালোবাসার বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকে প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি। তার সাথে সে কোমল আচরণ করে। প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসায় তাকে সিক্ত করে। স্ত্রী যেন দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল থাকে, এদিকে সে সবিশেষ লক্ষ রাখে। সে মনে করে—তার স্ত্রী তার কাছে সঞ্চিত এক আমানত। স্ত্রীর প্রতি তো কোমল আচরণ আর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশই দেখাতে হবে, কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীর প্রতি সম্মান ও অনুগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ،

'শোনো, তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণের উপদেশ নাও। কেননা, তারা তোমাদের নিকট বন্দীর মতো। এ ছাড়া তোমরা তাদের ওপর আর কোনো কর্তৃত্ব রাখো না।'[৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ অনুসরণে পরিবারের লোকদের সামনে সে নিজেকে পেশ করে উত্তম আচরণের সাথে।

৫. সন্তানদের উত্তমরূপে প্রতিপালন :

নিজের সন্তানদের সে উত্তমরূপে প্রতিপালন করে। সন্তানদের সে দুনিয়া ও আখিরাতের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ লাভের মাধ্যম হিসেবে দেখে। তাদের জন্য

৩. সুনানে তিরমিজি : ১১৬৩

www.QuranerAlo.net

কল্যাণকর পথ ও উত্তম সংশ্রব কামনা করে। যখন এ সন্তানরা পরিশুদ্ধ হবে, সঠিক পথের ওপর অবিচল থাকবে; এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা প্রথমত তাদের উপকৃত করবেন, দ্বিতীয়ত তার পিতা-মাতা ও উম্মাহকে উপকৃত করবেন।

৬. আল্লাহর পথে আহ্বান :

আল্লাহর পথে দাওয়াতের অঙ্গনে তার সুস্পষ্ট পদচারণা থাকে। সে তার বিচ্ছিন্ন ভাইদের অনুসন্ধান করে। তাদের ব্যাপারে ধ্বংস ও অধঃপতনের ভয় করে তাদের সে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে থাকে। এই অবস্থায় তাদের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা কী হতে পারে, এ ব্যাপারে সে অবগত থাকে।

একদা আবু দারদা রা. জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, যে একটি গুনাহে লিপ্ত হয়েছিল। এ কারণে লোকজন তাকে গালি-গালাজ করছিল। এ দেখে তিনি বললেন,

'তোমরা যদি তাকে একটি গর্তে নিপতিত দেখতে পেতে, তবে কি তাকে বের করে আনতে না?' তারা বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, 'তাহলে তোমাদের এ ভাইকে তোমরা গালি দিও না। তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করো, যিনি তোমাদের পাপ থেকে মুক্ত রেখেছেন।' তারা বলল, 'আমরা কি তাকে ঘৃণা করব না?' তিনি বললেন, 'তোমরা তার কাজকে ঘৃণা করো। যখন সে পাপকাজ ছেড়ে দেবে, তখন তো সে আমাদের ভাই।'

৭. আপন কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণ :

সে বিশ্বাস করে, আত্মসমালোচনা, নিজের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া ও জীবনের পৃষ্ঠাগুলো উল্টিয়ে দেখা হিদায়াত ও মুক্তিলাভেরই উপায়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী সে, যে নিজেকে চিনতে সক্ষম হয়েছে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করেছে। বিচক্ষণ সে, যে নিজেকে অটল রেখেছে কল্যাণের পথে; নিজের কাজকর্মকে সিলগালা করে দিয়েছে শরিয়তের মহর দিয়ে।

www.QuranerAlo.net

সে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ওপর আমল করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে কী পুণ্য অগ্রিম পাঠিয়েছে।'[৪]

ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের তাফসিরে বলেন,

'হিসাব গ্রহণের আগেই তোমরা নিজেদের হিসাব করে নাও এবং দেখে নাও যে, তোমরা তোমাদের পুনরুত্থান ও রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসের জন্য কী জমা করেছ?'

কল্যাণপ্রত্যাশী নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে। পুনঃনিরীক্ষণ করে নিজের কর্ম আর প্রচেষ্টগুলো। যেন তার জীবন চলার পথ সঠিক হয়। পুণ্য লাভের আমলগুলো বৃদ্ধি পায়। কেননা, আজ আমলের দিন, হিসাবের নয়; কিন্তু আগামীকাল হবে হিসাবের দিন, আমলের নয়।

৮. কুরআন শেখানো ও কুরআন শিক্ষায় অর্থ ব্যয় :

কুরআনের ভালোবাসায় কল্যাণপ্রত্যাশী কুরআন হিফজের মজলিস পরিচালনা করে। কুরআন নিয়ে মেহনত চলে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহে সে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। নিজেদের সন্তানদের এরূপ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকদের সে উৎসাহিত করে। ছাত্রদের অবিচলতা ধরে রাখতে তাদের নিয়ে আয়োজন করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। নিজের সম্পদ ব্যয় করে ছাত্রদের হাতে সে হাদিয়া ও পুরস্কার তুলে দেয়।

---

৪. সুরা হাশর : ১৮

www.QuranerAlo.net

ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন,

'কুরআন শিক্ষা দেওয়া, কুরআন শিক্ষা ও পাঠে নিজের জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা সর্বোত্তম আমল।

৯. আল্লাহর জিকিরে জিহ্বাকে সতেজ রাখা :

তার জিহ্বা আল্লাহর জিকিরে সিক্ত থাকে। এমনকি জিকির তার আহারে পরিণত হয়। আপনি কি দেখেন না, নির্লজ্জ-বেহায়া কবি-শিল্পীরা কিভাবে সারাক্ষণ মন্দ বুলি মুখে আওড়াতে থাকে? আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি। হে কল্যাণপ্রত্যাশী, আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির জিকিরে আপনার জিহ্বাকে সর্বদা সতেজ রাখুন। আল্লাহর বড়ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ

'আল্লাহ তাআলার কাছে চারটি বাক্য সবচেয়ে প্রিয়—সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। তুমি যেটা দিয়েই শুরু করো, কোনো অসুবিধে নেই।'[৫]

১০. প্রতিবেশীর হকের প্রতি লক্ষ রাখা :

কল্যাণপ্রত্যাশী জানে, দেখাশোনা ও দয়া-অনুগ্রহ পাবার অধিক হকদার তার প্রতিবেশী। তাই দিনে সর্বনিম্ন পাঁচবার সে তাদের খোঁজখবর নেয়। আর এ খোঁজখবর নেওয়ার সময়টি হলো নামাজের সময়। সে আত্মীয়-স্বজন ও ভাইবোনদের চেয়েও প্রতিবেশীর বেশি খোঁজখবর রাখে। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

৫. সহিহ মুসলিম : ২১৩৭

www.QuranerAlo.net

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

'প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে জিবরিল আমাকে এত বেশি নির্দেশনা দিচ্ছিলেন যে, আমার ধারণা হচ্ছিল, অচিরে প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেওয়া হবে।'[৬]

প্রতিবেশীর ছোট-বড় সব ধরনের কষ্ট লাঘবে সে সচেষ্ট থাকে। গাড়ি পার্কিংয়ের সময় খেয়াল রাখে রাস্তা যেন সংকীর্ণ না হয়। কেননা, তার স্মরণে থাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধান করে দিয়েছেন যে,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

'সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা হতে নিরাপদ নয়।'[৭]

ইমাম নববি রহ. বলেন, 'البوائق অর্থ হচ্ছে বিপদ ও অনিষ্টতা।'

১১. প্রতিটি পদক্ষেপে নেক কাজের প্রচেষ্টা :

নেকের পথে সফরকালে কল্যাণপ্রত্যাশী পথে পথে কল্যাণের বীজ ছড়াতে শুরু করে। বর্ষণ করতে থাকে কল্যাণের বৃষ্টি। বিপদগ্রস্ত কাউকে দেখলে সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মসজিদের পাশ দিয়ে গমনকালে সেখানে কুরআন বা কোনো কিতাব রেখে যায়। ফুয়েল স্টেশনে বিরতি গ্রহণকালে সেখানে অবস্থানরত লোকদের নসিহত করে যায়, তাদের মধ্যে রেখে যায় উত্তম কোনো নির্দশন। পথিমধ্যে যে সকল সমস্যা থাকে, সেগুলোর ব্যাপারে সে সর্তক থাকে। দেয়ালে দেয়ালে লিখিত অশ্লীল কথা ও চিত্রকে সে মুছে দেয় শালীনতার রঙে। যেন তরুণ-তরুণীরা নিরাপদে থাকে। অন্তরের রোগীদের রোগ বৃদ্ধি না পায়। সে তার ভাইদের কাজগুলোকে সঠিক করে দেয়। তাদের ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কেননা,

---

৬. সহিহ বুখারি : ৬০১৫, মুসলিম : ২৬২৫
৭. সহিহ মুসলিম : ৪৬

www.QuranerAlo.net

তারা তো তার ভাই, তার বন্ধু। তাদের কাজগুলো ঠিক করে দেওয়া, তাদের ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করা তো তারই দায়িত্ব।

তালহা বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ। যিনি ছিলেন তার সময়কার কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে উদার ও দানশীল ব্যক্তিত্ব। তাকে তার স্ত্রী বিনতে আব্দুল্লাহ বিন মুতি বলেন, 'আমি আপনার সম্প্রদায়ের মতো কোনো ইতর সম্প্রদায়কে কখনো দেখিনি।'

স্বামী বললেন, 'থামো, থামো, এমন কেন বলছ?'

- আপনি যখন সচ্ছল, তখন তারা আপনাকে ঘিরে ধরে। আর যখন আপনি দুরবস্থায় থাকেন, তখন তারা আপনাকে ছেড়ে চলে যায়।
- আল্লাহর শপথ! এটা তাদের উত্তম চরিত্র। যখন আমি তাদের সাহায্য করতে সক্ষম থাকি, তখন তারা আমার কাছে আসে। আর যখন আমি তাদের হক আদায়ে অক্ষম থাকি, তখন তারা আমার কাছে আসে না।

১২. অন্তরে আমলের আগ্রহ :

কল্যাণপ্রত্যাশী চাতক পাখির ন্যায় সর্বদা তাকিয়ে থাকে আল্লাহর রহমতের দিকে। জান্নাত লাভের আমল করতে তার হৃদয় সারাক্ষণ ব্যাকুল থাকে। বুখারি ও মুসলিমের এক হাদিসে এমন এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উল্লেখ করেছেন, এই উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় তিনি বলেন,

هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'যারা অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না, ঝাড়ফুঁক করে না, আগুনে পোড়ানো কোন বস্তুর দাগ লাগায় না, বরং যারা তাদের রবের ওপরে তাওয়াক্কুল করে; তারা-ই হলো বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশকারী।'[৮]

---

৮. সহিহ বুখারি : ৫৭৫২, সহিহ মুসলিম : ২২০

www.QuranerAlo.net

সে তাওহিদবিষয়ক বই পাঠে মগ্ন থাকে; যেন জান্নাতের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথটি জানতে পারে—যে জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান। সে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করে, যেন ইমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; যারা নিজেদের ইমানকে জুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি।

১৩. সাথিদের নিয়ে উত্তম প্রয়াস :

সে জানে, এই উম্মাহর মধ্যে অনেক কল্যাণ আছে। কিন্তু তাদের বর্তমান অবস্থা ও শেষ পরিণতি সম্পর্কে জানানো জরুরি। তাই, সে তার সাথিদের নিয়ে মানুষের মাঝে দাওয়াহর কাজ করে। বন্ধুদের সে উৎসাহিত করে, রাস্তার পাশে পেস্টুন ঝুলাতে; যা পথচারীদের স্মরণ করিয়ে দেয়—আল্লাহ তাআলার কথা। তাতে তারা চমৎকার সব বাক্য লিখে ঝুলিয়ে রাখে।

যেমন : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، «أَسْتَغْفِرُ اللهَ»، «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» 'শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন।' 'সর্বদা স্মরণ রাখুন, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন।'

১৪. জান্নাত-জাহান্নামের স্মরণ :

যখনই তার অলসতা আসে, কিংবা সে ঝুঁকে পড়ে অবসাদগ্রস্ততার দিকে, তখনই সে স্মরণ করে জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের কথা; স্মরণ করে জান্নাতের ভোগ-বিলাস ও আনন্দের কথা। এ স্মরণ আর চিন্তাভাবনা তাকে কষ্ট ও উদ্যমতা, পরিশ্রম ও অবিচলতার দিকে ধাবিত করে।

ইবরাহিম আত-তামিমি রহ. বলেন,

'আমি নিজেকে জাহান্নামে নিয়ে যাই। তার বেড়ি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিজের ওপর প্রয়োগ করি। তার জাক্কুম ফল ভক্ষণ করি। পান করি তার প্রচণ্ড ঠান্ডা পানীয়। তখন নিজেকে নিজে বলি, হে নফস, তুমি কী চাও? সে বলে, আমি দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাই; নেক কাজ করতে চাই। আর এমন আমল করতে চাই, যা আমাকে জাহান্নাম ও তার আজাব থেকে মুক্তি দেবে।

www.QuranerAlo.net

ফের নিজেকে আমি জান্নাতি হুরদের নিকট পেশ করি। জান্নাতের পাতলা, পুরু নকশি ও রেশমি কাপড় পরিধান করি। নিজেকে বলি, হে আমার নফস, তুমি কী চাও? সে বলে, আমি দুনিয়ায় ফিরে যাব এবং এমন আমল করব, যেন আমার সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। তখন আমি তাকে বলি, তুমি দুনিয়াতেই আছ আর আমল না করে তা পাওয়ার দুরাশা করছ!'

১৫. বন্ধুত্ব স্থাপনে সতর্কতা :

দুনিয়ার জীবনে সংশ্রব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যদি তা হয় সৎ লোকের সাথে, তবে আপনার জীবন আলোকিত হয়ে যাবে। আর যদি তা হয় খারাপ ও আত্মপূজারির সাথে, তবে আপনাকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। মানুষের জীবনে এটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী। যার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হলো, আতর বিক্রেতা ও কামার। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ

'মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে। তাই তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ রাখে, সে কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে।'[৯]

হে ভাই, আপনার বন্ধুদের খুব ভালোভাবে যাচাই করে নেবেন। তাদের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখলে অবশ্যই তাদের উপদেশ ও উত্তম দিক-নির্দেশনা দেবেন। যদি কেউ উপেক্ষা করে ও উপদেশ-নির্দেশনা থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে; তবে তাকে পরিত্যাগ করবেন এবং নিজেকে তার থেকে দূরে রাখবেন।

স্মরণ করুন, মন্দ বন্ধু আবু জাহেলের কথা, যখন সে আবু তালিবের মৃত্যুর সময় তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'আবু তালিব, তুমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপরই আছ।' অবশেষে শিরকের ওপরেই আবু তালিবের মৃত্যু হলো। তাই কল্যাণপ্রত্যাশী বন্ধুত্বের ব্যাপারে সর্তকতা গ্রহণ করে; যদিও সে বন্ধু যত পুরোনোই হোক না কেন।

---

৯. মুসনাদে আহমাদ : ৮৪১৭

www.QuranerAlo.net

ইমাম আহমাদ বিন হারব বলেন, 'আমি পঞ্চাশ বছর যাবৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেছি। কিন্তু তিনটি জিনিস পরিত্যাগ করা ব্যতীত ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করতে পারিনি। ১. আমি মানুষের সন্তুষ্টি চাওয়া ত্যাগ করেছি, ফলে হক কথা বলতে সক্ষম হয়েছি। ২. পাপাচারীদের বন্ধুত্বের সংশ্রব পরিত্যাগ করেছি, ফলে নেককারদের সংশ্রব পেয়েছি। ৩. দুনিয়ার স্বাদ ত্যাগ করেছি, ফলে আখিরাতের স্বাদ পেয়েছি।'

১৬. একজন উত্তম সাথির উদাহরণ :

সে বিশ্বাস করে, উত্তম চরিত্রের ফলে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, দূর হয় নিঃসঙ্গতা। যখন ফল পরিপক্ক হয়, তখন তা সুস্বাদুও হয়। আবু আলি আর-রিবাতি বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ আর-রাজির সাথি হলাম। তিনি প্রায়ই গ্রামে যাওয়ার সময় বলতেন, "আমাদের জন্য আমির নির্ধারণ করে নেওয়া উচিত। তুমি আমির হবে নাকি আমি?' "আমি বলতাম, আপনিই আমির।" তিনি বললেন, "তবে তোমার জন্য আমার আনুগত্য করা আবশ্যক।" আমি বললাম, "ঠিক আছে।" এরপর তিনি তার ব্যাগ নিলেন এবং তাতে সামান তুলে নিয়ে পিঠে বহন করলেন। আমি বলতাম, "আমাকে দিন, আমি বহন করি!" তিনি বললেন, "তুমি না বললে, আমি আমির? সুতরাং তোমার জন্য আনুগত্য জরুরি।" রাতে আমরা বৃষ্টি আক্রান্ত হলাম এবং এক স্থানে অবস্থান করছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে বসিয়ে সারা রাত আমার মাথার ওপর কাপড় ধরে রেখে বৃষ্টি থেকে আমাকে রক্ষা করছিলেন। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, যদি আমি মরে যেতাম আর "আপনি আমির" এ কথাটি না বলতাম।'

১৭. সফরে সঙ্গীদের সাহায্য করা :

সফর মানুষের চরিত্র ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। সফরে মুমিন ব্যক্তি তার ভাইদের সহযোগিতা করে। নিজের সফর সঙ্গীর বোঝা বহনের ফজিলত সম্পর্কে সে গাফিল থাকে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

www.QuranerAlo.net

وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ

'অন্যকে নিজের বাহনে উঠিয়ে অথবা তার সামানগুলো তাতে উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করা সদাকা।'[১০]

১৮. নেকের কোনো কাজ হাতছাড়া হলে চিন্তিত হওয়া :

কতক মানুষ পার্থিব বিভিন্ন কারণে পেরেশান ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। যেমন : গাড়ি বা টাকার বাক্সের চাবি হারিয়ে যাওয়া, আয়-রোজগার অধিক না হওয়া বা কমে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু কল্যাণপ্রত্যাশীগণ কেবল চিন্তিত হয় আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও নৈকট্যের ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান নিয়ে। নামাজে কখনো তাকবিরে তাহরিমা ছুটে গেলে তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। মুয়াজ্জিনের আজানের উত্তর দিতে ভুলে গেলে তার মন অস্থির হয়ে ওঠে—আফসোস, এই মহাকল্যাণের সুযোগ কেন আমি হারিয়ে ফেললাম! যখন ওই দিনের সূর্য অস্তমিত হয়, তখন সে অল্প আমলের কারণে লজ্জিত হয়। কেননা, সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, গতকালের আমল শেষ এবং তার আমলনামা গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিদান ও হিসাবের দিন ব্যতীত তা আর খোলা হবে না।

১৯. অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকা :

তার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে। আজানের আওয়াজ 'এসো, নামাজের দিকে' শোনার সাথে সাথে সে মসজিদ পানে ছুটে চলে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করে, যেমন আয়িশা রা. বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে কথা বলতেন, আমরাও তাঁর সাথে কথা বলতাম। কিন্তু যখন নামাজের সময় হতো, তখন কেমন যেন তিনি আমাদের চিনতেন না এবং আমরাও উনাকে চিনতাম না।'

---

১০. সহিহ বুখারি : ২৯৮৯

www.QuranerAlo.net

আর কল্যাণপ্রত্যাশী যখন আজানের আগেই মসজিদে চলে আসে, কেমন যেন সে সুফইয়ান বিন উয়াইনা রহ.-এর এ কথায় প্রভাবিত হলো। তিনি বলেন, 'অসৎ বান্দার মতো হোয়ো না, যাকে ডাকা ব্যতীত আসে না। তোমরা আজানের আগেই নামাজের জন্য মসজিদে চলে এসো।'

২০. একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়া :

সে নামাজে দাঁড়ালে এমনভাবে নামাজ পড়ে, যেন এটাই তার জীবনের শেষ নামাজ। সে মনে করে, পরবর্তী নামাজের আগেই তার মৃত্যু এসে পড়বে। এখন তো সে আদায় করছে আর দ্বিতীয়টির অপেক্ষায় আছে। হতে পারে এ নামাজই তার শেষ নামাজ। তাই সে একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়ে। অনেক মুসল্লিই এমন যে, নামাজে অবহেলা করে। নামাজ বিনষ্ট করে ফেলে, এমন মানুষও অধিক। আর আল্লাহ তাআলার তাওফিকপ্রাপ্ত বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন বিনয়ী ও অবনত হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا سُدْسُهَا خُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا

'মানুষ নামাজ থেকে ফিরে যায়, আর তার জন্য নামাজের দশ ভাগের একভাগ, নয় ভাগের একভাগ, আট ভাগের একভাগ, সাত ভাগের একভাগ, ছয় ভাগের একভাগ, পাঁচ ভাগের একভাগ, চার ভাগের একভাগ, তিন ভাগের একভাগ, অথবা অর্ধেক সাওয়াব লেখা হয়।'[১১]

২১. দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা কম করা :

দীর্ঘ আশা দুরারোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী একটি ব্যাধি। কারও হৃদয়ে এটি আসন গেড়ে বসলে তার স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়। চিকিৎসা কঠিন হয়ে পড়ে। রোগ

---

১১. সুনানে আবু দাউদ : ৭৯৬

www.QuranerAlo.net

সেরে উঠে না। কার্যকর হয় না কোনো ওষুধই। চিকিৎসকরা বরং ক্লান্ত হয়ে যান, তার মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন আলিম ও জ্ঞানীগণ। বস্তুত যখনই কোনো বান্দার আশা দীর্ঘ হতে থাকে, তখন সে মন্দ আমলে লিপ্ত হয়ে পড়ে। দীর্ঘ আশার ফলে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, বিশুদ্ধ নিয়তের ফলে অন্তর থেকে পাপের আকাঙ্খা দূর হয়ে যায়।

আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন তার হৃদয়ের পেশীতে আঘাত হানে, তখনই সে তা ঝেড়ে ফেলে। অবশেষে মনে হয়, সে যেন জান্নাত প্রত্যক্ষ করছে স্বচক্ষে। কারণ, দুনিয়াতে অবস্থান খুব অল্প সময়ের আর বিদায় যে অতি সন্নিকটে।

২২. নেক আমলে অগ্রগামী হবার স্পৃহা :

যখনই সে কোনো কল্যাণ প্রত্যক্ষ করে কিংবা কোনো হাদিস শ্রবণ করে, তখনই সাধ্যমতো আমল করতে সচেষ্ট হয়। অথবা অপর কাউকে আমলের পথ দেখিয়ে তার বিষয়টিকে সহজ করে দেয়। যদি সে এই কাজটি করতে সক্ষম না হয়, তবুও নিয়ত করা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে না। আর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ অনেক প্রশস্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا، بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

'যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি ঘর নির্মাণ করে—যদিও তা মুরগির ডিম পাড়ার গর্তের মতো ছোট হয়—আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।'[১২]

এ বিষয়ে সে গভীরভাবে চিন্তা করে। কারণ, কিছু কিছু দেশে মসজিদ নির্মাণের কাজে ত্রিশ হাজার রিয়ালের বেশি প্রয়োজন হয় না। সে বলে, 'এ সমস্ত ব্যক্তি নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে। এদের উপার্জন এক হাজার রিয়ালের চেয়েও কম। অথচ, তারা নিজেদের গ্রামে মসজিদ নির্মাণে ছুটে

১২. মুসনাদে আহমাদ : ২১৫৬

www.QuranerAlo.net

চলছে। তারা নিজেদের সাথে অন্য কারও অংশীদার হওয়াও পছন্দ করছে না! তারা কি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও উত্তম আমল সঞ্চয়ে আমার চেয়ে বেশি বিচক্ষণ!' নেক আমলে অপরের চেয়ে পিছিয়ে থাকার কারণে সে ব্যথিত হয়, আর এই ব্যথাই তাকে উত্তম কর্মের দিকে ধাবিত করে। দৃঢ়চিত্তে সে বলে, 'নিজেকে আমি এই সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করব না। যদিও এ অর্থ কয়েক বছরে জমা করতে হয়।'

আবু বকর আহমাদ আন-নাজ্জার সব সময় রোজা রাখতেন। রুটির টুকরো দিয়ে ইফতার করতেন। তিনি নিজ খাদ্য থেকে কিছু কিছু নিয়ে রেখে দিতেন। অতঃপর বৃহস্পতিবার আসলে সেই খাবারগুলো খেয়ে নিতেন আর সেদিনের খাদ্যগুলো দান করে দিতেন।

২৩. নফল রোজা রাখা ও রোজাদারদের ইফতার করানো :

কল্যাণপ্রত্যাশী সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোজা রাখার কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দিনগুলোতে নিজের দস্তরখান সে প্রশস্ত করে দেয়। সে বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও বড় বড় মসজিদে রমজানের সভাগুলোতে উপস্থিত হয়ে লোকদের ইফতার করায়। এক যুবকের কথা আমার এখন স্মরণে আসছে। সে একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন করল, আশুরার রোজাদারদের ইফতার করাবে। অন্য কেউ তার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যায় কি না, এ ভেবে সে চার মাস আগেই আবেদন করে রেখেছিল।

২৪. দুনিয়ার মায়াজাল থেকে বেঁচে থাকতে চিন্তিত থাকা :

দুনিয়ার অবস্থা নিয়ে সে চিন্তাভাবনা করে। দুনিয়া তাকে নিজের মায়াজালে বন্দী করতে ক্রমাগত তার দিকে ধেয়ে আসছে। সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, সে যেন এমন না হয় যে, গুনাহে লিপ্ত হতে থাকবে আর সহসা একদিন তাকে পাকড়াও করা হবে। সে স্মরণ করে, আলি বিন আবি তালিব রা.-এর সে অনুপম কথাটি,

'তোমার ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি বেড়ে যাওয়া কল্যাণ নয়। বরং তোমার

www.QuranerAlo.net

আমল ও প্রজ্ঞার উন্নতির মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। দুনিয়াতে কেবল দুব্যক্তির জন্যই কল্যাণ রয়েছে। ১. এমন ব্যক্তি, যে পাপ করেছে এবং তাওবার মাধ্যমে তা সংশোধন করে নিয়েছে। ২. এমন ব্যক্তি, যে কল্যাণের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলে। দ্বীনদারিতার ক্ষেত্রে তার কোনো আমলে কমতি আসে না। যে আমল কবুল হয়, সে আমল কীভাবে সে কমিয়ে দেবে?

২৫. পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ :

সে দয়া, অঙ্গীকার ও ভালোবাসাপূর্ণ বৃষ্টির ন্যায় কল্যাণ বর্ষণ করতে থাকে। আল্লাহ তাআলার এই বাণীর প্রতি আমল করে পিতা-মাতার সাথে সে সদাচরণ করে।

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

'আপনার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে।'[১৩]

সর্বদা সে সদাচরণ ও সফলতার পথ-পদ্ধতিগুলো অনুসন্ধান করতে থাকে। এবং এর ওপর আমল করতে তৎপর হয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশায় আপন পিতা-মাতার সাথে সে সদাচরণ করে। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা (ক্ষেত্রবিশেষ) আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদ হতে উত্তম। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম,

أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟

'আল্লাহর কাছে কোন আমল সর্বোত্তম?'

قَالَ : «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»

তিনি উত্তর দিলেন, 'সময় মতো নামাজ পড়া।'

---

১৩. সুরা ইসরা : ২৩

www.QuranerAlo.net

قلت : ثُمَّ أَيٌّ؟

আমি বললাম, 'এরপর কোন আমল উত্তম?'

قَالَ : «بِرُّ الوَالِدَيْنِ»

তিনি বললেন, 'পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ।'

قلت : ثُمَّ أَيٌّ؟

আমি বললাম, 'এরপর কোন আমল উত্তম?'

قَالَ : «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»

তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা।'[১৪]

২৬. সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন :

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সে আমল করে। প্রতিটি সময়, প্রতিটি মিনিট থেকে লাভবান হয় সে। কেননা, জীবন তো সীমাবদ্ধ। জীবন-সময় যতই দীর্ঘ হোক না কেন, তবুও তা কম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ

'আমার উম্মতের বয়স ষাট থেকে সত্তর বছর। তাদের অল্প লোকই তা অতিক্রম করবে।'[১৫]

ষাট বছরের জীবন এমন নয়, যা নষ্ট করা যায়। এমন দীর্ঘ সময়ও নয়, যা কাটিয়ে দেওয়া যায় হেলায়-খেলায়।

---

১৪. সহিহ বুখারি : ৫২৭, সহিহ মুসলিম : ৮৫
১৫. সুনানে তিরমিজি : ৩৫৫০

www.QuranerAlo.net

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

'মোটকথা, যখন কোনো বান্দা আল্লাহ তাআলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন তার জীবনের বাস্তব দিনগুলো নষ্ট হতে থাকে। যার অনুভব এখন করতে না পারলেও, সেদিন ঠিকই করতে পারবে, যেদিন বলবে,

﴿ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾

'হায়, যদি আমি আমার জীবনের জন্য অগ্রে কিছু পাঠিয়ে দিতাম!'[১৬]

২৭. উপকারী বই-পুস্তক বিতরণ :

তার মৃত্যুর পর সদাকায়ে জারিয়া হিসেবে থাকবেড়এই আশায় সে বিভিন্ন বই-পুস্তক প্রকাশ করে মানুষের মাঝে বিতরণ করে। সে জানে, এটি উম্মাহর জাগরণের একটি মাধ্যম। তাই সে কল্যাণের প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। মানুষকে এর প্রতি পথ দেখাতে থাকে। সে ভেবে দেখে যে, একটি গ্রন্থের মাধ্যমে অনেক কিছুই শেখা যায়। একটি বই-ই জাগরিত করতে পারে কয়েকটি সম্প্রদায়, কয়েকটি পূর্ণ গ্রামকে। অথচ, দেখা যায়, সে গ্রন্থটির মূল্য এক রিয়ালের চেয়েও কম।

২৮. নিজের পেশাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ :

নিজের পেশাকে সে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। সর্বদা সে আল্লাহ তাআলার কাছে একনিষ্ঠতা কামনা করে। মুক্ত থাকতে চায় মানুষের জবাবদিহি থেকে। তাই নিজের কোনো পদোন্নতি না ঘটলে এতে তার কিছু যায় আসে না। অন্যদের মতো বৈধ-অবৈধের বাছ-বিচার ভুলে দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা সে করে না। বরং দুনিয়া হলো তার চিন্তার সর্বশেষ পয়েন্ট। শাইখ মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন রহ. বলেন,

---

১৬. সুরা ফজর : ২৪

www.QuranerAlo.net

'দ্বীনদারিতা হলো, কোনো পদোন্নতি বা পদমর্যাদা অথবা অন্য কোনো জিনিসের কামনা থেকে বেঁচে থাকা। যদি তুমি পাও, তবে গ্রহণ করো। যদি না পাও, তাহলে সর্বোত্তম এবং অধিক দ্বীনদারিতা ও তাকওয়ার পরিচয় হলো, তুমি তা কামনা করবে না। কেননা, পুরো দুনিয়াটাই আসলে কিছু না। যখন আল্লাহ তাআলা তোমাকে পবিত্র ও ফিতনামুক্ত কোনো রিজিক দান করবেন, তখন তা ফিতনাযুক্ত অনেক সম্পদ থেকে উত্তম হবে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি।'

২৯. কথাবার্তায় সতর্কতা :

দ্বীনি বিষয়ের ক্ষেত্রে ফিতনার ব্যাপারে সে সর্তক থাকে। ইমানবিধ্বংসী কোনো কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত থাকে। সে সর্তক থাকে যে, রাসুলের এই হাদিসের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যায় কি না, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ

'চিন্তাভাবনা না করে বান্দা এমন কথা বলে ফেলে, যার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হয়। যার দূরত্ব পূর্ব থেকে পশ্চিমের চেয়েও বেশি।'[১৭]

জনৈক সালাফ বলেন,

'তোমাদের হাসি-ঠাট্টার সময় দ্বীনি বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা থেকে বেঁচে থাকো।'

তাই কল্যাণপ্রত্যাশী নিজের দ্বীনের হিফাজত করে। সব সময় সে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তার হৃদয়ে দ্বীন বসত করে। তার কান ও চোখের শীতলতা আসে দ্বীনের মাধ্যমে। ফলে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গও হয় দ্বীনের অনুগামী। ইবাদত, আনুগত্য, নৈকট্য ও মর্যাদার দিক দিয়ে সে পৌঁছে যায় উন্নত স্তরে।

---

১৭. সহিহ বুখারি : ৬৪৭৭, সহিহ মুসলিম : ২৯৮৮

www.QuranerAlo.net

৩০. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া :

সে কল্যাণের বারিধারা প্রবাহিত করে। কথাবার্তা ও কাজে-কর্মে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়। গরিব-মিসকিন, খাদিম-সেবক, ছোটদের সাথেও তার সুন্দর চরিত্র ও পবিত্র আত্মার বিকাশ ঘটে। হৃদয়ে কখনো কৃপণতা বা সংকীর্ণতা অনুভব করলে, আল্লাহর কাছে থাকা প্রতিদানের আশায় সে হৃদয়ের বিরুদ্ধে সাধনা করতে থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

'নিশ্চয় মুমিন উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে রোজাদার ও কিয়ামুল লাইল আদায়কারীর মর্যাদা অর্জন করে।'[১৮]

সে কিয়ামত দিবসের সর্বোচ্চ আসন কামনা করে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণীর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে–

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا

'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকবে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।'[১৯]

৩১. ইখলাসের সাথে আমল করা :

সে আমলে ইখলাস তৈরির ব্যাপারে উৎসুক থাকে। নিজের ভালো আমলগুলো সে গোপন রাখে, যেমনি গোপন রাখে খারাপ কর্মগুলো। সে মানুষের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোনো আমল করে না। বরং সে আশা রাখে সেই সত্তার প্রতি, যার হাতে আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব। আর যেহেতু

---

১৮. সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৯৮
১৯. সুনানে তিরমিজি : ২০১৮

www.QuranerAlo.net

ইখলাস নফসের জন্য অনেক কঠিন একটি বিষয়। তাই সে নিজের নফসকে ইখলাসের অনুশীলন করাতে থাকে এবং তাতে অভ্যস্ত করে নেয়। যেন তার কর্মগুলো বিনষ্ট বা নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায়। ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, 'লৌকিকতা হলো ইবাদতের মাধ্যমে দুনিয়া অনুসন্ধান করা। রিয়ার মূল হলো, মানুষের মনে নিজের জন্য মর্যাদা চাওয়া।'

কল্যাণপ্রত্যাশী আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। কায়মনো-বাক্যে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করে, তিনি যেন তার কাজ-কর্মে ইখলাস দান করেন।

জনৈক সালাফ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার এক ছাত্রকে বলেছিলেন,

: যখন শয়তান তোমার সামনে মন্দ বিষয় সাজিয়ে নিয়ে আসবে, তখন তুমি কী করবে?

- আমি তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সাধনা চালিয়ে যাব।

: যদি পুনরায় আসে তবে?

- আমি তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাব।

: যদি পুনরায় আসে তবে?

- আমি তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাব।

: এটি অনেক দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। তুমি যদি একটি ভেড়ার পালের নিকট দিয়ে গমন করো। সে পালের কুকুর যদি তোমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ শুরু করে। তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তোমাকে তাড়া করে। তবে তুমি কী করবে?

- আমি সেটির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাব।

: এটি অনেক সময়ের ব্যাপার। কিন্তু তুমি যদি ভেড়ার মালিকের নিকট সাহায্য চাও; তবে এটিই তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

www.QuranerAlo.net

৩২. দ্বীনের ওপর অটল থাকার প্রার্থনা :

আল্লাহ তাআলার কাছে সে দ্বীনের ওপর দৃঢ় থাকার প্রার্থনা করে। কেননা, অন্ধকার রাত্রির ন্যায় ফিতনা ধেয়ে আসছে। আর হৃদয়গুলো রহমানের দু'আঙুলের মাঝে। সেগুলোকে তিনি যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে দেন। তাই সে খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। ফিতনার স্থানগুলো এড়িয়ে চলে। তা থেকে সব সময় দূরে থাকে। বেশি বেশি সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পঠিত এ দুআটি পাঠ করে–

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

'হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন।'[২০]

৩৩. কিয়ামত দিবসের অবস্থার ব্যাপারে ভয় :

সে ওই দিনটি নিয়ে চিন্তা করে, যেদিনটি আজ হোক বা কাল অবশ্যই আসবে। সেদিনটি অনেক ভয়াবহ-ভয়ংকর হবে। দুনিয়ার সূর্য সেদিন অস্ত যাবে। অবতরণ করবে মৃত্যুর ফেরেশতা। যে তার হৃদয় থেকে রুহ টেনে বের করবে। তার শেষ পরিণতি কেমন হবে! কীভাবে সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে! ভীষণ একটি দিন! যন্ত্রণার দিন! হে আল্লাহ, আমাকে মৃত্যুর যন্ত্রণায় সাহায্য করো। সেদিনের কঠিন অবস্থা নিয়ে তার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়।

আনাস বিন মালিক রা. বলেন, 'আমি কি তোমাদের দুটি দিন ও দুটি রাতের ব্যাপারে বলব না? যার মতো দিন বা রাতের কথা সৃষ্টি কখনো শুনেনি? প্রথম দিনটি হলো, যেদিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার সন্তুষ্টি বা ক্রোধের সংবাদ নিয়ে দূত আসবে। আর দ্বিতীয় দিনটি হলো, যেদিন ডান হাতে বা বাম হাতে আমলনামা নিয়ে তোমার রবের সামনে উপস্থিত হবে। এবং প্রথম সেই রাত, যেখানে মৃত ব্যক্তি তার নতুন জীবনে রাত যাপন করবে। অথচ, সেখানে আগে কখনো সে রাত যাপন করেনি।

২০. সুনানে তিরমিজি : ২১৪০

www.QuranerAlo.net

আর সেই রাত, যার সকাল হবে কিয়ামত দিবসের আগমনের মাধ্যমে। সে আল্লাহ তাআলার এই বাণী শ্রবণ করে প্রকম্পিত হবে।

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾

'সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে।

﴿ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴾

তার মাতা, তার পিতা থেকে।

﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴾

তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে।

﴿ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾

সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।'[২১]

স্মরণ করবে ভীষণ সে দিবসের উপস্থিতি। স্মরণ করবে তখনকার পরিস্থিতি ও ভয়াবহতার কথা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾

'যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদানকারিণী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে। মানুষকে তুমি দেখবে মাতালের মতো। অথচ, তারা মাতাল নয়। বস্তুত, আল্লাহর আজাব সুকঠিন।'[২২]

---

২১. সুরা আবাসা : ৩৪-৩৭
২২. সুরা হজ : ২

www.QuranerAlo.net

৩৪. ইলম অন্বেষণ :

কৃষকরা তাদের ফসল যাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য খুব ভালোভাবে অনুসন্ধান চালায়। ফসলকে গভীর পর্যবেক্ষণে রাখে। যাতে তা যেকোনো রোগ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকে। এ কৃষকের মতো কল্যাণপ্রত্যাশীও নিজের আমল ও আকিদা পর্যবেক্ষণে রাখে।

সে বিশ্বাস করে, দুনিয়া আখিরাতের শস্যখেত। তাই সে শরয়ি জ্ঞানের মাধ্যমে জান্নাতের পথ খোঁজে। কেননা, শরয়ি ইলম অর্জন জান্নাত লাভের সহজ একটি পথ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

'যে ইলম অন্বেষণের পথে চলে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।'[২৩]

৩৫. ইমান ভঙ্গের কারণসমূহ জেনে তা থেকে সতর্ক থাকা :

কল্যাণপ্রত্যাশী ইমান ভঙ্গের দশটি কারণ ভালোভাবে অধ্যয়ন করে। তার ব্যাখ্যাও পড়ে নেয়। তারপর নিজের অবস্থা নিরীক্ষণ করে। কত মুসলিম আছে, যারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে, কিন্তু নিজেরা তা উপলব্ধি করতে পারছে না। এমন কত লোক আছে, যারা ইহুদি বা খ্রিষ্টানে পরিণত হয়ে গেছে, কিন্তু নিজেরা তা টেরও পায়নি।

এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা নিয়ে অনেক চিন্তা করা দরকার। যাতে একজন মুসলিম এ বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে যায় যে, সে সঠিক ও বিশুদ্ধ পথে রয়েছে।

---

২৩. সুনানে তিরমিজি : ২৬৪৬

www.QuranerAlo.net

৩৬. দুনিয়ার মালামাল অর্জনে সতর্কতা অবলম্বন :

সে দুনিয়ার ব্যাপারে সামান্য চেষ্টা করে; কিন্তু তার চিন্তা থাকে আখিরাত নিয়ে। যদি সে কোনো মাল সঞ্চয় করে, তবে চিন্তিত হয়ে পড়ে যে, এতে হারামের কোনো সম্ভাবনা আছে কি না। কিছু দান করলে তার দৃষ্টি থাকে আখিরাতের প্রতি। সে জানে, এপারে অবস্থান নিতান্ত অল্প সময়ের। সফর অনেক দীর্ঘ। পাথেয় খুবই স্বল্প। কেউ সুফইয়ান রহ. কে বললেন, 'আমাকে নসিহত করুন!' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার জন্য ততটুকু করো, যতটুকু সময় এখানে থাকবে। আখিরাতের জন্য ততটুকু করো, যতটুকু সময় সেখানে থাকতে হবে।'

৩৭. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা :

কল্যাণপ্রত্যাশী সর্বদা নিয়ামতপ্রদানকারী আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তাঁর প্রশংসায় নিমগ্ন থাকে। যখন তার ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ামত ঢেলে দেওয়া হয়, তখন তার হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে। সে মধ্যমপন্থা ত্যাগ করে না। নিজ রবের কাছে আরও বেশি কামনা করে।

﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾

> 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামাত বৃদ্ধি করে দেবো।'[২৪]

৩৮. কল্যাণের চাবি হবার চেষ্টা করা :

সে নিজের মনকে কল্যাণের অনুগত বানিয়ে নেয়। কল্যাণের কাজের দিকে তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় ত্বরিত গতিতে। সে সব জায়গায় কল্যাণের একটি চাবি হিসাবে কাজ করে। মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়। মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। তাদের

---

২৪. সুরা ইবরাহিম : ৭

www.QuranerAlo.net

প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে। ব্যয়ের হাত প্রসারিত করে অপরের কল্যাণে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ، وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ، فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ، مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ

'নিশ্চয় এ কল্যাণ অনেক ধনভান্ডারবিশিষ্ট। আর সেই ধনভান্ডারের রয়েছে অনেক চাবি। সুতরাং সুসংবাদ তার জন্য, যাকে আল্লাহ তাআলা কল্যাণের চাবি ও অনিষ্টের তালা বানিয়েছেন। আর ধ্বংস সে বান্দার জন্য, যাকে আল্লাহ তাআলা অনিষ্টের চাবি ও কল্যাণের তালা বানিয়েছেন।'[২৫]

৩৯. অসুস্থদের সেবা করা :

সে অসুস্থদের দেখতে যায়। তাদের জন্য দুআ করে। বিশেষ করে, এমন বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসে, যাদের আত্মীয়-স্বজন ও পার্শ্ববর্তী লোকজন তাদের পরিত্যাগ করেছে। সে এ সাক্ষাতের মাধ্যমে অনেক প্রতিদান অর্জনের আশা করে। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ

'যেকোনো মুসলিম সকাল বেলায় অপর কোনো মুসলিমের সেবা করে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দুআ করতে থাকে। আর যদি কেউ সন্ধ্যা বেলায় কোনো

২৫. সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৩৮ (ফুয়াদ আব্দুল বাকি বলেন, জাওয়ায়িদে উল্লেখ আছে এ হাদিসটি রাবি আব্দুর রহমান-এর কারণে জয়িফ)।

www.QuranerAlo.net

মুসলিমের সেবা করে, তবে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দুআ করতে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান থাকবে।'[২৬]

৪০. পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ না রাখা :

সে নিজের হৃদয়কে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখে। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব থেকে বারণ করে বলেছেন,

لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

'তোমরা পরস্পর বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের বিরোধিতা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইকে তিন দিনের বেশি ত্যাগ করা বৈধ নয়।'[২৭]

তার হৃদয় যখন মন্দ কিছুর নিকটবর্তী হয়, তখনই সে তা থেকে হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে শুরু করে। হৃদয়কে সে সকল রোগ থেকে মুক্ত রাখে। যার ব্যাপারে ইবনে সিরিন রহ. বলেছেন,

'আমি পার্থিব কোনো বিষয়ে কারও প্রতি হিংসা করি না। কারণ, যদি সে জান্নাতি হয়, তবে আমি কী জন্য তার পার্থিব বিষয়ে হিংসা করব। অথচ, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াটা খুবই নগন্য। আর যদি সে জাহান্নামি হয়, তবে পার্থিব বিষয়ে আমি কী জন্য তাকে হিংসা করব। অথচ, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

---

২৬. সুনানে তিরমিজি : ৯৬৯
২৭. সহিহ বুখারি : ৬০৬৫

www.QuranerAlo.net

৪১. দশটি গুণ :

ধৈর্য ও অক্লান্ত চেষ্টার মাধ্যমে সে নিজের মধ্যে উত্তম চরিত্রের গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। উত্তম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের আমলকে উন্নত করে। নিজেকে শোভিত করে উত্তম চরিত্র ও সুন্দর আচরণে। আর এরকম গুণ প্রায় দশটি : মতানৈক্য কম করা, শ্রবণ, ভুলগুলোর পেছনে না পড়া, মন্দ বিষয়কে সুন্দরে পরিণত করা, কৈফিয়ত চাওয়া, কষ্ট সহ্য করা, নিজের নফসের প্রতি ভর্ৎসনা করা, অন্যের দোষ নয় বরং নিজের দোষগুলো নিয়ে একাকী ভাবা, ছোট-বড় সবার জন্য হাস্যোজ্জ্বল চেহারা রাখা, উপরস্থ বা অধীনস্থ সবার সাথে কোমল ভাষায় কথা বলা।

৪২. সকাল-সন্ধ্যার একমাত্র চিন্তা :

সে অল্পে তুষ্ট হয় এবং দুনিয়া-বিমুখিতা অবলম্বন করে। আল্লাহ তাআলার কাছে যা আছে, তার প্রতি আগ্রহী হয়ে সে নিজের ওপর কল্যাণের বারিধারা প্রবাহিত করে। ফরজ ইবাদত ও নফলের মাধ্যমে সে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। তার একমাত্র চিন্তা হয় আনুগত্য ও ইবাদত!

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

'যখন কোনো বান্দার সকাল বা সন্ধ্যার একমাত্র চিন্তা হয় এক আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে। আল্লাহ তাআলা তার সকল সমস্যার বোঝা দূর করে দেন। তাকে চিন্তিত করে এমন সকল বিষয় উঠিয়ে নেন। তার হৃদয় আল্লাহ তাআলার মহব্বতের জন্য খালি করে দেন। তার জিহ্বাকে তাঁর জিকিরের জন্য, অঙ্গপ্রতঙ্গকে তাঁর আনুগত্যের জন্য খালি করে দেন। আর যদি তার সকাল-সন্ধ্যার চিন্তা হয় শুধু দুনিয়া, আল্লাহ তাআলা তার দুঃখ, চিন্তা ও পেরেশানির বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দেন। তার নিজের দায়িত্ব তারই ওপর দিয়ে দেন। তার হৃদয় আল্লাহ তাআলার মহব্বত থেকে দূরে সরে মাখলুকের মহব্বতের প্রতি ধাবিত হয়। তার জিহ্বা আল্লাহ তাআলার জিকির থেকে সরে গিয়ে মানুষের আলোচনায় বিভোর হয়। আর তার অঙ্গপ্রতঙ্গ আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের পরিবর্তে মাখলুকের আনুগত্যে ব্যস্ত হয়ে যায়। ফলে সে অন্যের সেবায় পরিশ্রমে লিপ্ত হয় চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়।'

www.QuranerAlo.net

কল্যাণপ্রত্যাশী এই মূল্যবান কথাগুলো নিয়ে ভাববে। নিজেকে এর আদলে পর্যবেক্ষণ করবে।

৪৩. ইয়াতিমের দায়িত্ব গ্রহণ করা :

ইয়াতিমের চোখের অশ্রু তাকে চিন্তিত ও পেরেশান করে তোলে। সে ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তার প্রতি স্নেহশীল হয়। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

'আমি ও ইয়াতিমের দায়িত্বগ্রহণকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। বর্ণনাকারী বলেন, এ বলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করেন।'[২৮]

ইমাম নববি রহ. বলেন,

'ইয়াতিমের জিম্মাদার হলো, যিনি তার খরচা, কাপড়, আদব ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানসহ যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে।'

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন,

'যে এই হাদিস শুনবে, তার জন্য আমল করা কর্তব্য। যাতে সে জান্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথি হতে পারে। আখিরাতে এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর নেই।'

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইয়াতিমের দায়িত্বগ্রহণ করে, এমনকি মাদরাসার শ্রেণিকক্ষে গিয়ে তার অবস্থানের খোঁজখবর নেয়, তার অবস্থা জিজ্ঞেস করে, তার জন্যও এই সুসংবাদ।

---

২৮. সহিহ বুখারি : ৬০০৫

www.QuranerAlo.net

৪৪. আজান শুনতেই মসজিদে গমন করা :

যখনই তার নফস তাকে নামাজে অলসতা ও বিলম্ব করতে প্ররোচিত করে, তখনই সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসের কথা স্মরণ করে অলসতা দ্রুত ঝেড়ে ফেলে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ : بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য চল্লিশ দিন জামাতে তাকবিরে উলার সাথে নামাজ আদায় করবে, তার জন্য দুটি মুক্তির সনদ লেখা হবে—জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও নিফাক থেকে মুক্তি।'[২৯]

যখন সে এই হাদিসের ওপর আমল করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়, তখন সে অপেক্ষায় থাকে যে, কখন আজান শুনবে; যেন মসজিদে প্রথম ব্যক্তিদের সাথে শামিল হতে পারে। যখনই সে আজান শুনে, তখনই নিজ স্থান থেকে দাঁড়িয়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা করে। কতিপয় সালাফ কর্মকার ছিলেন। কাজ করার সময় বস্তুর দিকে তাকিয়ে হাতুড়ি ওঠালেন, যখনই আজানের আওয়াজ তাদের কানে আসত, তখন হাতুড়ি আর আঘাত করতেন না। বরং তা পেছনেই ফেলে দিতেন। অগ্রসর হতেন নামাজের দিকে।

৪৫. সালামের প্রসার করা :

অপরকে সে সালাম দিতে আগ্রহী থাকে। সে পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়। সালামের প্রসার ঘটায়। যখন সে কাউকে সালাম দেয় এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনি আমাকে চিনেন?' সে বলে, 'না। কিন্তু এটা রাসুলের সুন্নাত।' এরপর সে নিজে নিজে বলে, 'এই ব্যক্তির আশ্চর্য হওয়ার কারণ হলো, এই মহান সুন্নাতটি আমরা পরিত্যাগ করে বসেছি।'

---

২৯. সুনানে তিরমিজি : ২৪১

www.QuranerAlo.net

তার এ আমল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই হাদিসেরই আমলি উত্তর, যেখানে তিনি বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ...

'হে লোকসকল, তোমরা সালামের প্রসার করো।'[৩০]

৪৬. যুবক-যুবতিদের বিয়ের ব্যবস্থা করা :

সে মুসলিম মেয়েদের তাদের উপযুক্ত পাত্রের কাছে বিয়ে দিতে চেষ্টা করে। অনেক বোনের বাড়ি দূরে। ভালো ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কে জানে না। এ কারণে তাদের বিয়ের প্রস্তাব আসে না। সে তাদের খোঁজ নেয়। যে যুবকরা বিয়ে করতে চায়, তাদেরও খুঁজে বের করে। এভাবে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে। তার এ আমল আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ওপরে আধারিত–

﴿ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾

'পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র রমণীদের জন্য।'[৩১]

সে যুবকের কানে কানে ফিসফিস করে বলে,

'তোমার জন্য দ্বীনদার পাত্রী গ্রহণ করা উচিত। তবে তুমি সফল হবে।'

তুমি কেন এমন নারী থেকে দূরে, যে রোজাদার, সালাত আদায়কারিণী, সচ্চরিত্রা ও পূত-পবিত্রা? তুমি কি এমন এমন গুণের আধার মেয়েকে হাতছাড়া করবে? আমি অমুক সময়ে তার পিতার সাথে কথা বলব। তোমাকে তাদের কাছে নিয়ে যাব। আর যখনই কোনো জটিলতা আসে, তখন সে দুআ ও তাদের কাছাকাছি করার মাধ্যমে তা দূর করে দেয়। এভাবে বিষয়টি পূর্ণতা লাভ করে।

---

৩০. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৩৩৪
৩১. সুরা নুর : ২৬

www.QuranerAlo.net

৪৭. দাওয়াহর কাজে অর্থ ব্যয় করা :

সে এমন বই-পুস্তক, অডিও-ভিডিও বিতরণ করে, যা কল্যাণের দিকে পথ নির্দেশ করে। সে মনে করে, বই-পুস্তক, অডিও-ভিডিও দাওয়াহর কাজের এক একটি মাধ্যম। যে সকল অর্থশীল এ ব্যাপারে তাদের অর্থ ব্যয় করে না, তারা এর জিম্মাদারী থেকে মুক্ত নয়। সে স্মরণ করে ওই সকল ব্যক্তির কথা, যারা তার সামান্য অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে হিদায়াত পেয়েছে। এ সামান্য অর্থ ব্যয় করে বই-পুস্তক কিনে সে তাদের হাদিয়া দিয়েছিল। দাওয়াহ প্রদান ও দাওয়াহর পথে অর্থ ব্যয়ের কারণে কত অর্থশীল ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত সাওয়াব অর্জন করতে থাকবে! আমি এমন ছোট ছোট অনেক বই দেখেছি, যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আফ্রিকার কিছু লোক বলেন, 'তাদের অঞ্চলে সতেরো বছর যাবৎ একজন ইমাম আছেন, যার কাছে হজের নিয়মকানুন-সম্পর্কিত ছোট একটি বই আছে। যখনই কেউ হজ করার ইচ্ছা করে, ইমাম সাহেব থেকে সেই বইটি সে নিয়ে যায়; যাতে সঠিক পদ্ধতিতে হজ করার নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারে। হজ থেকে ফিরে এসে সে আবার বইটি ইমাম সাহেবের নিকট পেঁছিয়ে দেয়।

৪৮. মুসলিম ভাইদের সম্মানের হিফাজত ও তাদের জন্য দুআ করা :

সে তার ভাইদের আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে। তারা সামনে থাকলে, তাদের কাছে টেনে নেয়। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে হাসিমুখে। আর তাদের অবর্তমানে তাদের সম্মানের হিফাজত করে। তাদের সম্পর্কে গিবত করা থেকে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখে। বরং সে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়। মানুষের সাথে উত্তম আচরণ দেখায়। অপর ভাইয়ের জন্য তার অগোচরে দুআ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِين وَلَكَ بِمِثْلٍ

www.QuranerAlo.net

'এক মুসলিমের অনুপস্থিতিতে তার জন্য অপর মুসলিমের দুআ কবুল হয়ে থাকে। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখনই সে তার কোনো ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দুআ করে, তখন সে ফেরেশতা বলেন, "আমিন! তোমার জন্যও তাই হোক।"'[৩২]

৪৯. সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা :

সে নভোমণ্ডল, পাহাড়-পর্বত, মেঘমালা, গাছপালা ও বালুকারাশি-সহ আল্লাহ তাআলার প্রভৃতি মহান সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। এমনকি নিজের হৃদয়ের স্পন্দন নিয়েও চিন্তা করে। তার চোখ, কান, শ্বাস-প্রশ্বাস খুব দ্রুত ধাবিত হতে থাকে। সে আল্লাহ তাআলার বাণী স্মরণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾

'(নির্দশন রয়েছে) তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?'[৩৩]

৫০. আল্লাহর নিয়ামতরাজির প্রশংসা করা :

আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের সে অত্যধিক প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। আর আল্লাহর দেওয়া সবচেয়ে দামি ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো ইসলাম। সে বিভিন্ন বৈঠক ও অনুষ্ঠানে এই মহানিয়ামতের কথা আলোচনা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾

'তোমাদের কাছে যে নিয়ামতই আসে, তা আল্লাহর-ই পক্ষ থেকে।'[৩৪]

---

৩২. সহিহ মুসলিম : ২৭৩৩
৩৩. সুরা জারিয়াত : ২১
৩৪. সুরা নাহল : ৫৩

www.QuranerAlo.net

আর আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতে প্রবেশ করান। পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾

'তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতে প্রবেশ করান।'[৩৫]

৫১. ধৈর্য ও সহনশীলতা :

কল্যাণপ্রত্যাশী পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে দাওয়াহ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করে তাদের জন্য কল্যাণের দুয়ার খুলে দেয়। সে অনেক ধৈর্যশীল, সহনশীল ও ত্যাগ স্বীকারকারী হয়ে থাকে। আল্লাহর ব্যাপারে সে স্বীয় নফসকে তিরস্কারকারী। এভাবে সে সাধনা করে চলে যতদিন না ফল আহরণের সময় হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন,

'দায়িকে হতে হবে সহনশীল ও কষ্টে ধৈর্যশীল। যদি সে সহনশীল ও ধৈর্যশীল না হয়, তবে যা সংশোধন করবে, তার চেয়ে বেশি নষ্ট করবে।'

৫২. চাশতের নামাজ পড়া :

চাশতের ওয়াক্তে সুযোগ পেলে সে চাশতের নামাজ পড়ে নেয়। আর এর জন্য বেশি সময়েরও দরকার হয় না। তবে তা আদায় করতে গিয়ে তার কোনো ওয়াজিব আমল ছুটে যায় না। এর চেয়ে অধিক সাওয়াবের কোনো আমলও ছুটে যায় না। আবু হুরাইরা রা. বলেন,

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ : «صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»

৩৫. সুরা ইনসান : ৩১

www.QuranerAlo.net

'আমার প্রিয় আমাকে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ করেছেন। (১) প্রতি মাসে তিনদিন রোজা রাখা। (২) দু'রাকাত চাশতের নামাজ পড়া। (৩) ঘুমানোর আগে বিতর পড়ে নেওয়া।'[৩৬]

সে সব সময় ওই ব্যক্তির ঘটনাটি স্মরণ করে, যে সরকারি এক অফিসে মানুষের জন্য চা পরিবেশন করত। চা দিয়ে কিছু সময়ের জন্য সে হারিয়ে যেত। একবার অফিসের কেউ তাকে অনুসরণ করল যে, সে কোথায় যেতে পারে? তার পিছু পিছু গিয়ে সে দেখল, প্রকাণ্ড এক খেজুর গাছের পেছনে সে চাশতের নামাজ আদায় করছে। তাদের একজন বলল, 'আমাদের পরিচালক ও আমাদের সকলের চেয়েও সে বেশি ধনী।'

৫৩. বাজারে প্রবেশ করে দুআ পড়া :

জরুরি কোনো প্রয়োজন ব্যতীত সে বাজারে প্রবেশ করে না। বাজারে প্রবেশ করতে চাইলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ সময়ে যখন ফিতনার আশঙ্কা কম থাকে, তখনই বাজারে এসে নিজ প্রয়োজন সেরে নেয়। বাজারে প্রবেশ করে সে উচ্চ আওয়াজে আল্লাহ তাআলার জিকির করতে থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ دَخَلَ السُّوقَ، فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে এই দুআ পড়বে-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৩৬. সহিহ বুখারি : ১৯৮১, সহিহ মুসলিম : ৭২১

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা তার জন্য দশ লক্ষ নেকি বরাদ্দ করেন। তার দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করেন। এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেন।'[৩৭]

৫৪. কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থানের আমল :

সাত শ্রেণির ব্যক্তির ওপর কল্যাণ অবতীর্ণ হয়। কল্যাণপ্রত্যাশী আল্লাহর কাছে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে দুআ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

'সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তার (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশা। (২) এমন যুবক, যে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মাঝে বেড়ে উঠেছে। (৩) এমন ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে। (৪) এমন দুই ব্যক্তি, যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য মুহাব্বত করে; এ মুহাব্বতের ভিত্তিতেই তারা একত্র হয় এবং পৃথক হয়। (৫) এমন ব্যক্তি, যাকে কোনো বংশমর্যাদাবান রূপসী নারী মন্দ কাজের প্রতি আহ্বান করল; কিন্তু সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) এমন ব্যক্তি, যে গোপনে দান করেছে; এমনকি তার বাম হাতও

৩৭. সুনানে তিরমিজি : ৩৪২৯

www.QuranerAlo.net

জানে না যে, ডান হাত কী দান করেছে। (৭) এমন ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করল এবং তার দু'চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলো।'[৩৮]

৫৫. অপরের জন্য বোঝা না হওয়া :

সে মানুষকে পীড়াপীড়ি করে না। বারবার কোনো জিনিস চেয়ে কাউকে বিরক্ত করে না। বরং অপরের সহযোগিতা ছাড়াই সে নিজের কাজ নিজে সম্পাদন করে। ফলে সে মানুষের জন্য বোঝা হয় না এবং তাদের কোনোরূপ অসুবিধায় ফেলে না। আবু মালিকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'যখনই আবু বকর রা.-এর হাত থেকে লাগাম পড়ে যেত। তিনি হাত দিয়ে উষ্ট্রীকে বসিয়ে লাগাম উঠিয়ে নিতেন। লোকজন বলত, আপনি আমাদের আদেশ করতেন; তাহলে আমরাই তা আপনাকে তুলে দিতাম? তিনি বলতেন, "আমার প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে মানুষের কাছে কিছু না চাইতে আদেশ করেছেন।"'

৫৬. কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন :

সে তার প্রতিবেশীদের হিদায়াতের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে। তাদের মন্দ পরিবেশ থেকে বের করে আনে। কোনো ক্লান্তি বা বিরক্তি প্রকাশ ছাড়াই দিনের পর দিন বিভিন্ন উপায়ে তাদের পেছনে মেহনত অব্যাহত রাখে। সে দ্রুত তাদের দিকে ছুটে যায়, যেমন দুনিয়ার আগুন থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য মানুষজন ছুটতে থাকে। হে ভাই, তুমি কি দেখো না, মানুষ কীভাবে আগুন নিভানোর কাজে ছুটে যায়? সে তাকে বারবার দাওয়াহ দিতে থাকে এবং তার খোঁজখবর নিতে থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

৩৮. সহিহ বুখারি : ৬৬০, সহিহ মুসলিম : ১০৩১

www.QuranerAlo.net

'যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করে, সে আমলকারীর অনুরূপ প্রতিদান পায়।'[৩৯]

৫৭. আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করা :

সে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

'মুমিনরা যেন আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করে।'[৪০]

হাতিম আল-আসাম রহ.-কে প্রশ্ন করা হলো, 'আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার ক্ষেত্রে আপনি কোনটিকে ভিত্তি বানিয়েছেন?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'তাওয়াক্কুল অর্জনে আমি চারটি বিষয়কে ভিত্তি বানিয়েছি।

১. আমি বিশ্বাস করি, আমার রিজিক কেউ খেয়ে ফেলবে না; তাই এদিক দিয়ে আমি আশ্বস্ত থাকি।

২. আমি জানি, আমার কাজ আমাকেই করতে হবে। অন্য কেউ করে দেবে না; তাই আমার কাজ নিয়েই আমি ব্যস্ত থাকি।

৩. আমি জানি, মৃত্যু সহসা এসে আমাকে পাকড়াও করবে; তাই আমি সব সময় তার জন্য প্রস্তুত থাকি।

৪. আমি জানি, যেখানেই আমি থাকি না কেন, আল্লাহর দৃষ্টি থেকে আমি আড়ালে নই; তাই আমি সব সময় তাকে লজ্জা করি।

---

৩৯. সহিহ মুসলিম : ১৮৯৩
৪০. সুরা ইবরাহিম : ১১

www.QuranerAlo.net

৫৮. উচ্চ মনোবলের অধিকারী হওয়া :

ইবাদত, আমল-আখলাক ও আচার-আচরণে সে উচ্চ মনোবলের অধিকারী হয়ে থাকে। এমন ব্যক্তির ব্যাপারেই ইবনুল জাওজি রহ. বলেছেন,

'আল্লাহ তাআলার এমন কিছু বান্দা আছে, যারা সকল উত্তম গুণ অর্জন ছাড়া পরিতুষ্ট হয় না। তারা প্রতিটি বিষয়ের ইলম হাসিল করতে চেষ্টা করে। এবং অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমলেরও চেষ্টা করে। প্রতিটি ফজিলতের ওপর অবিচল থাকে। যখন ইবাদতে তার দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন নিয়ত তার স্থলাভিষিক্ত হয়। আর সে এ ব্যাপারে অগ্রগামী হয়।'

৫৯. পুনরুত্থান দিবসের ভয় :

পুনরুত্থান দিবসকে সে ভয় করে। কেননা, তার যে পাথেয় স্বল্প। অন্যদিকে অপেক্ষা করছে শেষ পরিণাম। তবে আশা রাখে, মহান প্রতিপালক দয়ালু ও ক্ষমাশীল। হাসান বসরি রহ. বলেন,

'সেদিনের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যেদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে? পুরো দিন পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যেদিন কেউ কোনো পানাহার করতে পারবে না। তৃষ্ণায় মানুষের গর্দানগুলো ঝুঁকে পড়বে। ক্ষুধায় ভুঁড়িগুলো জ্বলে যাবে। তাদের জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে তারা পানি পান করবে ফুটন্ত নদী থেকে—যা হবে অত্যন্ত উত্তপ্ত, প্রচণ্ড গরম।'

৬০. শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা:

সে তার চিরশত্রু শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেননা, শয়তান তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করতে চায়। তাকে ফিতনায় ঠেলে দেয়। এ লড়াই তো চলমান। কিন্তু সে আত্মসমর্পণ করে না। সে মনে করে, তার জন্য এতে প্রতিদান রয়েছে। হাসান রহ. বলেন,

www.QuranerAlo.net

'শয়তান তোমার দিকে তাকায়। যখন সে তোমাকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য পালন করতে দেখে, তখন সে তোমাকে অবাধ্য হতে প্ররোচনা দিতে থাকে। কিন্তু তোমাকে অটল ও অবিচল দেখলে, সে অন্যত্র চলে যায়। আর যদি তুমি একবার এরকম, আবার অন্যরকম হও, তবে সে তোমার প্রতি লালায়িত হয়ে পড়ে।'

৬১. নিজের বর্তমান ও শেষ পরিণতি নিয়ে চিন্তা করা :

কল্যাণপ্রত্যাশী সকাল-সন্ধ্যায় নিজের বর্তমান ও শেষ পরিণতি নিয়ে চিন্তা করে। মানুষের দেহের ন্যায় অন্তরও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আর এর চিকিৎসা হলো তাওবা। আয়না যেমন ময়লাযুক্ত হয়, অন্তরও তেমনই ময়লাযুক্ত হয়। এ ময়লা পরিষ্কার করার উপায় হলো জিকির। দেহ যেমন অনাবৃত হয়, অন্তরও তেমনই অনাবৃত হয়। আর অন্তর আবৃত করার পোশাক হলো তাকওয়া। তাই সে নিজে নিজেকে বলে, তুমি সতর্ক হও ওই সত্তার ব্যাপারে, যিনি তোমার জীবনকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। দীর্ঘ করেছেন তোমার দিন ও শ্বাসগুলো। তিনি ছাড়া বাকি আর কিছুই প্রয়োজন নেই। আর তিনি ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। সে সব সময় মুয়াররিক আল-আজালির কথার ওপর আমল করে, যিনি বলেছিলেন, 'আমি মুমিন ব্যক্তিকে সমুদ্র পিঠে সর্বসাকুল্যে একটি কাষ্ঠধারণ করে ভাসমান ব্যক্তির মতো মনে করি। সে আল্লাহ তাআলাকে "হে আমার রব, হে আমার রব!" বলে ডাকছে। হয়তো আল্লাহ তাআলা তার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে মুক্তি দেবেন।'

৬২. মিসওয়াক করা ও এর প্রতি অপরকে উৎসাহপ্রদান :

মিসওয়াক করা নববি সুন্নাহ। তাই সে নিজের জন্য, নিজের স্ত্রী, সন্তানসন্ততি ও সঙ্গী-সাথিদের জন্য কিছু মিসওয়াক ক্রয় করে। এই সুন্নাহ জিন্দা করার লক্ষ্যে এর প্রতি সে আত্মনিয়োগ করে। এই সুন্নাহকে সে মসজিদে চালু করে। তবে সে মিসওয়াকের মূল্য নিয়ে বিক্রেতার সাথে দর-কষাকষি করে না; কারণ, এতে হৃদয়ের হীনতা ও বিক্রেতাদের ওপর সংকীর্ণতা আরোপ

www.QuranerAlo.net

করা হয়। আর এ কারণেই বিক্রেতারা কেবল নির্দিষ্ট কিছু মসজিদের সামনে বসে। তাদের লাভ যদি বেশি হতো, তাহলে সব মসজিদের কাছেই আমরা মিসওয়াক বিক্রেতাদের পেতাম। আর এই মহান সুন্নাহটিও বাস্তবায়ন করতে পারতাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

'মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মাধ্যম।'[৪১]

৬৩. যুবকদের আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা :

সে কল্যাণের ধারা প্রবাহিত করে বৃষ্টির ন্যায়। তাই তার অবসর সময়ে কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে কাজ করতে চায়। সে জানে, মুসলিমরা আল্লাহর পথে দাওয়াহর ব্যাপারে আদিষ্ট। তাই সে তার নির্দিষ্ট কিছু সময় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করে। যুবকদের মাঝে সাহসিকতা সঞ্চার করে। এই দ্বীনের ব্যাপারে তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে, সে ব্যাপারে তাদের জাগিয়ে তোলে। এবং তাদের বলে, তোমরা কি চাও যে, ইহুদি বা খ্রিষ্টান দায়িরা তোমাদের দ্বীনের এই দায়িত্বটি গ্রহণ করুক? তোমরা কি ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট নও? তবে কেন ইসলামের জন্য কিছু করছ না?

৬৪. সম্পর্ক রক্ষা করা :

প্রতিটি বিষয়ে আশ্চর্যজনক পরিবর্তনের এই যুগে সে এই হাদিসটি শ্রবণ করেছে, যা তার চিন্তা, পেরেশানি ও বিষণ্নতাকে দূর করে দেয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

৪১. সুনানে নাসায়ি : ০৫

www.QuranerAlo.net

'প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয়, যে সমানভাবে সম্পর্ক রক্ষা করে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী হলো সে, যার থেকে কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে সম্পর্ক অটুট রাখে।'[৪২]

ইবনে হাজার রহ. বলেন,

'এখানে তিনটি পর্যায় রয়েছে। সম্পর্ক-রক্ষাকারী, সমান সমান রক্ষাকারী ও সম্পর্ক ছিন্নকারী। সম্পর্ক-রক্ষাকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তাদের ওপর কেউ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না। আর সমান সমান আত্মীয়তা-রক্ষাকারী ততটুকুই প্রদান করে, যতটুকু সে গ্রহণ করেছে। আর ছিন্নকারী হলো, যার ওপর মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, কিন্তু সে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেনি। সমান সমান আত্মীয়তা-রক্ষাকারীদের দু'পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। তেমনই আবার আত্মীয়তার সম্পর্ক-ভঙ্গকারীদের দু'পক্ষের মধ্যেও সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কিন্তু এ সম্পর্ক ছিন্নের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে আসে, সে হলো প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী।'

৬৫. অপরের প্রতি দয়া করা :

তার হৃদয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দয়ার হাওয়া প্রবাহিত হয়। তার চক্ষু হতে ঝরে অশ্রুপ্রবাহ। তার হাত দানে প্রসারিত থাকে। ভাষায় থাকে কোমলতা। আর কথা হয় মিষ্ট-মধুর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

'দয়াশীলদের প্রতি রহমান দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানের অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।'[৪৩]

---

৪২. সহিহ বুখারি : ৫৯৯১
৪৩. সুনানে তিরমিজি : ১৯২৪

www.QuranerAlo.net

৬৬. মানুষের উপকার করে পরকালের পুঁজি সংগ্রহ :

সে মানুষের সাহায্যার্থে দান করে। দুনিয়া থেকে সে সঞ্চয় করে নেয় পরকালের পুঁজি। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা তাদের ধনভান্ডার এমন স্থানে রাখতে সক্ষম যে, তা কোনো পোকামাকড় খেয়ে ফেলবে না এবং ছিনতাইও হবে না; তবে যেন সে তাই করে।'

কারণ, মানুষের হৃদয় তার ধনভান্ডারেরই অংশ। তাই সে নিজের হাতে খাদ্য বহন করে নিয়ে যায়, যেন অভাবীর কাছে পৌঁছে দিতে পারে। আর সে এ ব্যাপারে কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকে না। আলি ইবনুল হাসান রহ.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তখন লোকজন তাকে গোসল করাতে গিয়ে তার পিঠে অনেক কালো কালো দাগ দেখতে পেলেন। তারা পরস্পরে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'এগুলো কীসের দাগ?' তখন বলা হলো, 'তিনি রাতের বেলায় মদিনার ফকিরদের আটা দেওয়ার জন্য পিঠে বস্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।'

৬৭. প্রতিটি স্থানেই কল্যাণের নিদর্শন রাখা :

প্রতিটি স্থানেই সে নিজের একটি চিহ্ন রেখে দেয়। একটি মুহূর্তও সে কোনো ফায়দা ব্যতীত ছাড়ে না। যখনই সে মাদরাসায় অথবা ক্লাবে বিরতির সময় পায়, তখনই লোকদের আল্লাহ তাআলার প্রতি আহ্বান করে। তাদের আখিরাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

'আমার পক্ষ হতে একটি বাক্য হলেও পৌঁছিয়ে দাও।'[৪৪]

হে ভাই, এটা কীভাবে সম্ভব যে, আপনি এত বছর যাবৎ শিক্ষা অর্জন করবেন, পড়ালেখা করবেন—এরপরও দাওয়াহ, দ্বীনের প্রচার-প্রসার, সৎকাজের আদেশ করবেন না? বাধা প্রদান করবেন না অসৎ কাজ থেকে?

---

৪৪. সহিহ বুখারি : ৩৪৬১

www.QuranerAlo.net

৬৮. অজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়া :

বাড়ির আঙিনা বা অন্য যে স্থানেই সে সুযোগ পায়, অজু করে মনোযোগসহকারে জিকিরকারী জিহ্বা দিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়ে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

'যে কেউ উত্তমরূপে অজু করে একাগ্রচিত্তে খালিস অন্তরে দু'রাকাত নামাজ পড়ে, তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যায়।'[৪৫]

৬৯. মিডিয়াতে ইসলামের পক্ষে কাজ করা :

ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, সে তাদের বিরুদ্ধে উভয় অঙ্গনেই রুখে দাঁড়ায়। আর এ যুগে ইসলাম বিরোধীদের সংখ্যা কতই না বেশি। সে মনে করে যে, অন্যদের মতো যদি সেও এ ব্যাপারে অবহেলা করে, তবে বিভ্রান্তকারীদের সৃষ্ট ধোঁয়া পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। তাই সে এর প্রতিরোধ করে। লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। সে মনে করে, এটা বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ জিহাদের একটি অংশ। সব সময় সে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে। আর খুব দ্রুতই এর ফলাফল দেখতে পারবে।

৭০. নসিহত করা :

মুসলিমদের মাঝে উত্তম নসিহত প্রদান করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর উপকারিতাও অনেক। এটি সর্বোত্তম হাদিয়া। মুক্তির সবচেয়ে সহজ পথ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

৪৫. সুনানে আবু দাউদ : ৯০৬

www.QuranerAlo.net

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ»

'দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা।'

قُلْنَا : لِمَنْ؟

আমরা প্রশ্ন করলাম, 'কার জন্য?'

قَالَ : «لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

তিনি বললেন, 'আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসুল, মুসলিমদের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য।'[৪৬]

হাফিজ আবু নায়িম বলেন,

'এই হাদিসটির বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।'

মুহাম্মাদ বিন আসলাম আত-তুসি উল্লেখ করেন যে,

'এটি দ্বীনের এক চতুর্থাংশ।'

বর্তমান যুগে উপদেশ প্রদানের অনেক মাধ্যম রয়েছে। যেমন : মোবাইলে উপদেশ দেওয়া যায়। পোস্ট ও ফেক্স ইত্যাদির মাধ্যমেও নসিহত প্রদান করা যায়।

ফুজাইল বিন ইয়াজ বলেন,

'আমাদের কাছে লাভবান সে নয়, যে বেশি বেশি নামাজ পড়ে এবং রোজা রাখে। বরং আমাদের কাছে লাভবান হচ্ছে, যে নফসের বদান্যতা, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ও উম্মাহর জন্য কল্যাণ কামনা করে মর্যাদাবান হয়েছে।'

সালাফে সালেহিন যখন কাউকে নসিহত করার প্রয়োজন মনে করতেন, তখন তাকে গোপনে নসিহত করতেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, 'যে

৪৬. সহিহ মুসলিম : ৫৫

www.QuranerAlo.net

ব্যক্তি কোনো নসিহত প্রদানকে নিজের মধ্যে ও তার মধ্যে রাখে—সেটাই প্রকৃত নসিহত। আর যে জনসম্মুখে তাকে নসিহত করল, সে তাকে লজ্জিত করল।'

৭১. সুন্নাতের প্রচার-প্রসার করা :

সে মানুষের মাঝে সুন্নাতসমূহের প্রচার-প্রসারে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায়। মানুষের মাঝে সুন্নাত জিন্দা করার সাধনা করে। কেননা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ

'যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম সুন্নাতের প্রচলন করে, আমলকারীদের অংশে কোনোরূপ কমতি করা ব্যতীতই সে তার প্রচলনের সাওয়াব ও তার ওপর আমলকারীদের সাওয়াব পাবে।'[৪৭]

সুতরাং এমন কত সুন্নাহ রয়েছে, যা আজ অবহেলিত, অজ্ঞাত ও বিস্মৃত। কল্যাণপ্রত্যাশী এগুলো প্রচার ও শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করে।

৭২. নম্রভাবে চলাফেরা করা :

যখন সে কোনো নেককার ব্যক্তিকে ধীর-স্থিরভাবে হাঁটতে দেখে, তখন আল্লাহ তাআলার এই বাণী তার মনে পড়ে–

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾

'রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।'[৪৮]

---

৪৭. সহিহ মুসলিম : ১০১৭
৪৮. সুরা ফুরকান : ৬৩

www.QuranerAlo.net

আর অহংকারী ব্যক্তিরা তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'এক ব্যক্তি আকর্ষণীয় জোড়া কাপড় (যে কাপড়ে সে নিজেকে পূর্ণ মনে করছে) পরিধান করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পথ চলছিল। সহসা আল্লাহ তাআলা তাকে মাটির নিচে ধসিয়ে দিলেন। যেখানে সে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনের ভেতরে এভাবে নিচের দিকে ধসে যেতে থাকবে।'[৪৯]

৭৩. মানুষের সমস্যা নিরসনে অবদান রাখা :

মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলিম ও তালিবে ইলমদের নিকট সে ফতওয়া চেয়ে পাঠায় এবং সে ফতওয়া সংগ্রহ করে মানুষের মাঝে বিতরণ করে। অতঃপর সে এটা প্রচার-প্রসারের জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে ছুটে যায়। যেমন : প্রকাশনা বিভাগ বা দাওয়াহ বিভাগ ইত্যাদি।

৭৪. বাড়িতে ছোটদের কুরআন শেখানো :

সে তার বাড়িকে কল্যাণময় করে তুলতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে না। ছোটদের সে সুরা ফাতিহা শিক্ষা দেয়। তাদের ছোট ছোট সুরাগুলো শেখাতে থাকে। অথচ, তারা এখনো বয়সের চারটি বছর পার করেনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَتْ

'যে আল্লাহ তাআলার কিতাবের একটি আয়াত শিক্ষা দিল, তার জন্য তার সাওয়াব লেখা হবে, যতদিন তা তিলাওয়াত করা হবে।'[৫০]

---

৪৯. সহিহ বুখারি : ৫৭৮৯, সহিহ মুসলিম : ২০৮৮
৫০. আস-সিলসিলাতুস সহিহা : ১৩৩৫

www.QuranerAlo.net

৭৫. প্রতিদিন আল্লাহর নিকট তাওবা করা :

প্রতিদিনের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তার জীবনে আসে নতুন একটি প্রভাত। যেন সে আজই আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করে নিতে পারে গুনাহ ও সময় বিনষ্ট করা থেকে। বস্তুত, আমাদের রব দয়াময় ও দানশীল। তিনি ইরশাদ করেন,

﴿ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

'আপনি আমার বান্দাদের সংবাদ দিন যে, আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'[৫১]

মহান রব তাঁর বান্দাদের ওপর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে অনুগ্রহ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

'দিনের অপরাধীদের তাওবা কবুল করে নেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা রাতের বেলা স্বীয় হাত প্রসারিত করে দেন। আর রাতের অপরাধীদের তাওবা কবুলের জন্য তিনি দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করে দেন। যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম প্রান্ত থেকে উদয় হবে, ততদিন তাওবার সুযোগ থাকবে।'[৫২] যখন কল্যাণপ্রত্যাশী তাওবা করে, আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের সাথে তা কবুল করে নেন।

যখন সে কোনো গুনাহের ইচ্ছা করে, তখন হাসান রহ.-এর এই কথা স্মরণ হয়, 'হে আদম সন্তান, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া তাওবা করার চেয়ে বেশি সহজ।'

---

৫১. সুরা হিজর : ৪৯
৫২. সহিহ মুসলিম : ২৭৫৯

www.QuranerAlo.net

৭৬. কারও প্রশংসা শুনে অতিশয় পুলকিত না হওয়া :

কারও প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতায় সে পুলকিত হয় না। বরং তার চিন্তা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কবুল হওয়া না হওয়া নিয়ে। মুহাম্মাদ বিন জুহাইর বলেন, 'আমি আবু আব্দুল্লাহকে[৫৩] কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে আসলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে তাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করলেন অথবা কোনো বিষয়ে কথা বললেন। সে ব্যক্তি বলল, "ইসলামের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!" তখন আবু আব্দুল্লাহ রেগে গিয়ে বললেন, "আমি কে যে, আমাকে ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে? বরং আল্লাহ তাআলা আমার পক্ষ থেকে ইসলামকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।"'

৭৭. নেকির কাজে দ্রুত সাড়া প্রদান :

যখনই আল্লাহ তাআলা তার জন্য কোনো নেকি অর্জনের সুযোগ করে দেন, তখনই সে তার দিকে ছুটে যায়। সামান্য সময়ও দ্বিধা বা বিলম্ব করে না। কারণ, সে জানে, যদি এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আর কখনো চালু হবে না। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

'নিশ্চয় মানুষের সংকল্প ও ইচ্ছাগুলো যখনই দাঁড়াতে চায়, তখনই খুব দ্রুত ভেঙে পড়ে। আর আল্লাহ তাআলা যার জন্য কল্যাণের দরজা খোলেন এবং সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার হৃদয় ও ইচ্ছার মাঝে পর্দা ঢেলে দিয়ে তাকে শাস্তি প্রদান করেন। ফলে পরবর্তী সময়ে সে আর সংকল্প করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি ডাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দেয় না, তার ইচ্ছা ও হৃদয়ের মাঝে একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়ে যায়। ফলে সে দ্বীনের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

৫৩. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.

www.QuranerAlo.net

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে তোমাদের আহবান করেন। আর জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে।'[৫৪]

৭৮. গিবত-পরনিন্দা প্রতিরোধ করা :

বর্তমান যুগের বৈঠকগুলো গিবত, পরনিন্দা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের কুলহীন সমুদ্রের ন্যায়। যেখানে মানুষের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হয়। প্রকাশ পায় অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ। অন্তরের রোগীরা এসব নিয়েই পড়ে থাকে। কিন্তু কল্যাণপ্রত্যাশী এসব বৈঠকে পাহারায় থাকে। যখন কোনো মুমিনের ব্যাপারে গিবত করা হয়; তখন সে তা প্রতিরোধ করে। আর প্রত্যাশা রাখে সে মহাপ্রতিদান লাভের, যে ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের সম্মানের প্রতিরক্ষা করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুনকে প্রতিহত করবেন।'[৫৫]

৭৯. উম্মাহর কল্যাণে উত্তম অভিমত প্রদান :

মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হবে, এমন সব চিন্তাধারা সে লালন করে। প্রয়োজনে সেসব চিন্তাধারাকে সে পুস্তিকা আকারে সংরক্ষণ করে। অনেকের চিন্তা-ভাবনা তার মাথা ও হৃদয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। কখনো কখনো তা প্রকাশিত হয় গিবত ও অপরের মর্যাদায় আঘাত করার মাধ্যমে। অন্যথায় প্রত্যেকেরই কিছু ধারণা ও অভিমত থাকে, যার কিছু বিষয় উপকারীও

৫৪. সুরা আনফাল : ২৪
৫৫. সুনানে তিরমিজি : ১৯৩১

www.QuranerAlo.net

হয়ে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম সর্বপ্রথম অভিমত পেশ করেছেন বদর যুদ্ধে। আহজাবের যুদ্ধে খন্দক খনন করা হয়েছিল সাহাবিদের পরামর্শের ভিত্তিতে। এরকম আরও অনেক স্থানে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের সে অভিমত গৃহীত হয়েছে। তাদের সেসব অভিমত উপকার বয়ে এনেছে।

৮০. নিজের ওপরও কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ করা :

কল্যাণপ্রত্যাশী নিজের ওপরও কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

'যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় সাত বার এই দুআ পড়বে— حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ আল্লাহ তাআলা-ই তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল পেরেশানির ব্যাপারে যথেষ্ট হবেন।'[৫৬]

৮১. লৌকিকতা পরিহার করা :

সে ইখলাস অর্জনে সচেষ্ট থাকে। নফসের বিরুদ্ধে অব্যাহত মুজাহাদা করে। নফসের হকগুলো পূর্ণ করার ব্যাপারেও সে লক্ষ রাখে। সে তার আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ ও আখিরাত কামনা করে। যে কাজ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় না, তা সে ছেড়ে দেয় এবং অল্প বা বেশি সব ধরনের লৌকিকতা পরিত্যাগ করে।

---

৫৬. সুনানে আবু দাউদ : ৫০৮১

www.QuranerAlo.net

ইবনুল জাওজি রহ. বলেন,

'মনে রেখো, মুমিন তার আমলের মাধ্যমে শুধু আল্লাহ তাআলারই সন্তুষ্টি কামনা করে। কিন্তু যদি তার মধ্যে সামান্যও লৌকিকতা থাকে, তাহলে বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। আর এর থেকে মুক্তিলাভ করা কঠিন। হাদিসে মারফু' সূত্রে ইয়াসার থেকে বর্ণিত যে, আমাকে ইউসুফ বিন সিবাত বলেছেন,

'তোমরা সঠিক ও বেঠিক আমলের মধ্যকার পার্থক্য শিখে নাও। কারণ, আমি বাইশ বছরে তা শিক্ষা অর্জন করেছি।'

ইবরাহিম বিন আদহাম বলেন,

'আমি মারিফাত অর্জন করেছি 'সামআন' নামক একজন খ্রিষ্টান পাদ্রি থেকে। আমি তার গির্জায় প্রবেশ করে তাকে বললাম,

: হে সামআন, তুমি তোমার এ গির্জায় কত বছর যাবৎ অবস্থান করছ?

- সত্তর বছর।

: তোমার খাদ্য কী?

- হে বিশ্বাসী, তোমাকে কে এখানে ডেকেছে?

: আমি জানতে ভালোবাসি।

- প্রতি রাতে কিছু ছোলা খেয়ে থাকি।

: কোন জিনিস তোমার হৃদয়ে এ শক্তি সঞ্চার করে যে, তোমার জন্য এই ছোলা-ই যথেষ্ট?

- তোমার পাশে এদের দেখছ?

: হ্যাঁ।

www.QuranerAlo.net

- তারা প্রতি বছরে একবার আমার কাছে আসে। তারা আমার গির্জাটা সাজিয়ে দেয়। গির্জার আশপাশ তাওয়াফ করে। তারা তখন আমাকেও সম্মান করে। যখনই আমার মন ইবাদতের বিষয়ে বিষণ্ন হয়ে ওঠে, আমি এই সময়ের কথা স্মরণ করি। কিছু সময়ের সম্মানের জন্য আমি একবছর সাধনা করি। তাই, হে বিশ্বাসী, তুমি কিছু সময়ের সাধনা দিয়ে চিরস্থায়ী সম্মান গ্রহণ করো।

তখন আমার হৃদয়ে মারিফাত অর্জিত হলো। সে আমাকে বলল,

- আরও কিছু বলব?

: হ্যাঁ।

- এই গির্জা থেকে নামো।

আমি নামলাম। সে আমার নিকট ছোট একটি পাত্র নিয়ে আসল, যাতে বিশটি ছোলা ছিল। সে আমাকে বলল, "তুমি আশ্রমে প্রবেশ করো। তারা দেখে নিয়েছে, যা আমি তোমার নিকট নিয়ে এসেছি।" আমি তাতে প্রবেশ করলাম। তখন খ্রিষ্টানরা আমাকে ঘিরে একত্রিত হলো। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে শাইখ কী দিলেন?" আমি বললাম, "তার শক্তি-রহস্য।"

তারা বলল, "তুমি তা দিয়ে কী করবে? আমরাই এর বেশি হকদার। তুমি দাম বলে দাও!"

আমি বললাম, "বিশ দিনার।" তারা আমাকে বিশ দিনার দিয়ে দিল। তারপর আমি সামআনের কাছে ফিরে গেলাম।

সে বলল, "তুমি ভুল করেছ। যদি তুমি বিশ হাজার দিনার চাইতে, তবে তারা তোমাকে তাই দিত।" এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির সম্মান, যে তার রবের ইবাদত করে না। সুতরাং যে ইবাদত করে, তার সম্মান কেমন হবে? হে বিশ্বাসী, তুমি তোমার রবের দিকে এগিয়ে আসো।'

www.QuranerAlo.net

৮২. মুসলিমদের মাঝে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝি সংশোধন করে দেওয়া :

কল্যাণপ্রত্যাশী তার মুসলিম ভাইদের মধ্যে ভালোবাসা, পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার বিকাশ ঘটানোর মতো সাহসিকতা রাখে। যা কিছু মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করে এবং তাদের সম্পর্কচ্ছেদের কারণ হয়, সে উভয় গ্রুপের মাঝে তা মিটিয়ে দেয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟»

'আমি কি তোমাদের নামাজ, রোজা ও সদাকার চাইতে উত্তম একটি মর্যাদার কথা বলব না?'

قَالُوا : بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ

তারা বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল!'

قَالَ : «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ»

তিনি বলেন, 'পরস্পরের মাঝে সংশোধন করে দেওয়া। কারণ, পরস্পরের মধ্যকার সংঘর্ষই হলো ধ্বংসের কারণ।'[৫৭]

৮৩. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া :

সে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়। বিশেষ করে, দ্রুত চলাচলের রাস্তায়। যা অনেক সময় কোনো মুসলিমের জীবননাশের কারণ হয়। তাদের বাহন উল্টে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ

'আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতের নিয়ামত উপভোগ করতে দেখলাম। যার জান্নাতে যাবার একটি মাধ্যম হচ্ছে একটি গাছ সরানো। এ গাছটি রাস্তার মধ্যে ছিল, যা মানুষকে কষ্ট দিত।'[৫৮]

---

৫৭. সুনানে আবু দাউদ : ৪৯১৯
৫৮. সহিহ মুসলিম : ১৯১৪

www.QuranerAlo.net

৮৪. কুরআন তিলাওয়াত ও পরকালের সুপারিশকারীকে সঙ্গী বানানো :

আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও তাওফিকে সুপারিশকারীদের সে সঙ্গী করে নেয়। সে কুরআন তিলাওয়াত করে। কুরআন মুখস্থ করার চেষ্টা করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

'তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো। কেননা, কিয়ামতের দিন তা তার সাথিদের ব্যাপারে সুপারিশকারী হবে।'[৫৯]

যখনই কিতাবুল্লাহর পৃষ্ঠাগুলোতে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, সে অনেক সাওয়াব দেখতে পায়।

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

'যে আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে, তার একটি নেকি অর্জিত হবে। আর প্রতিটি নেকি দশ নেকির সমান। আমি বলছি না যে, আলিফ-লাম-মিম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মিম একটি হরফ।'[৬০]

৮৫. যথাযথভাবে দাওয়ার কাজের জন্য রুটিন তৈরি করা :

তার দাওয়াহ কাজের একটি নির্ধারিত রুটিন থাকে। সে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের নিকট সহিহ আকিদাহ ও ফিকহের প্রচার করে। বর্তমানে বিভিন্ন বই-পুস্তক, চিঠিপত্র ও মেইল বার্তার মাধ্যমে বিষয়টি একেবারেই সহজ। সে মনে করে, দ্বীনের খিদমত করা শুধু মর্যাদা আর মর্যাদা, সম্মান আর সম্মান।

---

৫৯. সহিহ মুসলিম : ৮০৪
৬০. সুনানে তিরমিজি : ২৯১০

www.QuranerAlo.net

৮৬. আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজখবর নেওয়া :

সে কখনো তার আত্মীয়-স্বজনদের থেকে দূরে সরে থাকে না। যাদের বাড়ি দূরে, তাদের সাথে সপ্তাহে একবার হলেও ফোনে কথা বলে। যাতে তাদের অবস্থার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে। সে তাদের খোঁজখবর নেয়। তবে তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে বেশি প্রশ্ন করে না। গোপন তথ্য জিজ্ঞেস করে তাদের বিরক্তিতে ফেলে না। খোঁজখবর নিয়ে ওয়াজিব আদায় করাকে সে যথেষ্ট মনে করে।

৮৭. পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে অপরকে উপদেশ প্রদান :

সে তার পার্শ্ববর্তীদের ওপর কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ করে। তাদের পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণে উদ্বুদ্ধ করে। সে যুবকদের মাঝে এই বিষয়টি অনুসন্ধান করে। যখন সে কোনো মজলিসে বসে, তখন এই মহান বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। পিতা-মাতার অবাধ্যতার বিভিন্ন রূপ তাদের কাছে তুলে ধরে। যাতে করে পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ ও গাফিলরা সাবধান হতে পারে। পিতা-মাতার অবাধ্যতা শুধু তাদের পরিত্যাগ কিংবা প্রহার বা তাদের সাথে উচ্চ আওয়াজে কথা বলাই নয়; বরং তাদের সাথে অবস্থান না করা, তাদের প্রয়োজনের খবর না রাখা কিংবা তাদের মন খুশি হবে, এমন কাজ না করাও অবাধ্যতা।

৮৮. মন্দের মোকাবেলা ভালোর মাধ্যমে করা :

তার হৃদয়ের ওপর ধারাবাহিক নেক বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার কারণে তা স্বচ্ছ হয়ে যায়। অন্তর মুক্ত হয়ে যায় হিংসা-বিদ্বেষ ও অপছন্দনীয় বিষয়গুলো থেকে। সাওয়াব ও প্রতিদানের আশায় সে অন্যের দেওয়া কষ্ট সহ্য করে নেয়। মন্দের মোকাবেলা শুধু ভালোর মাধ্যমেই করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾

www.QuranerAlo.net

'আপনি মন্দকে প্রতিহত করুন এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন, আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।'[৬১]

৮৯. প্রত্যেক স্থানের লোকদের কল্যাণের জন্য কাজ করা :

কেবল মসজিদেই দাওয়াহ করা যথেষ্ট নয়। সে মনে করে, প্রতিটি জায়গায়ই দাওয়াহ দিতে হবে। বিশেষ করে, যাদের সাহায্যকারী ও যাদের প্রতি মানুষ মনোযোগী কম। সে হাসপাতালে যায়, রোগীদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের উপদেশ দেয়। তাদের নিকট বিভিন্ন বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ বিতরণ করে। তাদের নামাজ ও তায়াম্মুম ইত্যাদির পদ্ধতি শিক্ষা দেয়।

৯০. বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন :

কল্যাণপ্রত্যাশী বড়দের সম্মান করে এবং তাদের যথাযথ অবস্থানের মর্যাদা দেয়। বকর বিন আব্দুল্লাহ বলেন, 'যখন তুমি তোমার চেয়ে বড় কাউকে দেখবে, তখন বলো যে, উনি ইমান ও নেক আমলে আমার চেয়ে বেশি অগ্রগামী। সে আমার চেয়েও উত্তম। আর যখন তোমার চেয়ে ছোট কাউকে দেখো, তখন বলো যে, আমি গুনাহ ও নাফরমানিতে তার চেয়ে বেশি অগ্রগামী। সুতরাং সে আমার চেয়ে বেশি উত্তম।'

ইবনুল হাজ বলেন, 'যে সম্মানিত হতে চায়, সে যেন আল্লাহ তাআলার জন্য বিনয়ী হয়। কেননা, সম্মান আসে অবস্থান অনুযায়ী। তুমি কি দেখো না যে, পানি যখন গাছের গোড়ায় পৌঁছে, তখন তা ওপরেও পৌঁছে যায়? কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি গাছের গোড়ায় থাকলে কোন জিনিস আপনাকে গাছের আগায় নিয়ে যাবে?' তখন তিনি বললেন, 'যে আল্লাহ তাআলার জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে উঁচু করে দেন।'

---

৬১. সুরা ফুসসিলাত : ৩৪

www.QuranerAlo.net

৯১. অপর মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ করা :

সাথি ভাইদের সাথে সাক্ষাতে অনেক সাওয়াব আছে। তাই সে তার ভাইদের সাথে সাক্ষাতের জন্য একটি রুটিন বানিয়ে রাখে। বিশেষ করে, যারা দূর-দূরান্তে থাকে এবং যারা বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলে দাওয়াহ ও শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত। সে সাওয়াবের আশায়, তাদের অবিচল রাখতে এবং তাদের কার্যক্রমের প্রশংসা করতে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের বই-পুস্তক, অডিও-ভিডিও, চিন্তা-পরামর্শ ও প্রতিযোগিতা ইত্যাদির প্রয়োজন পূরণে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ، مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ : لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ

'একলোক অপর এলাকার এক ভাইয়ের সাক্ষাতে বের হলো। আল্লাহ তাআলা তার পথে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন। সে এসে তাকে বলল, "তুমি কোথায় যেতে চাও?" লোকটি বলল, "আমি অমুক গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি।" "তুমি কি তার থেকে এমন কোনো অনুগ্রহ পেয়েছ, যাতে তুমি লাভবান হয়েছ?" লোকটি বলল, "না। আমি শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য তাকে ভালোবাসি।" সে বলল, "আমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমার নিকট দূত হিসাবে এসেছি এই মর্মে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালোবাসেন, যেমন তুমি তাকে ভালোবাসো।"'[৬২]

---

৬২. সহিহ মুসলিম: ২৫৬৭

www.QuranerAlo.net

৯২. দুনিয়ার সময়কে গনিমত মনে করা :

সে মনে করে যে, দুনিয়ায় তার অবস্থান এমন এক গনিমত, যার কোনো বিকল্প নেই। এমন সুযোগ যা পুনরায় আসবে না। সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই হাদিস শ্রবণ করেছে–

«مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

'তোমাদের মধ্যে কে আজ রোজাদার অবস্থায় সকালে উপনীত হয়েছ? তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাজায় অংশগ্রহণ করেছ? তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো মিসকিনকে আহার করিয়েছ? তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো রোগীর সেবা করেছ? এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার মধ্যেই এই বিষয়গুলো একত্রিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৬৩]

কল্যাণপ্রত্যাশী নিজের স্ত্রীকেও কল্যাণের কথা বলে। তাকে বলে, চলো আমরা রোজা রাখি, মিসকিনকে খানা খাওয়াই, অসুস্থকে দেখতে যাই এবং জানাজার নামাজ পড়ি; হয়তো আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে কবুল করবেন।

৯৩. বেকারদের জন্য চাকরির তালাশ করা :

সে তার ভাইদের জন্য চাকরির খোঁজ করে দেয়, যেন তারা নিজেদের পার্থিব প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে পারে। মানুষের কাছে হাত প্রসারিত করা ও দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে পারে। সে পরিচিতদের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করে। কারণ, এটি দুনিয়ার কাজে তাদের সাহায্য করা ও

৬৩. সহিহ মুসলিম : ১০২৮

www.QuranerAlo.net

তাদের দুশ্চিন্তা দূর করার অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে তাদের ইমান-আমল যেন হিফাজতে থাকে, সে জন্য তাদের ফিতনামুক্ত উপযুক্ত পরিবেশ বাছাই করে কর্মক্ষেত্র খুঁজে দেয়।

৯৪. দৃষ্টিকে অবনত রাখা :

দৃষ্টিকে অবনত রাখার মাধ্যমে নিজেকে সে ফিতনা থেকে রক্ষা করে। এই যুগে চারদিকে ফিতনার সয়লাব। সর্বত্র নারীদের খোলামেলা ও অবাধ বিচরণ। তাই সে বাইরে বের হলে যথাযথভাবে আল্লাহর এ আদেশ পালন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾

'মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয় তারা যা করে, আল্লাহ তা অবহিত আছেন।'[৬৪]

ইবনে কাসির রহ. বলেন,

'এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার মুমিন বান্দাদের প্রতি আদেশ যে, তারা তাদের ওপর কৃত হারাম বিষয়গুলো থেকে নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে। যদি ঘটনাক্রমে কখনো হারাম কোনো জিনিসের ওপর দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তা ফিরিয়ে আনবে।'

যখনই তার মন পুনরায় দৃষ্টি দিতে প্ররোচিত করে, তখন সে স্মরণ করে—এটি যে কবিরা গুনাহ। তাই সে দৃষ্টি অবনত করে নেয়।

---

৬৪. সুরা নুর : ৩০

www.QuranerAlo.net

৯৫. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বেশি বেশি সিজদা করা :

যখনই সে সুযোগ পায়, আল্লাহ তাআলার জন্য বেশি বেশি সিজদা করে। গৃহে অথবা নির্জনে সে এর জন্য সুযোগ করে নেয়। অবসর পেলেই সময়-সুযোগকে কাজে লাগায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ ভালোভাবে অজু করে। অতঃপর বলে, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সে যে কোনোটি দিয়ে তাতে প্রবেশ করতে পারবে।'[৬৫]

৯৬. ইমাম বা মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন :

সে ইমাম বা মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَبِإِقَامَتِهِ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً

'যে ব্যক্তি বারো বছর আজান দেবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তার জন্য প্রতিদিন আজানের বিনিময়ে ষাটটি নেকি লেখা হয়। প্রত্যেক ইকামতের বিনিময়ে ত্রিশটি নেকি লেখা হয়।'[৬৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

---

৬৫. সহিহ মুসলিম : ২৩৪
৬৬. সুনানে ইবনে মাজাহ : ৭২৮

www.QuranerAlo.net

وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ

'মুয়াজ্জিনের আওয়াজের দূরত্ব পরিমাণ তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। শুকনো ও আদ্র যত বস্তু তা শোনে, প্রত্যেকে তাকে সত্যায়ন করে। তার সাথে নামাজ আদায়কারীর পরিমাণ প্রতিদানও তাকে দেওয়া হয়।'[৬৭]

৯৭. ফিতনা ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা :

সে ফিতনা ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকে। তাই সাধারণত সে মনিটরের দিকে তাকায় না। যদিও তাতে কল্যাণ আছে; কিন্তু তার ক্ষতি অনেক। সে প্রয়োজন ব্যতীত মনিটরের সামনে বসে না। যখন বসে, তখন সৎ বন্ধুদের সাথে রাখে, যারা তাকে সাহায্য করবে এবং উপদেশ দেবে। কারণ, সে ভয় করে যে, এই ফিতনা এমন বাহন যা তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من استشرف إليها أخذته

'যে তার (ফিতনার) দিকে উঁকি মেরে তাকাবে, তাকে সে ধরে ফেলবেই।'[৬৮]

৯৮. কারও উপকারার্থে সুপারিশ করা :

সে অন্যদের আবেদনে সুপারিশ করে এবং তা সমাধানের চেষ্টা করে। কত ভাই আছেন, যারা চিন্তাগ্রস্ত এবং দুনিয়ার ঝামেলার কারণে ঘুমাতেও পারছে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারিরা রা.-এর কাছে সুপারিশ করেছেন। আর তিনি ছিলেন একজন দাসী। তখন সে রাসুল

৬৭. সুনানে নাসায়ি : ৬৪৬
৬৮. সহিহ বুখারি

www.QuranerAlo.net

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা অপছন্দও করেননি। তিনি বলেননি যে, আমার সুপারিশ গৃহীত হয়নি। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا

'তোমরা সুপারিশ করো, প্রতিদান পাবে।'[৬৯]

৯৯. নেক কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা :

ইসলামি আদর্শ নিয়ে লেখালেখি করে এমন লোকদের সে সাহায্য করে এবং তাদের উৎসাহিত করে। সে তাদের উপদেশ দেয় এবং তাদের প্রতি উত্তম উত্তম নসিহত ও দিক-নির্দেশনা লিখে পাঠায়। বিভিন্নভাবে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে তাদের উদ্যমী করে তোলে। তাদের অবিচলতার জন্য দুআ করে। তাদের এই সুসংবাদ দেয় যে, নোংরা-অশ্লীল বই-পুস্তক ও বিষাক্ত গল্প-কাহিনীসম্বলিত লেখা যখন উম্মাহর মাঝে সয়লাব হয়ে আছে, এহেন পরিস্থিতিতে এগুলোর বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাঁড়ানোটা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

১০০. আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রস্তুত করে দেওয়া :

সে আল্লাহর পথে গাজিদের প্রস্তুত করে দিতে আগ্রহী থাকে। দ্বীনের ঝান্ডা উড্ডয়ন, নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং এই কাজকে ভালোবাসে বলেই সে এমনটা করে।

তাই সে সব জায়গার মুসলিমদের খবর নেয়। যথাসম্ভব তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। কেননা, এতে রয়েছে বিশাল পুরস্কার ও মহাপ্রতিদান। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, 'এক লোক একটি লাগামবিশিষ্ট উষ্ট্রী নিয়ে আসল। সে বলল, "এটি আল্লাহর রাস্তায় দিলাম।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

৬৯. সহিহ বুখারি : ১৪৩২

www.QuranerAlo.net

لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ

"কিয়ামতের দিন তোমার জন্য এর সাথে আরও সাতশটি উষ্ট্রী থাকবে। যার প্রতিটিই হবে লাগামবিশিষ্ট।"'[৭০]

আর আল্লাহ তাআলার দয়া প্রশস্ত।রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

'যে আল্লাহর রাস্তার কোনো যোদ্ধাকে প্রস্তুত করে দিল, সে যুদ্ধ করল। আর যে তার পরিবারে উত্তমভাবে স্থলাভিষিক্ত হলো, সেও যুদ্ধ করল।'[৭১]

১০১. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ ও প্রতিদানের আশা করা :

সে জানে যে, জিন্দেগির ভিত্তি হচ্ছে কষ্ট-ক্লেশের ওপর। তাই সে সবরকে আঁকড়ে ধরে এবং তা কম্বলের ন্যায় গায়ে জড়িয়ে নেয়। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের ব্যাপারে যে ওয়াদা দিয়েছেন এবং যে প্রতিদান তাদের জন্য রেখেছেন, তা নিয়ে সে চিন্তা করে।

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

'যারা ধৈর্যধারণকারী, তাদেরকে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে অপরিমিত।'[৭২]

যেকোনো বিপদ ও প্রতিটি বিষয়ে তার পেরেশানির কারণে সে প্রতিদানের আশা করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

৭০. সহিহ মুসলিম : ৩৭৯৯
৭১. সহিহ বুখারি : ২৬৮৮
৭২. সুরা জুমার : ১০

www.QuranerAlo.net

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

'একজন মুসলিম যেকোনো ক্লান্তি, রোগ, পেরেশানি, চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে; এমনকি একটি কাঁটাও যদি বিঁধে—তবে এর মাধ্যমে তার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেওয়া হয়।'[৭৩]

১০২. অঙ্গীকার পূর্ণ করা ও অপরের সম্পদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা :

সে অঙ্গীকার পূর্ণ করে। প্রতিশ্রুত বিষয়ে সত্যবাদী হয়। সে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ওপর আমল করে,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।'[৭৪]

সুতরাং সে কোনো শর্তের মাধ্যমে তা লঙ্ঘন করে না। কোনো অপব্যাখ্যারও আশ্রয় নেয় না। বরং প্রত্যেক প্রাপককে তার পাওনা মিটিয়ে দেয়। নিজেকে সব ধরনের জিম্মাদারি থেকে মুক্ত রাখে। কিয়ামতের দিন তার থেকে কেউ কোনো কিছু চাওয়ার মতো সুযোগ সে বাকি রাখে না।

হাসান রহ. বলেন,

'কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির পেছনে লেগে থাকবে। সে বলবে, "আমার ও তোমার মাঝে আল্লাহ তাআলা ফয়সালাকারী।" কিন্তু ওই ব্যক্তি বলবে, "আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে চিনি না।" কিন্তু সে বলবে, "তুমি আমার সীমানা থেকে কিছু মাটি নিয়েছ।" অপরজন বলবে, "তুমি আমার কাপড়ের একটি সুতা নিয়েছ।"' এ ধরনের বিষয়গুলো ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তিদের হৃদয়কে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

---

৭৩. সহিহ বুখারি : ৫৬৪১, সহিহ মুসলিম : ২৫৭৩
৭৪. সুরা মায়িদা : ১

www.QuranerAlo.net

১০৩. বৃদ্ধদের আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া :

সে তার বৃদ্ধা মায়ের কাছে এসে তাকে আয়াতুল কুরসি পাঠ করে শোনায়। যাতে বৃদ্ধদের মাঝেও কল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে। সে তাদের এই সুরার ফজিলতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ

'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, মৃত্যুই কেবল তার জান্নাতে প্রবেশে বাধা।'[৭৫]

১০৪. মুসলিমদের সামনে হাসি মুখে উপস্থিত হওয়া :

সে মুসলিমদের সামনে হাসি মুখে উপস্থিত হয়। কেননা, এতে অনেক সাওয়াব রয়েছে।

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

'তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসি সদাকা।'[৭৬]

ইমাম জারির বিন আব্দুল্লাহ বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে সর্বদা মুচকি হাসি নিয়ে তাকাতেন।' তাই সে সদা হাস্যমুখে, সুন্দর চেহারায় ভাইদের সাথে মিলিত হয়। ভাইদের দেখে তার খুশির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রফুল্ল হয় তার মন-প্রাণ।

---

৭৫. আল-মু'জামুল কাবির (তাবারানি) : ৭৫৩২
৭৬. সুনানে তিরমিজি : ১৯৫৬

www.QuranerAlo.net

১০৫. হৃদয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে পরিতুষ্ট ও প্রশান্ত থাকা :

সে আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টির দিকে ছুটে যায়। আল্লাহ তাআলার নিকট তার জন্য যে প্রতিদান রয়েছে, সেগুলোর প্রতি তার হৃদয় আসক্ত ও পরিতুষ্ট হয়ে যায়। তিনি যা দেন, তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

'এটি বান্দার জন্য শান্তির দরজা খুলে দেয়। বান্দার হৃদয়কে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র রাখে। প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারীরা ব্যতীত কেউ আল্লাহ তাআলার আজাব থেকে রক্ষা পাবে না। আর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সাথে হৃদয় প্রশান্ত হওয়া সম্ভব নয়। আর বান্দা যত সন্তুষ্ট থাকবে, তার হৃদয় তত বেশি প্রশান্ত হবে। আর নোংরামি, ধোঁকা ও প্রতারণা হলো ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। পক্ষান্তরে হৃদয় প্রশান্ত, পবিত্র ও কল্যাণকামী হওয়া সন্তুষ্টির নিদর্শন। ওইরূপভাবে হিংসাও ক্রোধের ফল। আর সন্তুষ্টির ফল হলো হৃদয় প্রশান্ত হওয়া।'

১০৬. পাপিষ্ঠদের গুনাহর পবিবেশ থেকে বের করে আনার প্রচেষ্টা :

সে পাপিষ্ঠদের হিদায়াতের পথে আনতে চেষ্টা করে এবং জাহান্নাম থেকে তাদের মুক্তির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে। রুগ্ন ব্যক্তির প্রতি যেমন দয়াপ্রদর্শন করা হয়, তেমনই সে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি দয়াপ্রদর্শন করে। কেননা, পাপিষ্ঠ ব্যক্তির রোগটি আরও ভয়াবহ ও সংবেদনশীল। তাই সে তার হিদায়াতের চেষ্টা করে এবং তাকে গুনাহের পরিবেশ থেকে বের করে আনতে চায়। আর এ জন্য রয়েছে সে প্রতিদান, যার সুসংবাদ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি বিন আবি তালিবকে দিয়েছিলেন।

لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

'তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা একজন লোককে হিদায়াত দান করাটা তোমার জন্য লাল উষ্ট্রীর চেয়েও বেশি উত্তম।'

www.QuranerAlo.net

১০৭. কারও উপকার করে খোঁটা না দেওয়া :

সে তার কর্মের মাধ্যমে কাউকে খোঁটা দেয় না। এবং সে বলে না যে, প্রতিদিন আমি এই এই আমল করেছি। কেননা, এটি কর্মের মাধ্যমে লৌকিকতা অথবা আত্মপ্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ﴾

'ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না।'[৭৭]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না।'[৭৮]

১০৮. অবসর সময়কে কাজে লাগানো :

সে সময় বিনষ্ট করে না। সব কাজে সময়ের হিসাব করে চলে। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করে না। সপ্তাহে পাঁচটি ঘণ্টা কিংবা দশটি ঘণ্টাও সে বিনা ফায়দায় কাটায় না। বরং দীর্ঘ এই সময়টি কোনো কল্যাণকর কাজ, বই পাঠ বা ফতওয়া প্রচারের কাজে ব্যয় করে। সে খুব প্রত্যুষে বন্ধুদের নিকট গমন করে, যাতে তারা ফজরের জামআত পায়। সে অযথা রাত জাগে না। কেননা, তালিবে ইলমের ইলম-অন্বেষণ, স্বামী স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন বা অন্য কোনো জরুরি কাজ, ইবাদত-বন্দেগি ব্যতীত রাত জেগে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

আবুল ওয়াফা বিন আকিল নিজের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'আমি নিজের জন্য জীবনের কোনো সময় নষ্ট করা বৈধ মনে করিনি।

---

৭৭. সুরা বাকারা : ২৬২
৭৮. সুরা বাকারা : ২৬৪

www.QuranerAlo.net

এমনকি যদি আমার রসনা কোনো আলোচনা কিংবা বিতর্ক করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। আমার চোখ কোনো কিতাব অধ্যায়নে অপারগ হয়ে পড়ে। তবে আমি আমার বিশ্রামের এই সময় চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগাই। তাই বিশ্রাম ত্যাগ করে যা লিখব, তার উপাদান স্মৃতিতে উপস্থিত করতে থাকি। বিশ বছর বয়সে ইলমের প্রতি যে আগ্রহ অনুভব করেছি, আশির দশকে এসেও তা আরও বেশি অনুভব করি। সর্বোচ্চ চেষ্টায় খাবারের সময়টা কমিয়ে আনি। এমনকি রুটির পরিবর্তে পানি ভিজিয়ে কেক আহার করি। কেননা, রুটি চিবোতে যে সময় লাগে, তাতে এত সময় লাগে না।'

১০৯. অনর্থক কাজ পরিহার করা :

সে আল্লাহর নবির এই হাদিস বাস্তবে প্রয়োগ করে।

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

'ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা।'[৭৯]

সে এই হাদিসকে তার বাস্তব জীবনে চলার পথে বাস্তবায়ন করে। তাই অনর্থক কথা, শ্রবণ, দৃষ্টিপাত, ক্ষমতা প্রদর্শন, চলাফেরা ও চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে। ফলে সে নিজেও প্রশান্তি লাভ করে এবং অন্যকেও প্রশান্ত রাখে।

১১০. কষ্টের ব্যাপারে মানুষের নিকট কোনো অভিযোগ না করা :

সে নিজের পার্থিব কোনো বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করে না। বরং প্রতিদান ও সাওয়াবের আশায় সব সময় এ ব্যাপারে চুপ থাকে।

আলি বিন আবি তালিব রা. বলেন, 'আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব স্বীকার ও তাঁর অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান রাখার নিদর্শন হলো, তুমি তোমার বেদনার ব্যাপারে কারও কাছে অভিযোগ করবে না। তোমার বিপদের কথা কাউকে বলবে না।'

---

৭৯. সুনানে তিরমিজি : ২৩১৭

www.QuranerAlo.net

আহনাফ বলেন, 'চল্লিশ বছর যাবৎ আমি চোখের অসুস্থতায় আক্রান্ত। কিন্তু আমি তা কারও নিকট উল্লেখ করিনি।'

১১১. জাকাতের মাল উপযুক্ত খাতে ব্যয় করা :

সে তার জাকাতের মাল উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেয়। আর এটাকে সে সর্বোত্তম খাতে ব্যয় করে। ফকির-মিসকিনদের খুঁজে বের করে এবং নিজেই তাদের খবর জিজ্ঞেস করে; যাতে সে দায়িত্বমুক্ত হতে পারে। আমি মক্কায় এক শাইখকে ফিতরার উপযোগী ফকিরদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, 'তুমি পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাও, সেখানে অনেককে পাবে।'

১১২. শাহাদাত লাভের তামান্না :

শাহাদাত লাভের জন্য তার অন্তর থাকে সদা ব্যাকুল। তার চোখের সামনে সব সময় ভাসতে থাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুবারক এ এই হাদিসটি–

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ : يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

'আল্লাহ তাআলার কাছে শহিদের ছয়টি পুরস্কার রয়েছে। (১) তার প্রথম রক্তফোঁটা পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করা হয়। এবং সে তার জান্নাতের বাসস্থান দেখতে পায়। (২) তাকে কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। (৩) কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা থেকে সে নিরাপদ থাকবে। (৪) তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে, যার একটি ইয়াকুত—দুনিয়া ও দুনিয়ার

www.QuranerAlo.net

মাঝে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম। (৫) তার সাথে বাহাত্তর জন হুরে-ইনের বিয়ে দেওয়া হবে। (৬) সে তার নিকটাত্মীয়দের থেকে সত্তর জনের ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবে।'[৮০]

যদি এই পথ তার জন্য সহজ না হয়। শহিদ হবার কোনো পথ ও পদ্ধতি সে খুঁজে না পায়। তবে সে আল্লাহ তাআলার কাছে শাহাদাত লাভের কামনা করতে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ سأَلَ اللهَ تَعَالَى الشَّهَادةَ بِصِدْقٍ بلَّغهُ اللهُ منَازِلَ الشُّهَداءِ وإنْ مَاتَ على فِراشِهِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে সত্য মনে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে শহিদের মর্যাদা দান করেন; যদিও সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।'[৮১]

১১৩. প্রতিটি মৌসুমে মানুষদের কল্যাণের কাজে আহ্বান :

কল্যাণের নিদর্শনগুলোতে তার একটি অংশ থাকে। সে কল্যাণকর কাজগুলোর দিকে মানুষদের পথ-নির্দেশ করে। দাওয়াহ ও সাহায্যের দিকগুলো তুলে ধরে। শীত এলে শীতের বস্ত্র দানের ব্যাপারে মানুষদের সে উদ্বুদ্ধ করে। গরমের মৌসুমে যদি তীব্র গরম চলে আসে, তবে সে মানুষের আরামের জন্য শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণকারী জিনিস স্থাপন ও মুসলিমদের পানি পানের জন্য পানির টাংকির ব্যবস্থা করে। আর যখন রমজান আসে, তখন নিজের হাতে সে রোজাদারদের নিকট ইফতার বিতরণের ব্যবস্থা করে; যাতে নিজের ইচ্ছেমতো সে তা পেশ করতে পারে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই আমলগুলোর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে নেকি অর্জন করা।

---

৮০. সুনানে তিরমিজি : ১৬৬৩, মুসনাদে আহমাদ : ১৭১৮২, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৭৯৯
৮১. সহিহ মুসলিম : ১৯০৯

www.QuranerAlo.net

১১৪. মুসলিম ভাইদের প্রয়োজন পূরণে ভূমিকা রাখা :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন.

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَتَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلأَ اللهُ قَلْبَهُ أَمْناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ، أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُولُ فِيْهِ الأَقْدَامُ

'আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় সে ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারকারী। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো, এমন আমল—যার মাধ্যমে তুমি কোনো মুসলমানের অন্তরে খুশি প্রবেশ করাবে বা তার কোনো বিপদ দূর করবে, অথবা তার কোনো ঋণ পরিশোধ করে দেবে, কিংবা কারও ক্ষুধা নিবারণ করবে। আর কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সাথে যাওয়া আমার কাছে এই মসজিদে (মদিনার মসজিদে) একমাস ইতিকাফের চেয়ে অধিক প্রিয়। যে তার রাগ দমন করে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। যদি কেউ নিজের রাগের প্রতিফলন ঘটাতে চাইত, তবে সে পারত। এরকম যে ব্যক্তি তার রাগ প্রশমিত করে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে কিয়ামতের দিন নিশ্চিন্ততায় ভরে দেবেন। যে তার কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সাথে গিয়ে সে প্রয়োজন পূরণ করে দেয়। কিয়ামতের দিন—যেদিন অনেকের পা স্খলিত হবে—আল্লাহ তাআলা তার পদযুগল পুলসিরাতের ওপর অটল রাখবেন।'[৮২]

---

৮২. ইবনে আবিদ দুনিয়া, কাজাউল হাওয়াইজ : ৩৬

www.QuranerAlo.net

আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত, যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কোনো ভিক্ষুক আসত বা কেউ কোনো প্রয়োজনের কথা জানাত, তখন তিনি বলতেন,

اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ

'তোমরা সুপারিশ করো, প্রতিদান পাবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের মুখে যা ইচ্ছে করেন পূরণ করবেন।'[৮৩]

শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দি রহ. বলেন, 'এই হাদিসটি বিরাট একটি নীতি ও বিশাল এক ফায়দাকে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। আর তা হলো, বান্দা কল্যাণকর বিষয়গুলো অর্জন করার চেষ্টা করবে। চাই তার উদ্দেশ্য বা ফলাফল পূর্ণ হোক বা না হোক, অথবা কিছু অর্জিত হোক বা একেবারেই কিছু অর্জিত না হোক। যেমন : বাদশা বা উপরস্থ কোনো ব্যক্তি কিংবা যার সাথে প্রয়োজন পূরণ সীমাবদ্ধ আছে, তার কাছে প্রয়োজনীয় ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা। অনেক মানুষ আছেন, যারা সুপারিশ গৃহীত হবে না বলে চেষ্টা থেকে বিরত থাকে। ফলে আল্লাহ তাআলার কাছে তার অনেক প্রতিদান ছুটে যায় এবং তার মুসলিম ভাইয়ের কাছে তার সততাও ছুটে যায়। তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথিদের প্রয়োজনীয় ব্যক্তির সুপারিশের জন্য আদেশ করেছেন। যাতে করে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাড়াতাড়ি তার প্রতিদানটা নিশ্চিত হয়। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا (তোমরা সুপারিশ করো, প্রতিদান পাবে।)। সুপারিশ এমন একটি নেক কাজ, যা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয়। এবং এটি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا

'যে লোক সৎকাজের জন্য কোনো সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে।'[৮৪]

---

৮৩. সহিহ বুখারি : ১৪৩২, সহিহ মুসলিম : ২৬২৭
৮৪. সুরা নিসা : ৮৫

www.QuranerAlo.net

তার প্রতিদান চাওয়ার সাথে সাথে সে তার ভাইয়ের প্রতি ইহসান ও তার প্রতি সদাচরণ করার ক্ষেত্রে দ্রুততর পন্থা অবলম্বন করে। এতে ওই ভাইয়ের জন্য সে একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

আমাকে আমাদের এক ছাত্র ভাই বলেন, 'সে আব্দুর রহমান আদ-দুসরি রহ.-এর কাছে চাশতের সময় গিয়েছিলেন এবং একটি প্রতিষ্ঠানে তার কিছু প্রয়োজনের কথা বললেন। তখন শাইখ মাথা নাড়িয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। ভাইটি বলেন, কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে এলেন এবং তার হাত-পায়ে অজুর চিহ্ন ছিল। তিনি চলো বলে হাঁটতে শুরু করলেন। উনি বলেন, "আমি হয়রান হয়ে যাচ্ছিলাম এবং বললাম, হে শাইখ, আপনি শুধু একটি কাগজে অমুকের বরাবর কিছু কথা লিখে দেওয়াই যথেষ্ট। তিনি আপনাকে চিনেন।" তিনি বললেন, "না, তুমি চলো!" এবং যাবার ব্যাপারে শাইখ অনড় রইলেন। অবশেষে আমার প্রয়োজনটি পূর্ণ হয়ে গেল এবং আমার বিষয়টিও অনেক সহজ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিন। এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে তার বাসস্থান বানিয়ে দিন।'

১১৫. মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ও তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা :

কল্যাণপ্রত্যাশী বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করে। মৃতদের গোসল করায়। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللهُ مِنْ سُنْدُسِ وإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ، أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'যে কোনো মৃতকে গোসল করিয়ে তা গোপন রাখে, আল্লাহ তাআলা চল্লিশ বার তার গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর যে কোনো মৃতকে কাফন পরিধান করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের রেশমি কাপড় পরিধান করাবেন। আর যে মৃত ব্যক্তির

www.QuranerAlo.net

জন্য কবর খুঁড়বে এবং মৃত ব্যক্তিকে তাতে শায়িত করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত এমন প্রতিদান দেবেন, যেমনটা কাউকে আশ্রয়স্থল তৈরি করে দেওয়ার কারণে দেওয়া হয়।'[৮৫]

১১৬. প্রতিবেশীদের ফজরের নামাজের জন্য জাগিয়ে তোলা :

সে তার প্রতিবেশীদের ফজরের নামাজের জন্য জাগিয়ে তোলে। তাদের জন্য এটি বিরাট একটি খিদমত যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যে তাদের সাহায্য করবে। সর্বপ্রথম প্রতিবেশী থেকে এটিই কামনা করা হয়। সুতরাং সে তাদের বলে রাখে যে, আমি তোমাদের জাগিয়ে দেবো এবং তোমাদের দরজায় বেল বাজাব অথবা মোবাইলে কল দেবো। আর এতে তাদের অলসতা কেটে যায়।

১১৭. দ্বীনের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া :

সে নিস্তব্দ হৃদয়, দ্বীনের অপমান, দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং তার প্রতিরক্ষা ও আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান বাস্তবায়নে সাহায্য না করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় কামনা করে। কিছু লোক আছে, যাদের নিকট দেশ রক্ষা দ্বীন রক্ষার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যই তারা তাদের দেশের কোনো অপমান হলে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা ও তার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা হলে, তাদের কোনো নড়াচড়া দেখা যায় না! নাউজুবিল্লাহ।

আবুল ওয়াফা বিন আকিল বলেন, 'যদি তুমি কোনো যুগের মানুষের মনে ইসলামের অবস্থানটা জানতে চাও। তবে জামে মসজিদের ফটকে ও হজের সময় তাদের ভিড়ের প্রতি লক্ষ করো না। বরং শরিয়তের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের পদক্ষেপগুলো দেখো। এটিই প্রমাণ করবে যে, তার হৃদয় থেকে দ্বীনের ভালোবাসা মিটে গেছে।'

---

৮৫. মুসতাদরাকে হাকিম : ১৩০৭

www.QuranerAlo.net

১১৮. পরস্পরের সম্প্রীতি অটুট রাখতে সচেষ্ট থাকা :

সে তার প্রতিবেশীদের ভালোবাসে। প্রতিবেশী থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। বরং তাদের সাথে সদাচরণ করে। তাদের ভালো জিনিসগুলো উল্লেখ করে, তাদের উপকারী বই-পুস্তক, অডিও-ভিডিও উপহার দেয়। তাদের জন্য খাবার হাদিয়া পাঠায়। তাদের যেন বিরক্তি না আসে—এমনভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করে। বরং সে হচ্ছে প্রভাতের স্বচ্ছ হাওয়ার ন্যায়, যা পরিবেশকে জাগিয়ে তোলে। এরপর অদৃশ্য হয়ে যায়, যাতে এর চেয়েও সুন্দর অবস্থায় আবার ফিরে আসতে পারে।

১১৯. আখিরাতের বিলাসিতার জন্য দুনিয়ার বিলাসিতা পরিহার করা :

সে হাসান রহ.-এর এই কথার ওপর আমল করে এবং নিজের নফসের সাথে মুজাহাদা শুরু করে। 'আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে নিজের জন্য শুধু আখিরাতের বিলাসিতাকেই গ্রহণ করেছে—আল্লাহ তাআলার রহমতের আশায় সে শুকনো খাবার গ্রহণ করে, পুরাতন বস্ত্র পরিধান করে, বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগি করে, নিজের ভুলের জন্য ক্রন্দন করে এবং আজাব থেকে পলায়ন করে। আর এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু চলে আসে।'

১২০. আল্লাহর ভয়ে নির্জনে অশ্রু প্রবাহিত করা :

চোখের অশ্রু অনেক মূল্যবান। যদি তা একজন মুমিন থেকে নির্জনে প্রকাশ পায়, তবে তা আরও বেশি মূল্যবান। যদি সে নিজের গুনাহ, সীমালঙ্ঘন, পরকাল, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান দিবসের কথা ভাবে, তবে তার গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বলেন, 'আমি ইয়াজিদ বিন মারসাদকে বললাম, আমি কেন আপনার চক্ষুদ্বয় শুকাতে দেখছি না?' তিনি বললেন, 'তাতে আপনার সমস্যা কোথায়?' আমি বললাম, 'হয়তো আল্লাহ তাআলা আমাকে এর মাধ্যমে উপকৃত করবেন।' তখন তিনি বললেন, 'হে ভাই, আল্লাহ তাআলা ভীতিপ্রদর্শন করেছেন যে,

www.QuranerAlo.net

যদি আমি তার নাফরমানি করি, তবে তিনি আমাকে জাহান্নামের আগুনে বন্দী করবেন। আল্লাহর কসম! যদি তিনি শৌচাগারে বন্দী করে রাখার ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন করতেন, তবে আমি স্বাধীন হতাম এ ব্যাপারে যে, আমার চোখ হতে অশ্রু ঝরবে নাকি তা শুকনো থাকবে।' আমি বললাম, 'বিষয়টি এমনই।

আপনি নির্জনে থাকেন?' তিনি বললেন, 'তোমার অসুবিধা কোথায়?' আমি বললাম, 'হয়তো আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! বিষয়টি হলো, যখন আমি পরিবারের নিকট থাকি, তখন তা আমার মাঝে ও আমার ইচ্ছার মাঝে আবরণ হয়ে যায়।' যখন আমার সামনে খাবার রাখা হয়, তা আমার মাঝে ও খাবারের মাঝে আবরণ হয়ে যায়। অবশেষে আমার স্ত্রী ও শিশুরাও ক্রন্দন শুরু করে। তারা জানে কোন জিনিস আমাকে কাঁদাচ্ছে।'

১২১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান :

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾

'তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত, যাদের মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। আর আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান রাখবে।'[৮৬]

তাই কল্যাণপ্রত্যাশী সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে। নিজ গৃহে, কর্মস্থলে, রোডে, মসজিদে, যেখানে সে যায় এমন সব জায়গায় এ বিষয়টি তার আমলের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। সে এই ওয়াজিবের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের বাস্তব জীবনে

৮৬. সুরা আলে ইমরান : ১১০

www.QuranerAlo.net

এটি বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহিত করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো মন্দ কাজ দেখে, সে যেন নিজ হাতে তা পরিবর্তন করে দেয়। যদি এতে সক্ষম না হয়, তবে মুখ দিয়ে তা পরিবর্তন করবে। যদি তাও না পারে, তবে অন্তর দিয়ে পরিবর্তনের পরিকল্পনা করবে—আর এটি হলো দুর্বলতম ইমান।'[৮৭]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'যার হৃদয়ে কুফর, হারাম, ফিসক ও অবাধ্যতাড়যেগুলোর প্রতি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল বিদ্বেষ পোষণ করতেন, সেগুলোর ব্যাপারে বিদ্বেষ না থাকে, তবে তার হৃদয়ে আল্লাহ তাআলা যে ইমান আবশ্যক করেছেন সে ইমান নেই। আর যদি কোনো হারাম বিষয়ের প্রতি ঘৃণা না থাকে, তবে তার মাঝে কোনো ইমানই নেই।'

১২২. কৃত আমলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হওয়া :

সে নিজের আমল নিয়ে গর্ব করে না। আত্মগরিমা তার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। সে আল্লাহ তাআলার জন্য কৃত আমল খুবই কম দেখে। ইবনে আওন বলেন, 'বেশি ইবাদতের ওপর ভরসা করো না। কেননা, তুমি জানো না যে, তোমার পক্ষ থেকে কবুল করা হয়েছে কি হয়নি। নিজের গুনাহের ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে যেয়ো না। কেননা, তুমি জানো না যে, তা মাফ করা হয়েছে কি হয়নি। তোমার পুরো আমলই তোমার নিকট অদৃশ্য।

৮৭. সহিহ মুসলিম : ৪৯

www.QuranerAlo.net

১২৩. আল্লাহর ক্ষমার দিকে অগ্রসর হওয়া :

খুব দ্রুত সে তাওবা করে নেয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই হাদিস শুনে সে আনন্দিত হয়।

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً

'আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করবে, তার জন্য তার দশগুণ বা তার চেয়ে বেশি আমি বাড়িয়ে দেবো। আর যে মন্দকাজ করবে, তাকে সে পরিমাণই প্রতিদান দেওয়া হবে অথবা আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। যে এক বিঘত পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হয়, আমি এক হাত পরিমাণ তার নিকটবর্তী হই। আর যে এক হাত পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হয়, আমি দু'হাত পরিমাণ তার নিকটবর্তী হই। আর যে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। যে আমার সাথে পৃথিবী-পরিমাণ গুনাহ নিয়ে সাক্ষাৎ করে এবং সে শিরক না করে থাকে; তবে আমি সে পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করি।'[৮৮]

১২৪. বেশি বেশি ইসতিগফার পড়া :

সে তার আমলনামায় ধারাবাহিকভাবে ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার কল্যাণ সঞ্চয় করতে থাকে। সাওয়াব অর্জন একেবারেই সহজ। সে জিহ্বা নাড়িয়ে, বিনা কষ্টে ইসতিগফারের মাধ্যমে সহজেই সাওয়াব অর্জন করতে পারে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

৮৮. সহিহ মুসলিম : ২৬৮৭

www.QuranerAlo.net

مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيفَتُهُ فَلْيُكْثِرْ فِيهَا مِنَ الِاسْتِغْفَارِ

'যে ভালোবাসে যে, তার আমলনামা তাকে আনন্দিত করুক, সে যেন বেশি বেশি ইসতিগফার করে।'[৮৯]

১২৫. দরিদ্র ও মিসকিনদের সঙ্গ দেওয়া :

মিসকিনদের সে নিজের কাছে টেনে আনে। এটি একনিষ্ঠতা ও কোমল হৃদয়ের পরিচায়ক। হাসান বিন আলি রা. ভিক্ষুকদের কাছ দিয়ে গমন করতেন আর তাদের হাতে থাকত ভাঙা পাত্র। তখন তারা বলত, 'হে রাসুলের নাতি, আমাদের সাথে খেতে আসুন।' তখন তিনি নেমে আসতেন এবং রাস্তায় বসে তাদের সাথে আহার করতেন। তারপর উঠে গিয়ে বলতেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অহংকারীদের ভালোবাসেন না।'

১২৬. দান-সদাকা করা ও নিজে অভুক্ত থেকে অন্যকে আহার করানো :

সদাকা বা দানের প্রভাব হৃদয়ে পড়ে। তাই যখনই সে সুযোগ পায় সদাকা করে। কোনো ফকির-মিসকিন অথবা অভাবগ্রস্তকে দেখলে, সে তাকে সাধ্যমতো দান করে।

আবুল হুসাইন আন-নুরি বিশ বছর যাবৎ বাড়ি থেকে দুটি রুটি নিয়ে বাজারের দিকে রওয়ানা করতেন। অতঃপর তা সদাকা করে দিতেন এবং মসজিদে প্রবেশ করতেন। তারপর বাজারের সময় আসা পর্যন্ত রুকু-সিজদায় রত থাকতেন। যখন সময় হয়ে যেত, তখন বাজারে চলে যেতেন। সেখানের লোকজন ভাবত, বাড়ি থেকে খানা খেয়ে এসেছেন। আর বাড়ির মানুষ ভাবতেন যে, তিনি তো সাথে করে রুটি নিয়েই গেছেন। অথচ, তিনি রোজা রাখতেন।

---

৮৯. বাইহাকি রহ. কৃত শুআবুল ইমান : ৬৩৯

www.QuranerAlo.net

১২৭. নিজের সর্বোত্তম সম্পদ দান করা :

সে নিজের সর্বোত্তম সম্পদ দান করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾

'তোমরা কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তা জানেন।'[৯০]

সে আবু বকর রা. কর্তৃক এই দ্বীনের জন্য নিজের সব সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার কথা স্মরণ করে।

যখনই সুযোগ হয়, সে নতুন একটি পোশাক গ্রহণ করে এবং তা কোনো বস্ত্রহীন ব্যক্তির গায়ে জড়িয়ে দেয়। এবং সে যে খাদ্য গ্রহণ করে, তা কোনো ফকিরকে দিয়ে দেয়।

ওয়াইস করনির ব্যাপারে বর্ণিত, যখন সন্ধ্যা উপনীত হতো, তখন বাড়ির অতিরিক্ত খাদ্য ও পানীয় তিনি দান করে দিতেন। অতঃপর বলতেন, 'হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তার কারণে আমাকে পাকড়াও করো না। আর যে বস্ত্রহীন মারা গেছে, তার কারণে আমাকে পাকড়াও করো না।'

তিনি তার দুআয় বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ওজর পেশ করছি, প্রত্যেক ক্ষুধার্ত অন্তর ও বস্ত্রহীন দেহের ব্যাপারে। কারণ, আমার বাড়িতে পেটের খাদ্য ব্যতীত কোনো খাদ্য নেই এবং আমার গায়ে যা আছে, তা ব্যতীত আমার আর কিছু নেই।'

---

৯০. সুরা আলে ইমরান : ৯২

www.QuranerAlo.net

১২৮. হৃদয়ের স্বচ্ছতা :

শরিয়ত চায়, আমাদের হৃদয় হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা মুক্ত থাকুক। সুফইয়ান বিন দিনার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আবুল বাশারকে বললাম, আমাদের পূর্ববর্তীরা করেছেন এমন কিছু আমলের কথা বলুন।' তিনি বললেন, 'তারা সহজ সহজ আমল করতেন এবং প্রতিদান পেতেন বেশি।' আমি বললাম, 'এটা কীভাবে হতো।' তিনি বললেন, 'তাদের হৃদয়ের স্বচ্ছতার কারণে।'

১২৯. জান্নাতে নবিজির সাথি হবার আকাঙ্ক্ষা :

সে উঁচু মনোবলের অধিকারী। জান্নাতে সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথিদের মাঝে শ্রেষ্ঠ একজন সাথি হবার আশা রাখে। রবিয়াহ বিন কা'ব আল-আসলামি রা.-এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন,

أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ : أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ, قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ. قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

'আমি জান্নাতে আপনার সাথি হতে চাই।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'নাকি তুমি অন্য কিছু চাও।' তিনি বললেন, 'আমি এটাই চাই।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তবে তুমি বেশি বেশি সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো।'[৯১]

১৩০. কাফিরদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করা :

সে কাফিরদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ থেকে সর্তক থাকে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে ইহুদিদের কথা স্মরণে রাখে। ইহুদিরা

৯১. সহিহ মুসলিম : ৪৮৯

www.QuranerAlo.net

বলেছিল, 'এই লোক আমাদের যে বিষয়ই পরিত্যাগ করতে বলবে, আমরা তার বিরোধিতা করব।'[৯২]

সে সর্বদা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই হাদিসকে স্মরণ রাখে–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৯৩]

সে সর্বদা মুখে আল্লাহ তাআলার এব বাণী আওড়াতে থাকে–

﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾

'আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো বন্ধু নেই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না।'[৯৪]

এবং আল্লাহ তাআলার এই বাণী স্মরণ রাখে–

﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾

'সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব। যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফিরদের নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।'[৯৫]

---

৯২. সহিহ মুসলিম
৯৩. সুনানে আবু দাউদ : ৪০৩১, মুসনাদে আহমাদ : ৫১১৪
৯৪. সুরা হুদ : ১১৩
৯৫. সুরা নিসা : ১৩৮-১৩৯

www.QuranerAlo.net

শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দি রহ. বলেন,

'এই আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন ও মুমিনদের বন্ধুত্ব পরিত্যাগের ব্যাপারে কঠিন ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে এটা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। আর মুমিনদের মহব্বত ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ইমানের দাবি। আর কাফিরদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ রাখাও ইমানের দাবি।'

১৩১. দান-সদাকার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ :

সে দানের মাধ্যমে নিজের ও সন্তানদের চিকিৎসা করে। যখনই কোনো রোগ-বালা দেখা দেয়, তখন সে তার দানকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقة

'সদাকা প্রদানের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের অসুস্থদের চিকিৎসা গ্রহণ করো।'[৯৬]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে এক ব্যক্তি বলল, সাত বছর থেকে আমার হাঁটুতে একটি ক্ষত আছে। আমি বিভিন্ন চিকিৎসা করেছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করেছি তাতেও কাজ হয়নি। এখন আমি কী করব?

ইবনুল মুবারক বললেন, 'তুমি গিয়ে দেখো যে, কোথায় মানুষের পানি প্রয়োজন। তাদের জন্য একটি কূপ খনন করে দাও। কারণ, আমি আশা করি, আল্লাহ তাআলার তোমাকে রক্ষা করবেন।' ফলে লোকটি তাই করল এবং সুস্থ হয়ে গেল।

---

৯৬. সহিহ আল জামি' : ৩৩৫৮

www.QuranerAlo.net

১৩২. নিজেকে উত্তম সংশ্রবে গড়ে তোলা :

সে নিজেকে উত্তম সংশ্রবে গড়ে তোলে। কেননা, একজন মুমিনের জন্য চরিত্রহীন লোকদের সাথি হওয়া উচিত নয়। চরিত্রহীনরা একজন মুমিনের সঙ্গী-সাথি হবার উপযুক্ত নয়। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া তার সাজে না। বরং তার পদক্ষেপ, তার চলাফেরা, তার পরিকল্পনা হয় দৃঢ়। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন,

وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا،وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم

'তোমরা নিজেদের এমনভাবে মানিয়ে নাও যে, যদি মানুষ ভালো আচরণ করে, তবে তোমরাও তা করবে এবং যদি তারা মন্দ আচরণ করে, তবে তা পরিহার করে চলবে।'

১৩৩. মেহমানের জন্য উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা :

সে মুমিন মেহমানদের নিয়ে আনন্দিত হয়। তাদের জন্য উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে। কেননা, মেহমানদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা নবিদের সুন্নাত। আল্লাহর নবির হাদিসের ওপর আমল করে সে নিজের খাবার শুধু মুত্তাকিদের খাওয়ায়। সে মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা এ যুগের মানুষকে অনেক সম্মান দান করেছেন এবং তাদের অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং এ যুগে তাদের তেমন খাদ্যের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ যুগে মেহমানরা এটারই প্রয়োজন অনুভব করে যে, পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে সন্তুষ্ট হবে, হাসিমুখে কথা বলবে।

১৩৪. অপর মুসলিমের সাথে মুসাফাহা করা :

সে তার ভাইদের সাথে মুসাফাহার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে। যাতে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

www.QuranerAlo.net

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَحْضُرَ دُعَاءَهُمَا، وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا

'যে কোনো দুজন মুসলমান সাক্ষাৎ করে একজন আরেকজনের হাত ধরে (মুসাফাহা করে)। তবে আল্লাহ তাআলার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়, তাদের দুআ কবুল করা এবং তাদের হাত পৃথক হওয়ার আগেই তাদের ক্ষমা করে দেওয়া।'[৯৭]

১৩৫. সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান ও জুমার জন্য তাড়াতাড়ি মসজিদে গমন :

জুমার রাতে সে রাত জাগার অভ্যাস রাখে না। বরং তার রুটিন এমনভাবেই সাজিয়ে নেয়; যাতে ভোরে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে পারে। সেদিন নিজেকে ইবাদতের জন্য অবসর রাখতে পারে। যখন সে ফজরের নামাজ পড়ে, তখন সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে যে প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছেন, সে তার আশা রাখে।

مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ»، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ»

'যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থেকে আল্লাহ তাআলার জিকির করে। অতঃপর দু'রাকাত নামাজ আদায় করে। তার জন্য একটি হজ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ» অর্থাৎ পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (তাকে হজ ও উমরার পূর্ণ সাওয়াব দেওয়া হবে)'[৯৮]

---

৯৭. মুসনাদে আহমাদ : ১২৪৫১
৯৮. সুনানে তিরমিজি : ৫৮৬

www.QuranerAlo.net

অতঃপর যথাসম্ভব সে তাড়াতাড়ি জুমার জন্য চলে যায়।

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

'যে জুমার দিন ভালোভাবে গোসল করে। তারপর সকাল সকাল আরোহণ না করে পায়ে হেঁটে মসজিদে গমন করে। ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনে এবং অনর্থক কোনো বিষয় থেকে বিরত থাকে। তার প্রতিটি পদক্ষেপে এক বছরের আমল লেখা হয় এবং এক বছরের রোজা ও নামাজের প্রতিদান দেওয়া হয়।'[৯৯]

১৩৬. দুনিয়ার চলাফেরায় সব জায়গায় আখিরাতের স্মরণ রাখা :

দুনিয়ার চলাফেরায় সব জায়গায় সে আখিরাতের কথা স্মরণ রাখে। যদি সে মানুষের ভিড় দেখে তবে হাশরের ময়দানের কথা স্মরণ করে। যদি কোনো সেতু বা পুলে আরোহণ করে, তবে পুলসিরাতের কথা স্মরণ করে।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

'মুমিনের চিন্তা আখিরাতের সাথে যুক্ত থাকে। এবং দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসই তাকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুই তাকে আখিরাতের ব্যাপারে তাড়া করে। তুমি কি দেখো না যে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টি থাকে বিল্ডিংয়ের প্রতি, তার বানানোর কারিগরির প্রতি। আর কাপড় ব্যবসায়ীর দৃষ্টি থাকে কাপড় ও তার দামের প্রতি। কাঠমিস্ত্রির দৃষ্টি থাকে ছাদ ও বেড়ার প্রতি। তাঁতির দৃষ্টি থাকে কাপড় বোনার প্রতি। আর মুমিন যখন অন্ধকার দেখে, তখন কবরের অন্ধকারের কথা স্মরণ করে। যখন কোনো কষ্ট দেখে, তখন কবরের কষ্টের কথা স্মরণ করে। ভয়ংকর কোনো আওয়াজ শুনলে শিঙায় ফুৎকারের কথা স্মরণ করে।

---

৯৯. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১০৮৭

www.QuranerAlo.net

মানুষদের ঘুমন্ত দেখলে কবরবাসীদের কথা স্মরণ করে। যদি মজাদার কিছু দেখে, তবে স্মরণ করে জান্নাতের কথা। সুতরাং সে যেখানেই থাকুক তার চিন্তা থাকে আখিরাত নিয়ে। আর এটিই হয় তার ব্যস্ততার কেন্দ্রবিন্দু।'

১৩৭. নেক আমল করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা :

সে কোনো ধরনের বিরক্তি ও ক্লান্তি ব্যতীতই সকল নেক আমল করে। সে জানে না, তার আমল আল্লাহ তাআলার কাছে গৃহীত হলো কি না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ

'একলোক দেখলো, একটি কুকুর পিপাসায় কাদামাটি চাটছে। তাই সে তার মোজাটা হাতে নিল। এবং এর মাধ্যমে কুকুরটির জন্য পানি উঠিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করল। অতঃপর সে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।'[১০০]

১৩৮. নিজে হজ করা ও অপরকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা :

হজ ইসলামের একটি রুকন। এসব অঞ্চলে অনেকেই আছেন, যারা অনেক বয়স্ক হয়ে গেছেন, কিন্তু হজ করেননি এখনো। কেউ বিশ বছর, ত্রিশ বছর, চল্লিশ বছরও পার করে দিয়েছে; কিন্তু হজ ফরজ হওয়ার পর এখনো হজ করেনি।

আব্দুর রহমান বিন সাবিত থেকে বর্ণিত,

مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ

---

১০০. সহিহ বুখারি : ১৭৩

www.QuranerAlo.net

تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

'যে ব্যক্তি মারা গেল, কিন্তু ইসলামের হজ আদায় করেনি। অথচ, কোনো রোগ বা জালিম বাদশা অথবা সুস্পষ্ট কোনো প্রয়োজনও তার পথে বাধা হয়নি। তবে সে যেকোনো অবস্থায় মরুক—ইহুদি বা খ্রিষ্টান হয়ে।'

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, 'আমার ইচ্ছা হয় যে, এই শহরগুলোতে কিছু লোক প্রেরণ করি। যারা গিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে, কারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ করেনি। অতঃপর তাদের ওপর কর আরোপ করি। তারা মুসলিম নয়, তারা মুসলিম নয়।'

এ জন্যই কল্যাণপ্রত্যাশী যার ব্যাপারে জানতে পারেন যে, সে হজের ফরজ আদায় করেনি। তার কাছে ছুটে যান। হজ আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেন। তার বিষয়গুলো সহজ করে দেন। হজে যেতে তার যে সমস্যা, সেগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যদিও তাদের সাথে সফর করতে হয়, তবুও তাদের সাথে গিয়ে তাদের হজ করিয়ে আনেন, তাদের জন্য বিষয়টা সহজ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। যাতে তাদের হজ পালন সহজ হয়ে যায় এবং ইসলামের পঞ্চম রুকনের ফরজিয়াত তাদের আদায় হয়ে যায়।

১৩৯. আদর্শ ব্যক্তিত্ব অর্জন :

আদর্শ ব্যক্তিত্ব একটি বিরল বিষয়। একটি হারিয়ে যাওয়া গুণ। খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এমন আছেন। কেননা, আদর্শবান ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার শত্রুদের ওপর সকল দিক দিয়ে কঠোর হন। আর এ কারণেই কেউ যখন আল্লাহ তাআলার রাস্তায় স্বর্ণ দান করতে চাইতেন, উমর রা. তখন বলতেন, 'কিন্তু আমি আবু উবাইদা, মুআজ বিন জাবাল ও আবু হুজাইফার গোলাম সালিমের মতো কোনো ব্যক্তিত্ব চাচ্ছি। যাদের মাধ্যমে আমি আল্লাহ তাআলার কালিমা বুলন্দের ব্যাপারে তাঁর কাছে সাহায্য চাইব।'

www.QuranerAlo.net

১৪০. অধিক সন্তান লাভের ইচ্ছা রাখা এবং তাদের ইলম শিক্ষা দেওয়া :

মিডিয়া মুসলিমদের বংশ সীমাবদ্ধ করতে ও তাদের সংখ্যা সীমিত রাখতে এমন এক যুদ্ধ শুরু করেছে যে, এতে তারা কোনো প্রকার ছাড় দেয় না। কিন্তু কল্যাণপ্রত্যাশী মিডিয়ার ওপর নির্ভর করে না। বরং আল্লাহ তাআলা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাই তার ভিত্তি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ

'তোমরা অধিক সন্তান প্রসবে সক্ষম সোহাগিনী মেয়েদের বিয়ে করো। কেননা, কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব।'[১০১]

যখন সে সন্তানদের দৃঢ়তার সাথে উত্তম তরবিয়াতের ওপর গড়ে তোলে। তখন সে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কারণে আনন্দিত হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ، أَنَّى لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জান্নাতে নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। তখন সে বলবে, হে আমার রব, আমি এই মর্যাদা কীভাবে পেলাম? আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইসতিগফারের কারণে।'[১০২]

সে বিশাল প্রতিদান নিয়ে চিন্তা করে, যা অর্জন করা আবশ্যক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

---

১০১. সুনানে নাসায়ি : ৩২২৭
১০২. মুসনাদে আহমাদ : ১০৬১১

www.QuranerAlo.net

'যে মেয়েদের মাধ্যমে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, অতঃপর তাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়। এতে তারা তার জন্য জাহান্নামের মাঝে একটি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়।'[১০৩]

তাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়ার ধরন হলো, তাদের আহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা। এর আগে তাদের ইসলামি শরিয়ার ইলম শিক্ষা দেওয়া এবং অনিষ্টকর স্থান থেকে দূরে রাখা।

১৪১. সন্তানদের জান্নাতের নিয়ামত লাভের আমল শেখানো :

সে তার সন্তানদের জান্নাতের নিয়ামতের কথা বলে। সে তাদের বলে, আমার প্রিয় সন্তানরা, তোমরা কি জান্নাতে একটি বৃক্ষ চাও; যার জন্য আমাদের কোদাল বা কুঠারের প্রয়োজন পড়বে না (অর্থাৎ কখনো তা কাটতে হবে না)? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি বলবে, سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ তার জন্য জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হবে।'[১০৪]

অতঃপর সব সময় সে তাদের এই বৃক্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা তারা জান্নাতে রোপণ করেছে। তখন তাদের মন তা দেখতে আগ্রহী হয় এবং এর জন্য চেষ্টা করে।

১৪২. নিয়মিত বারো রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার নামাজ পড়া :

সুন্নাত নামাজগুলোর সাওয়াব বেশি হওয়া সত্ত্বেও খুব কম লোকই এগুলোর প্রতি যত্নবান হয়। যে ব্যক্তি জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করতে চায়, সে সুন্নাত নামাজগুলো সব সময় পড়ে এবং এর ব্যাপারে যত্নবান হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

১০৩. সহিহ মুসলিম : ২৬২৯
১০৪. সুনানে তিরমিজি : ৩৪৬৫

www.QuranerAlo.net

مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

'যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বারো রাকাত সুন্নাত আদায়ের ওপর অটল থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। চার রাকাত জোহরের আগে, দু'রাকাত জোহরের পর, মাগরিবের পর দু'রাকাত, ইশার পর দু' রাকাত ও ফজরের আগে দু'রাকাত।'[১০৫]

অপর এক বর্ণনায় আছে,

إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

'আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। অথবা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।'[১০৬]

১৪৩. দুনিয়াতে মুসাফিরের ন্যায় অবস্থান করা :

যখনই নফস তাকে দুনিয়ার কোনো বিষয়ের প্রতি প্ররোচিত করে, তখন সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই হাদিসের কথা স্মরণ করে–

مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ ظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

'এই দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো, এমন এক আরোহীর ন্যায়, যে প্রচণ্ড গরমের সময় একটি গাছের ছায়ায় ঈষৎ বিশ্রাম নিল, তারপর সেখান থেকে চলে গেল।'[১০৭]

---

১০৫. সুনানে নাসায়ি : ১৭৯৪
১০৬. সহিহ মুসলিম : ৭২৮
১০৭. মুসনাদে আহমাদ: ৩৭০৯

www.QuranerAlo.net

তাই, কল্যাণপ্রত্যাশী দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কাজ করে এবং বিশুদ্ধ নিয়তের সাথে জীবিকা উপার্জনে আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করে।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ বলেন,

'আমি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তে আদেশ করছি না, বরং আমি গুনাহ ছাড়তে আদেশ করছি। দুনিয়া পরিত্যাগ করা ফজিলতপূর্ণ কাজ, কিন্তু গুনাহ পরিত্যাগ করা ফরজ। আর তোমরা ফজিলতপূর্ণ ও উত্তম বিষয়গুলো বাস্তবায়নের চেয়ে ফরজ বাস্তবায়নের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী।'

১৪৪. মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা :

সে মুমিন নর-নারীদের ভালোবেসে তাদের জন্য অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা ও দুআ করে। সে এর জন্য প্রতিদানের আশা রাখে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً

'যে ব্যক্তি মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর বিনিময়ে তাকে একটি নেকি দান করবেন।'[১০৮] মুমিন নারী ও পুরুষের সংখ্যা কত? তার প্রতিদানও এমন পরিমাণই হবে।

১৪৫. কবর ও এর পরবর্তী ভয়াবহ অবস্থার কথা স্মরণ করা :

সে কবর ও তার অন্ধকার, হিসাব-নিকাশ ও তার পেরেশানির কথা স্মরণ করে। তাই, সব সময় সে জপতে থাকে, «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» 'আমি আল্লাহর কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' সে বর্তমান ও শেষ পরিণতি নিয়ে চিন্তা করে; আর কবরের ভয়াবহ অবস্থা,

---

১০৮. মুসনাদে শামিয়িন-তাবারানি : ৩/২৩৪

www.QuranerAlo.net

পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, শাস্তি, জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে প্রত্যাবর্তন তাকে অশ্রুসিক্ত করে রাখে। সে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করে, যেন তার এই ভয়াবহ অবস্থাগুলো সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার দয়া ও কৃপায় তা থেকে যেন তার মুক্তির পথ সহজ হয়।

১৪৬. মুসলিমদের দেখে আনন্দিত হওয়া এবং তাদের জন্য দুআ করা :

মুসলিমদের ভালোবেসে সে তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য দুআ করে। তাই তো, যখন সে কোনো মুসলিম ভাইকে তার সন্তানদের সাথে দেখে, তাদের দৃশ্যটি তাকে আনন্দিত করে, তাদের জন্য সে সাফল্য ও কল্যাণের দুআ করে। আর যখন দেখে কোনো ভাই সদ্য বিবাহ করেছে, তখন তার জন্য দুআ করে, যাতে তার স্ত্রী নেককার নারী হয় এবং উভয়ে কল্যাণের সাথে একীভূত হতে পারে। যখন দেখে তার কোনো সাথি বাড়ি বা গাড়ি ক্রয় করেছে, তখন সে আনন্দিত হয়। কারণ, এগুলো ওই কল্যাণকর বিষয়ের নিদর্শন, যা তাকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে সাহায্য করবে। এগুলো যেন তার জন্য বরকতময় ও আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে সাহায্যকারী হয়, এমন কল্যাণের দুআই সে করে। যদি তার দৃষ্টি কোনো পর্দানশীন বোনের ওপর পড়ে, তবে সে তার অবিচলতা, নেক কাজের তাওফিক এবং আল্লাহ তাআলার দয়া ও রহমতের জন্য দুআ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ

'এক মুসলিমের অনুপস্থিতিতে আরেক মুসলিমের কৃত দুআ গৃহীত হয়। দুআকারী মুসলিমের মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখনই সে কোনো কল্যাণের দুআ করে, তখন নিযুক্ত ফেরেশতা বলে, 'আমিন। তোমার জন্যও সেরকম হোক।'[১০৯]

১০৯. সহিহ মুসলিম : ২৭৩৩

www.QuranerAlo.net

১৪৭. সাথি ও বন্ধুবান্ধবদের ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করা :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ،

'আল্লাহ তাআলার কাছে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলো সে, যে তার সাথিদের কাছে শ্রেষ্ঠ।'[১১০]

তাই সে চেষ্টা করে তাদের সৎ পথপ্রদর্শন ও ভালোর দিকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং উত্তম বিষয়গুলো পরিচিত ও বন্ধুবান্ধবদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে। যাতে তাদের জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করতে পারে এবং 'ইললিয়্যিনে' তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সে কি শ্রেষ্ঠ বন্ধু নয়, যে জান্নাতুন নাইমের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সর্বোচ্চ আসন গ্রহণের প্রতি পথনির্দেশ করে?

বিলাল বিন সা'দ বলেন, 'যেই ভাই তোমার সাথে দেখা হলে তোমার ওপর আল্লাহ তাআলার যে হক আছে, তা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে এমন ভাই থেকে উত্তম, যিনি তোমার সাথে দেখা হলে তোমার হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে দেয়।'

১৪৮. ইমানকে সব ধরনের অন্যায় থেকে মুক্ত রাখা :

সে হিদায়াত ও নিরাপত্তার আশায় আলিমদের আলোচনা ও তাদের মজলিসে উপস্থিত হয়ে নিজেকে শিরক থেকে মুক্ত রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾

'যারা ইমান এনেছে এবং তাদের ইমানকে কোনো অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।'[১১১]

---

১১০. মুসনাদে আহমাদ: ৬৫৬৬

১১১. সুরা আনআম : ৮২

www.QuranerAlo.net

১৪৯. সর্বোত্তম সম্পদ পরকালের জন্য অগ্রে পাঠানো :

পরকালীন জীবনের কামিয়াবির জন্য যা কিছু সম্ভব সে অগ্রে পাঠিয়ে দেয়। আল্লাহর পথে ব্যয় করে নিজের সর্বোত্তম সম্পদ। উমর বিন আব্দিল আজিজের কাছে খবর পৌঁছল যে, তার ছেলে এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি আংটি ক্রয় করেছে। উমর রহ. তার বরাবর পত্র লিখে পাঠালেন, 'আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে, তুমি এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি আংটি ক্রয় করেছ। আমার এই চিঠি যখন তোমার কাছে পৌঁছবে, তখন আংটিটি বিক্রি করে দিয়ে এক হাজার ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবে। আর দুই দিরহামে একটি আংটি ক্রয় করবে। তার পাথরটি লোহার বানাবে। তার ওপর লিখে দেবে, رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه (আল্লাহ এমন ব্যক্তির ওপর দয়া করুন, যে নিজের মর্যাদা জেনেছে)।'

১৫০. আলিমদের থেকে ফতওয়া জানা :

যারা শরয়ি জ্ঞান ছাড়াই ফতওয়া প্রদান করে, তাদের ব্যাপারটি সে চূড়ান্ত করে নেয়। সে তার পকেটে ছোট একটি কাগজ রাখে, যাতে আলিমদের নাম ও ফোন নাম্বার লেখা থাকে। সে কোনো মজলিসে বসলে, ওই সকল আলিমের নাম ও নাম্বারগুলোর আলোচনা করে। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে যিনি উত্তর দিতে পারবেন, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সে বলে, হে আমার ভাইয়েরা, এগুলো আলিম ও মুফতিদের নাম্বার। প্রয়োজনে আমরা তাদের কাছে ফোন করব, যাতে শরয়ি ইলম ছাড়া আল্লাহ হারাম করেছেন—এমন কোনো ফতওয়ার ওপর আমল না করি।

১৫১. মানুষের কাছে অপরিচিত থাকতে পছন্দ করা :

মানুষের মাঝে সে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করতে চায় না। সে কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, তা প্রকাশ করে না। নিজের পরিচয় পর্যন্ত দিতে চায় না, যাতে বিভিন্ন জায়গায় কল্যাণের কাজে তার সুযোগ মিলে যায় এবং অন্যদের ওপর সে অগ্রগামী হতে পারে।

www.QuranerAlo.net

হাসান রহ. বলেন,

'আমি একদিন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে ছিলাম। আমরা একটি পানি পান করার জায়গায় আসলাম। যেখান থেকে মানুষ পানি পান করছিল। তিনি সেখান থেকে পানি পান করতে গেলেন। পানপাত্রের নিকটবর্তী হলেন। কিন্তু মানুষ তাকে চিনতে পারেনি। তাই উনার ওপর ভিড় করছিল এবং চাপাচাপি করছিল। যখন তিনি বের হয়ে আসলেন, তখন আমাকে বললেন, এটিই হচ্ছে প্রশান্তি। অর্থাৎ মানুষ আমাকে চিনেনি এবং আমাকে সম্মানও করেনি।

অথচ, আজকের দিনে কতক লোক দ্বীনের বিনিময়ে সম্মান ক্রয় করছে! নিজের ব্যাপারে নিজেই বলে, আমি অমুক দাওয়াহ বিভাগে কাজ করি; যেন সুনাম-সুখ্যাতি অর্জিত হয়...ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশর বিন হারিস বলেন,

'আমি এমন কাউকে চিনি না, যে পরিচিত হতে ভালোবাসে, কিন্তু তার দ্বীন নষ্ট হয়নি এবং সে লজ্জিত হয়নি।'

তিনি বলেন, 'আখিরাতের স্বাদ এমন ব্যক্তি অনুভব করতে পারে না, যে মানুষের মাঝে পরিচিত হতে ভালোবাসে।'

১৫২. মুসলিমদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করা :

সে তার মুসলিম ভাইদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে কল্যাণ বর্ষণ করে। সে মনে করে, 'যখনই দুজন মুসলিম একটি বিষয়ে মতানৈক্য করে একে অপরকে পরিত্যাগ করবে, তখন আর পবিত্রতা ও ভ্রাতৃত্ব ঠিক থাকে না।'

সে এহেন পরিস্থিতিতে স্থির থাকতে পারে না। কারণ, সে জানে, এখানে দু'জনের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি হয়েছে। তাই, সে প্রথম জনের কাছে গিয়ে তাকে ক্ষমার ফজিলত ও হৃদয়ের উদারতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারপর দ্বিতীয়জনের কাছে এসে বলে, প্রথমজন তার প্রশংসা করেছে এবং তার ব্যাপারে প্রথম জনের মনে কোনো বিদ্বেষ নেই। অবশেষে দু'জনের

www.QuranerAlo.net

মাঝে একটা সমঝোতা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

'সাধারণ লোকের অধিকাংশ সলা-পরামর্শে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি দান-খয়রাত অথবা কোনো সৎ কাজ কিংবা লোকের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ পরামর্শ করে, তাহলে তার কথা ভিন্ন। যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এমন করে, আমি তাকে বিরাট প্রতিদান প্রদান করব।'[১১২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ»

'আমি কি তোমাদের নামাজ, রোজা ও সদাকা করার চেয়েও উত্তম আমলের ব্যাপারে সংবাদ দেবো না?' তারা বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল!' তিনি বলেন, 'দুই ব্যক্তির মাঝে সমঝোতা করে দেওয়া। কারণ, দুজনের মাঝের ঝগড়াই ধ্বংসকারী।'[১১৩]

১৫৩. ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে অবকাশ দেওয়া :

সে তার মুসলিম ভাইদের করজে হাসানাহ ও সদাকা করার মাধ্যমে সাহায্য করে। বিপদ ও দুশ্চিন্তায় সহযোগিতা করে। যখন তাদের কাউকে ঋণ দেয়, তখন তাকে সুযোগও দেয় এবং তার পেছনে লেগে থাকে না এবং

---

১১২. সুরা নিসা : ১১৪
১১৩. সুনানে তিরমিজি : ২৫০৯

www.QuranerAlo.net

কৃপণতাও প্রদর্শন করে না। কেননা, এটাও প্রতিদানের ক্ষেত্রে সদাকার স্থলাভিষিক্ত হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«من أنظر معسرًا، فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين، فأنظره بعد ذلك، فله كل يوم مثليه صدقة»

'যে কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সুযোগ দেয়। তার ঋণ আদায়ের আগ পর্যন্ত প্রতিদিন তার একটি সদাকার সাওয়াব হয়। আর যখন ঋণ আদায় হয়ে যায় এবং তারপরও আবার সুযোগ দেয়। তখন প্রতিদিন তার দ্বিগুণ সদাকার সাওয়াব পাবে।'[১১৪]

১৫৪. ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদারতা দেখানো :

সে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদারতা প্রকাশ করে। অপরের সাথে ঝগড়া বা বিতর্ক করে না। যার ফলে তার মধ্যে মনের সংকীর্ণতা ও দুনিয়ার ভালোবাসা প্রকাশ পায় না। এ ব্যাপারে একজন প্রকৃত মুসলিম সুন্দর ও পবিত্র আদর্শ দেখায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى،

'আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির ওপর দয়া করুন, যে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উদার হয়।'[১১৫]

১৫৫. পুণ্যসমূহ আল্লাহর নিয়ামত :

সে বিশ্বাস করে, প্রত্যেক কল্যাণের মূলনীতি হলো, আল্লাহ তাআলা যা চান, তা-ই হয়। তিনি যা চান না, তা হয় না। তাই তার বিশ্বাস হলো, পুণ্যসমূহ আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। এ জন্য সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এবং তাঁর কাছে মিনতি করে যে, যেন তা বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। আর মন্দসমূহ

---

১১৪. মুসতাদরাকে হাকিম
১১৫. সহিহ বুখারি : ২০৭৬

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তি ও লাঞ্ছনাস্বরূপ। তাই সে নিজের মাঝে ও মন্দের মাঝে পর্দা ঢালতে চেষ্টা করে। সে পুণ্যের কাজগুলো করতে ও মন্দগুলো থেকে বিরত থাকতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।

১৫৬. বেশি বেশি নফল রোজা রাখা :

রোজা মহান একটি ইবাদত। কল্যাণপ্রত্যাশী রোজা রাখতে ভালোবাসে। যথাসম্ভব সে নফল রোজা রাখে। কিন্তু কাউকে জানতে দেয় না যে, সে রোজাদার। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে রাখেন।'[১১৬]

সে সব সময় আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে থাকে এবং আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে উত্তম ধারণা রাখে যে, তিনি তাকে 'রাইয়ান' নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

'জান্নাতে একটি দরজা আছে যাকে 'রাইয়ান' বলা হয়। কিয়ামতের দিন তা দিয়ে রোজাদারগণ প্রবেশ করবে। এ ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের বলা হবে,

---

১১৬. সহিহ বুখারি : ২৮৪০, সহিহ মুসলিম : ১১৫৩

www.QuranerAlo.net

রোজাদারগণ কোথায়? তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে এবং অন্য কেউ তাদের সাথে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন তারা তাতে প্রবেশ করবে, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'[১১৭]

১৫৭. মুমিন ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া :

সে আল্লাহ তাআলার কথা رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ —তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল—নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। এই আয়াতে দয়া ও ভালোবাসার প্রতি ইশারা রয়েছে। আর এই ভালোবাসার পূর্ণতা হলো তার মুত্তাকি সাথিকে ব্যতীত সে কোনো সুস্বাদু খাবার গ্রহণ বা আনন্দ উপভোগ করে না। সাথির বিচ্ছেদে তার মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। তার দূরে চলে যাওয়ার কারণে একাকিত্ববোধ করে। কেননা, সে তো এমন এক ভাই, যে আল্লাহ তাআলার হকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; সাহায্য করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের পথে অবিচল থাকতে; তাকে নাফরমানির ব্যাপারে সতর্ক করে।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. যখন হজের ইচ্ছা করতেন, তখন সাথিদের বলতেন,

'তোমাদের মধ্যে যারা এই বছর হজ করতে দৃঢ়সংকল্প করেছে, তারা যেন নিজেদের খরচাগুলো নিয়ে আসে। তাহলে আমি তাদের জন্য খরচ করতে পারব। তিনি তাদের সকল খরচা নিয়ে নিতেন এবং প্রত্যেকের থলের ওপর তার নাম লিখে সেগুলো একটি বক্সে রেখে দিতেন। অতঃপর তিনি সাথিদের নিয়ে হজে বের হতেন। উত্তমভাবে তাদের যাতায়াত খরচসহ সবকিছুতে ব্যয় করতেন। তাদের সাথে সদাচরণ করতেন এবং তাদের জন্য সহজতার ব্যবস্থা করতেন। এরপর যখন হজ শেষ হয়ে যেত, তখন তিনি তাদের বলতেন, "তোমাদের পরিবারের লোকেরা কি তোমাদের কিছু নিয়ে যেতে বলেছে?" এরপর তিনি তাদের পরিবারের জন্য মদিনার যে যে হাদিয়া নিতে বলেছে, তা ক্রয় করতেন। তারা নিজ দেশে ফিরে আসার

---

১১৭. সহিহ বুখারি : ১৮৯৬, সহিহ মুসলিম : ১১৫২

www.QuranerAlo.net

পথিমধ্যেই তিনি সেগুলো তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। ফলে তাদের বাড়িগুলো সুসজ্জিত হয়ে যেত। তারা যখন শহরে পৌঁছতেন, তিনি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সবাইকে সেখানে দাওয়াত করতেন। তাদের জন্য খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করতেন। তারপর সেই বক্সটি থেকে থলিগুলো বের করে তাদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। তারা প্রত্যেকেই নিজের নামের থলে নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতেন।'

১৫৮. মজলিসের আদব রক্ষা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গ গ্রহণ করা :

সে মজলিসের আদবের প্রতি পূর্ণ লক্ষ রাখে এবং তার ভাইদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দেয়। সে মজলিসে নেতা সাজতে যায় না; বরং যেখানেই জায়গা পায়, বসে পড়ে। মানুষের অবস্থা জানার পেছনে পড়ে না।

মুজাহিদ রহ. বলেন, 'সে তার ভাইয়ের ওপর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে না। সে তাকে জিজ্ঞেস করে না যে, তুমি কোথা থেকে আসলে এবং কোথায় যাবে?'

সে বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গ গ্রহণ করে। কারণ, তারা হলেন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। আবু উমর ইবনে আলা বলেন, 'একবার সাইদ বিন জুবাইর আমাকে যুবকদের সাথে উপবিষ্ট দেখলেন। তিনি বলেন, কে তোমাকে যুবকদের সাথে বসতে বলেছে? তুমি বৃদ্ধদের আঁকড়ে ধরো।'

১৫৯. নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় :

সে তার বাস্তব জীবনে হাসান রহ.-এর কথাটি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়। তিনি বলেন,

'মুমিন নিজের ব্যাপারে নিজেই দায়িত্বশীল। আল্লাহ তাআলার জন্য সে নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ করে। আর কিয়ামতের দিন তাদের হিসাব সহজ হবে, যারা দুনিয়াতে নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ করেছে। আর এমন লোকদের হিসাব কঠিন হবে, যারা নিজের জীবনের মুহাসাবা বা হিসাব গ্রহণ করেনি। নিশ্চয় মুমিন হঠাৎ কিছু দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলবে,

www.QuranerAlo.net

আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে চাই এবং তুমি আমার প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু শপথ আল্লাহর! তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। দূর হও। দূর হও। তোমার ও আমার মাঝে বাধা রয়েছে। অতঃপর জিনিসটা তার থেকে সরে যাবে। ফলে সে আবার নিজের দিকে ফিরে আসবে। তখন বলবে, আমি এটা চাইনি। এটার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহর কসম! আমি কখনো এর দিকে ফিরে যাব না, ইন শা আল্লাহ। মুমিনরাই আল্লাহর দল। কুরআন তাদের দৃঢ় করেছে। কুরআন তাদের মাঝে ও ধ্বংসের মাঝে বাধা হয়েছে। মুমিন দুনিয়াতে বন্দী এবং সে তার বেড়ি ভাঙতে চেষ্টা করে। আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত কোনো জিনিসকেই সে নিরাপদ মনে করে না। সে জানে যে, তার চোখ, কান, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রতঙ্গের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।'

১৬০. নিজেকে ছোট মনে করা :

সে নিজের জন্য বিনয়-নম্রতার লাগাম পরিয়ে নেয়। আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের ভঙুর অবস্থা নিয়ে হাজির হয়। সে মনে করে, বান্দার আমল যত বাড়ে, তার তাওয়াজু'ও তত বাড়ে। আর তার বয়স যত বাড়ে, লোভ তত কমে। সম্পদ যত বাড়ে, দান ও বদান্যতা তত বাড়ে। তার মর্যাদা ও পদ যত বাড়ে, মানুষের সাথে তার নৈকট্যতা, তাদের প্রয়োজন পূরণ ও তাদের সামনে বিনয়ও বাড়ে। সে নিজেকে তুচ্ছ ও হীন মনে করে, যা তাকে আল্লাহ তাআলার আরও নৈকট্যশীল করে। ছুটে যাওয়া নেক আমলের ব্যাপারে পরিতাপ ও কৃত গুনাহের ওপর অনুশোচনা বাড়ে তার মাঝে।

১৬১. মানুষের মাঝে সর্বাধিক দরিদ্র ব্যক্তি :

এই হাদিস তার ঘুম হারাম করে দেয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟

'তোমরা কি জানো দরিদ্র কে?'

www.QuranerAlo.net

قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ،

তারা বললেন, 'আমাদের মাঝে দরিদ্র হলো, যার কোনো অর্থ-সম্পদ নেই।'

فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

তিনি বললেন, 'আমার উম্মতের দরিদ্র হলো সে, যে কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা ও জাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। সে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, অমুকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং অমুকের প্রতি অবিচার করেছে। ফলে সেদিন তার নেকিসমূহ থেকে ওই ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। অমুককে দেওয়া হবে। যদি তার পাওনা পরিশোধ করতে করতে নেকি শেষ হয়ে যায়, তবে মানুষের গুনাহগুলো তার ওপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।'[১১৮]

১৬২. আল্লাহর অনুগ্রহের আশা এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করা :

নিজেকে সে দুর্বল ও অসহায় ভাবে। সে আপন প্রতিপালকের দয়ার আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। এ হাদিসে কুদসির ওপর আমল করে নিজের জন্য বেশি বেশি দুআ করে।

كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ

---

১১৮. সহিহ মুসলিম : ২৫৮১

www.QuranerAlo.net

'আমি যাকে হিদায়াত দান করি সে ব্যতীত তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে হিদায়াত চাও; আমি হিদায়াত দেবো।'[১১৯]

সে সর্বদা আসমানের দরজায় করাঘাত করতে থাকে, যেন আল্লাহ তাআলা তার ডাকে সাড়া দেন।

১৬৩. কল্যাণের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা :

কল্যাণের ব্যাপারে সে প্রতিযোগিতা করে। চোখের সামনে সব সময় সে এই হাদিসটি রাখে এবং যথাসম্ভব আমল করতে থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهَرًا كَرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

'মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর পরেও তার যেসব আমল তার সাথে যুক্ত থাকে, তা হলো : এমন ইলম, যা সে শিখিয়েছে এবং প্রচার করেছে; এমন নেক সন্তান, যাকে সে রেখে গেছে; কোনো মসজিদ, যা সে নির্মাণ করেছে; এমন কোনো ঘর, যা সে মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করেছে; কোনো পানির নহর, যা সে খনন করেছে অথবা এমন সদাকা, যা সে তার জীবদ্দশায় নিজ সম্পদ থেকে দান করেছে।'[১২০]

এগুলোর মাঝে যেটিই তার জন্য সহজ, সেটি দিয়ে সে আমল শুরু করে। তাই পাঠাগারে বা সাধারণ মানুষের মাঝে সে কিতাব বিতরণ করে অথবা

---

১১৯. সহিহ মুসলিম : ২৫৭৭
১২০. সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৪২

www.QuranerAlo.net

ইলমের দরস প্রদানের মাধ্যমে তার প্রচার-প্রসার করে। জীবন থাকতেই সম্পদের যতটুকু সম্ভব দান করে এবং নিজ সন্তানের সংশোধনের চিন্তা করে। তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করে। মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে উপকরণ জমাতে শুরু করে।

১৬৪. ইসলামের বিজয়ের ব্যাপারে আস্থা রাখা :

সে এই দ্বীনের বিজয়ের ব্যাপারে আস্থাশীল ও নিশ্চিত থাকে। এ ব্যাপারে মানুষকে সুসংবাদ দেয়। মানুষের মাঝ থেকে যেন পরাজিত মন মানসিকতা, অবসাদগ্রস্ততা ও দুর্বলতা দূর হয়, এ লক্ষ্যে সে তাদের বিজয়ের সুসংবাদ শোনায়। এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই হাদিস দিয়ে প্রমাণ পেশ করে।

بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَا وَالرِّفْعَةِ وَالتَّمْكِينِ،

'এই উম্মাহকে উচ্চ মর্যাদা, নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ দাও।'[১২১]

কিন্তু সে জানে যে, বিজয় আসার পূর্বশর্ত হচ্ছে বিজয়ের পূর্বশর্তগুলো পূরণ করা।

﴿ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾

'যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।'[১২২]

সে জানে যে, উম্মাতে মুসলিমার এ বিপদ অচিরে কেটে যাবে। ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুদের এ যুদ্ধ পুরাতন বিষয়। এটা নতুন কিছু নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

১২১. মুসনাদে আহমাদ : ২১২২২, আজ-জুহদ লি ইবনি আবি আসিম : ১৬৮,
১২২. সুরা মুহাম্মাদ : ৭

www.QuranerAlo.net

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾

'তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন; যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।'[১২৩]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

'যে ব্যক্তি মুসলিমদের ওপর কাফিরদের পূর্ণ বিজয় ও কর্তৃত্বের ধারণা করে, সে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে মন্দ ধারণা করে।'

১৬৫. নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে আল্লাহর নিকট দুআ করা :

সে বিনয়ী ও নম্রতার অধিকারী হয় এবং আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

'আল্লাহ তাআলার কাছে নত হওয়া, নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ও তার সামনে নিজেকে সঁপে দেওয়ার চেয়ে বেশি প্রিয় কিছু নেই। এই অবস্থায় তার কথাগুলো কতই না চমৎকার হয়! হে আল্লাহ, আমি আপনার ইজ্জত ও সম্মানের শপথ করে, আমার লাঞ্ছনার কথা প্রকাশ করে বলছি, আপনি আমাকে দয়া করুন। আপনার শক্তি ও আমার দুর্বলতা, আপনার অমুখাপেক্ষিতা ও আমার মুখাপেক্ষিতার শপথ করে চাচ্ছি। আমার মিথ্যাবাদী ভ্রান্ত কেশগুচ্ছ আপনার হাতে। আপনার একজন বান্দা আমি। আমি ছাড়া আপনার অনেক বান্দা রয়েছে। কিন্তু আপনি ছাড়া আমার আর কোনো অভিভাবক নেই। আপনি ছাড়া আমার কোনো আশ্রয় নেই। আমি আপনার কাছে মিসকিন ব্যক্তির ন্যায় প্রার্থনা করছি। বিনয়ী ব্যক্তির ন্যায় মিনতি করছি। ক্ষতিগ্রস্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় দুআ করছি। প্রার্থনা

---

১২৩. সুরা সাফ : ৮

www.QuranerAlo.net

করছি, এমন ব্যক্তির প্রার্থনার মতো, যার গর্দান আপনার জন্য নত হয়েছে, যার নাক ধূলিমলিন হয়েছে, যার অশ্রু আপনার জন্য প্রবাহিত হয়েছে এবং যার হৃদয় আপনার জন্য বিগলিত হয়েছে।'

১৬৬. নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা :

সে নিজেকে মন্দ ও অনর্থক কাজ থেকে দূরে রাখে। মন্দ লোকেরা মানুষের মন্দ বিষয়গুলো অনুসরণ করে আর ভালো জিনিসগুলো ছেড়ে দেয়। যেমন মাছি দেহের নষ্ট অংশ খোঁজে, সুস্থ অংশ পরিত্যাগ করে। তাই সে নিজের জিহ্বাকে গিবত করা থেকে ও নিজের কানকে গিবত-শ্রবণ থেকে পবিত্র রাখে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে মানুষের গোস্ত ভক্ষণ থেকে।

ইবনুল কায়্যিম রহ. আল্লাহ তাআলার এই বাণীর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

'নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তরগুলোর প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।'[১২৪]

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

'তাই বাস্তবতা হলো, সে হিসাব গ্রহণের আগেই নিজের হিসাব গ্রহণ করে।'

১৬৭. গভীর চিন্তাভাবনার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা :

সে আল্লাহ তাআলার কালামকে যথাসম্ভব মুখস্থ করে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট কিছু অংশ পাঠ করে। এ ব্যাপারে অবহেলা করে না।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

'কুরআনকে গভীর চিন্তাভাবনার সাথে তিলাওয়াতের চেয়ে হৃদয়ের জন্য বেশি উপকারী আর কিছু আছে কি? কেননা, তা আল্লাহ তাআলার পথে

---

১২৪. সুরা ইসরা : ৩৬

www.QuranerAlo.net

গমনকারী সকলের মর্যাদা, নেককারদের অবস্থা, আরেফিনদের অবস্থান নিজের মাঝে শামিল করে নিয়েছে। এটি হৃদয়ে প্রেম-ভালোবাসা, ভয় ও আশা, আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন, তাওয়াক্কুল, সন্তুষ্টি, সমর্পণ, শোকর, সবর এবং এ ধরনের সব গুণ—যার মাধ্যমে বান্দার হৃদয় সঞ্জীবিত থাকে এবং পূর্ণতা লাভ করে, তার সবই এই কিতাবে আছে। বান্দার হৃদয়কে নষ্ট করে দেয়—এমন সব মন্দ কাজ ও গুণ থেকে তাকে বিরত রাখে। যদি মানুষ জানত যে, চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআন তিলাওয়াতে কী আছে, তবে তারা সব ছেড়ে তা নিয়ে পড়ে থাকত। সুতরাং যখন সে চিন্তাভাবনার সাথে তিলাওয়াত করবে এবং এমন আয়াতের কাছে পৌঁছাবে, হৃদয়ের চিকিৎসায় যার প্রতি সে মুখাপেক্ষী, সে তা বারবার পাঠ করবে; যদিও একশ বার কিংবা একরাত পাঠ করতে হয়। চিন্তাভাবনার সাথে বুঝে বুঝে তিলাওয়াত চিন্তাভাবনাহীন খতমের চেয়ে উত্তম। এটা হৃদয়ের জন্য অধিক ফলপ্রসূ ও ইমান অর্জনের উত্তম উপায়। এর দ্বারা হৃদয়ে বাড়ে কুরআনের স্বাদ। আর এই অভ্যাস ছিল সালাফের, যারা ফজর পর্যন্ত এক আয়াত তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন।'

১৬৮. ঘরকে আল্লাহর আনুগত্য পালনের পবিবেশরূপে গড়ে তোলা :

সে তার ঘরকে একটি ইমানি অঙ্গনে পরিণত করে। রহমত যাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। যা হয় আল্লাহ তাআলার আনুগত্য পালনের উপযুক্ত পরিবেশ। রাতে যথাসম্ভব সে নামাজ পড়ে। অতঃপর নিজ স্ত্রীকে জাগিয়ে তোলে, যেন সেও তাহাজ্জুদ পড়তে পারে।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

www.QuranerAlo.net

'আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন, যে রাত জেগে নামাজ পড়েছে এবং স্বীয় স্ত্রীকে জাগিয়ে দিয়েছে। ফলে সেও নামাজ পড়েছে। যদি স্ত্রী উঠতে না চায়, তবে তার চেহারায় সে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা এমন নারীর প্রতিও দয়া করেন, যে রাত জেগে নামাজ পড়েছে এবং নিজ স্বামীকে জাগিয়ে দিয়েছে। ফলে সেও নামাজ পড়েছে। আর যদি স্বামী উঠতে না চায়, তবে তার চেহারায় সে পানি ছিটিয়ে দেয়।'[১২৫]

১৬৯. আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর ইবাদতকেই একমাত্র লক্ষ্য বানানো :

তার পছন্দ হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও তাঁর ইবাদত করা। আর গুনাহ থেকে দূরে থাকা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ভয় করা। অপর মানুষ যদি দুনিয়া নিয়ে মেতে ওঠে, তবে সে আল্লাহ তাআলা, তাঁর ভালোবাসা ও তাঁর আনুগত্যে মেতে ওঠে। মানুষ যদি দুনিয়া নিয়ে আনন্দিত হয়, তবে সে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর তাওফিক নিয়ে আনন্দিত হয়। মানুষ যদি তাদের বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিলে প্রশান্তি লাভ করে, তবে সে তার প্রশান্তিকে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। যদি তারা সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার আশায় রাজা-বাদশা ও মন্ত্রীদের কাছে পরিচিত হয় এবং তাদের নৈকট্য লাভ করে; তবে সে আল্লাহ তাআলার কাছে পরিচিত হয়, তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর আনুগত্যে শির নত করে এবং বিনয়ী হয়ে তাঁর সামনে কপাল লুটিয়ে দেয়। আর এভাবেই সে চূড়ান্ত ইজ্জত ও সম্মান পায়।

১৭০. রাতে নিজের বিছানা গুটিয়ে নেওয়া :

আব্দুল্লাহ বিন দাউদ বলেন, 'তাদের কেউ কেউ যখন চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছাতেন, তখন নিজের বিছানা গুটিয়ে নিতেন। অর্থাৎ তিনি সারা রাত ঘুমাতেন না। বরং তাসবিহ পাঠ করতেন, নামাজ পড়তেন, আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং অতীতের মাশুল দিতেন, আগত ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতেন।'

---

১২৫. মুসনাদে আহমাদ : ৯৬২৮

www.QuranerAlo.net

১৭১. অহংকার থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকা :

কল্যাণপ্রত্যাশী অহংকার ছেড়ে বিনয়-নম্রতা গ্রহণ করে। কেননা, অহংকারের পুরোটাই মন্দ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

'যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'[১২৬]

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

'তাকাব্বুর বা অহংকার শিরকেরই একটি মন্দ প্রকার। কেননা, অহংকারী আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ব্যাপারে অহংকার করে। আর মুশরিক ইবাদত করে আল্লাহ তাআলা ও অন্যদের জন্য।'

ইয়াহইয়া বিন কাসির বলেন,

'তাওয়াজু' বা বিনয়ের মূল হচ্ছে তিনটি। ১. কোনো বৈঠকে সম্মানি না হওয়াতে সন্তুষ্ট থাকা। ২. যার সাথে সাক্ষাৎ হবে, তাকে আগে আগে সালাম দেওয়া। ৩. নিজের প্রশংসা শ্রবণ, খ্যাতি ও নিজের আমলে লৌকিকতা পছন্দ না করা।'

১৭২. শক্তি ও সুস্থ থাকতেই ইবাদত করা :

সে নিজের জীবনের বছরগুলো পর্যবেক্ষণ করে। সে দেখে যে, তার জীবন খুব দ্রুত তাকে বার্ধক্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই সে নিজের উদ্যমতা, শক্তি, সবর ও সুস্থতার মাধ্যমে পরকালের আমল করার জন্য এ সকল সুযোগকে কাজে লাগায়। সে বলে, দাওয়াতের কাজ, নামাজ পড়া, রোজা রাখা, এসব আমল করতে আজ আমি সক্ষম। কিন্তু কাল হয়তো কোনো রোগ বা বার্ধক্যের কারণে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। এমন চিন্তা তাকে খুব দ্রুত প্রস্তুত করে নেয়। সাফিয়া বিনতে সিরিন উপদেশ দিতে গিয়ে

---

১২৬. সহিহ মুসলিম : ৯১

www.QuranerAlo.net

বলেন, 'হে যুবকেরা, যৌবন থাকতেই নিজের জীবনের জন্য কিছু গ্রহণ করো। কারণ, আমি যৌবনের আমলকেই দেখতে পাচ্ছি।'

১৭৩. পরকালের আমলের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা :

সাহাবায়ে কিরাম যখন আল্লাহ তাআলার এই বাণী শুনতে পেলেন, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ। ('সুতরাং তোমরা সৎকর্মে একে অপরের অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো।')[১২৭] এবং وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ (এবং তোমরা ক্ষমার দিকে ছুটে যাও।)[১২৮] তারা বুঝে নিলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো, তাদের প্রত্যেককেই চেষ্টা করতে হবে, যাতে সে অপরের তুলনায় এই মর্যাদায় অগ্রগামী হয়। তাই তারা এই মহান মর্যাদা হাসিলে আত্মনিয়োগ করে। তাদের কেউ যখন অপর কাউকে দেখত যে, সে তার চেয়েও পরকালের আমল বেশি করে ফেলেছে, তার সাথে সে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিত, তার সমকক্ষতা অর্জন করতে চেষ্টা করত। বরং বলা ভালো, তাকে অতিক্রম করারও সাধনা করত। তাদের প্রতিযোগিতা ছিল পরকাল নিয়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾

'প্রতিযোগীরা যাতে এ ব্যাপারেই প্রতিযোগিতা করে।'[১২৯]

সাহাবায়ে কিরাম যখন এ আয়াত শ্রবণ করেন, তখন তাদের অবস্থা ছিল, প্রত্যেকেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে শুরু করলেন এবং এই প্রতিযোগিতার জন্য নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নাড়া চাড়া দিয়ে নিলেন। যাতে আল্লাহ তাআলা তাকে কবুল করেন।

১৭৪. নিজেকে নিয়ে পরিতুষ্ট না হওয়া :

কল্যাণপ্রত্যাশী নিজেকে আল্লাহ তাআলার কাছে ছোট মনে করে। নিজের অভাব ও প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করে। সে আশঙ্কা করে

---

১২৭. সুরা বাকারা : ১৪৮
১২৮. সুরা আলে ইমরান : ১৩৩
১২৯. সুরা তাতফিফ : ২৬

www.QuranerAlo.net

যে, নিজের কর্ম ও চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ওপর কোনো অনুগ্রহ করছে, এমন কোনো খটকা অন্তরে চলে আসে কি না। জনৈক আলিম বলেন, 'বান্দার বিপদ হলো, নিজেকে নিয়ে পরিতুষ্ট হওয়া। আর যে নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করে, তার থেকে এমন কোনো বিষয় প্রকাশ পায়, যা তাকে ধ্বংস করে। আর যে নিজেকে অবিচলতার ওপর ধরে রাখে না, সে ধোঁকায় আছে।'

১৭৫. নিজের আহারের ব্যাপারে সর্তক থাকা :

সে হালাল মাল অনুসন্ধান করে। সন্দেহযুক্ত মাল থেকে দূরে থাকে। ইবরাহিম বিন আদহাম বলেন, 'প্রকৃত লাভবান হলো সে, যে তার পেটে কী প্রবেশ করেছে তার উপলব্ধি রাখে।' সুতরাং সে তার পকেটে প্রবেশ করা প্রতিটি টাকার ব্যাপারে অবগত থাকে এবং প্রতিটি লোকমার ব্যাপারে জানে যে, কী তার পেটে প্রবেশ করছে। কেননা, হিসাব খুবই কঠিন হবে। শুমাইত বিন আজলান বলেন, 'হে বনি আদম, তোমার পেট হচ্ছে এক বিঘত প্রস্থ ও এক বিঘত দৈর্ঘ্যের। তা যেন তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ না করায়?'

১৭৬. দুনিয়াবিমুখিতা অবলম্বন করা :

আখিরাত নিয়ে সে সব সময় চিন্তা করে। তাই সে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সামান্য কয়টি দিনের জন্য যতটুকু দরকার, শুধু ততটুকুই গ্রহণ করে। হাসান রহ. বলেন,

'আল্লাহর শপথ! আমি এমন লোকদের সান্নিধ্য পেয়েছি, যারা নিজের গৃহে কোনো কাপড় ভাঁজ করে রাখেননি (তথা তাদের এক জোড়া কাপড়ই ছিল)। তাদের পরিবারকে কখনো খাবার তৈরি করতে বলেননি। তাদের ও পৃথিবীর মাঝে কোনো জিনিস তৈরি করেননি।'

দুনিয়াবিমুখদের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেন,

'দুনিয়ার খাদ্য কোনো খাদ্য নয়। দুনিয়ার পোশাক কোনো পোশাকই নয়। দুনিয়া তো কয়েকটি দিন মাত্র। যাকে আমি ফকিরের চেয়ে বেশি কিছুর সমকক্ষ মনে করি না।'

www.QuranerAlo.net

পরিশিষ্ট

প্রিয় ভাই, আমি দেখছি যে, তোমার হৃদয় বৃষ্টির ফোঁটার ন্যায় নির্মল হয়েছে। শুভ্র ও পবিত্র হয়েছে তোমার অন্তর, হয়েছে তা বিস্তৃত ও প্রশস্ত। এ কথাগুলো তোমার হৃদয়ের গভীর ভালোবাসাকে স্পর্শ করছে। তোমাকে নেক কাজের প্রতি দ্রুত বেগে ধাবিত করছে। সুতরাং তুমি নিজের জন্য একটি অংশ গ্রহণ করো। যখন তোমার কাছে একটি কল্যাণ আসবে, তখন একবার হলেও তার ওপর আমল করো। সেটার আমলকারী হও। দ্বীন এমন ব্যক্তির প্রতিই মুখাপেক্ষী, যে তার সেবা করে এবং যে তা আদায় করে।

মুসলিম ভাই আমার, বৃষ্টির ন্যায় কল্যাণের ধারা প্রবাহিত করো! তোমার প্রতিপালক দয়ালু ও দানশীল। যিনি তাওবা কবুল করেন। গুনাহ ক্ষমা করেন। অল্পতে অনেক বিনিময় দেন। যথাসাধ্য তাঁর নিকটবর্তী হও। সুসংবাদ গ্রহণ করো। ভালো, প্রতিদানের ও এমন জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো; যাতে থাকবে আনন্দ-ফূর্তি। তাতে মন যা চাইবে, তা-ই পাবে। সেখানে থাকবে নয়নাভিরাম, চোখজুড়ানো, মনভুলানো নিয়ামতরাজি।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাকে দ্বীনের দায়ি বানিয়ে দিন। আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা ও সমস্ত মুসলিমকে ক্ষমার বারিধারায় সিক্ত করুন (আমিন)।

www.QuranerAlo.net